বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১

প্রকাশকাল:
অক্টোবর, ২০২১

নির্দেশনা:
জনাব মো: মোকাব্বির হোসেন
সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রকাশনা ও স্বত্ব:
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

উপদেষ্টা:
জনাব আসাদুজ্জামান খান এম. পি
মাননীয় মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সম্পাদনায়:
জনাব মল্লিক সাঈদ মাহবুব
যুগ্মসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সহযোগিতায়: সুরক্ষা সেবা বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং অধীন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	পটভূমি	১
২.	ক্রমবিকাশ	২
৩.	রূপকল্প	৩
৪.	অভিলক্ষ্য	৩
৫.	সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সংক্রান্ত	৪
৬.	উদ্ভাবনী কার্যক্রম	৭
৭.	তথ্য অধিকার	৩৫
৮.	উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি	৩৬
৯.	আইন-বিধি/পরিপত্র প্রণয়ন/সংশোধন সংক্রান্ত	৩৮
১০.	জেলা প্রশাসক সম্মেলন-২০১৯ এ গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন	৩৯
১১.	মুজিববর্ষ উদযাপন	৪০
১২.	স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন	৫৯
১৩.	কোভিড-১৯ প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন	৭২
১৪.	ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কার্যক্রম	৮৩
১৫.	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কার্যক্রম	১০৩
১৬.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কার্যক্রম	১৪২
১৭.	কারা অধিদপ্তরের কার্যক্রম	১৮২

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পটভূমি: জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকার ১৯ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে সুরক্ষা সেবা বিভাগ সৃজন করে। এ বিভাগের অধীনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং কারা অধিদপ্তর রয়েছে। বাংলাদেশ সচিবালয়ের ৮ নং ভবনে সুরক্ষা সেবা বিভাগ-এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি ২য় মেয়াদে ০৭.০১.২০১৯ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাস মহামারির মধ্যেও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে অনুসরণ করে এ বিভাগ ও অধীন অধিদপ্তরসমূহের কার্যক্রম প্রায় স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হয়েছে।

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বর্তমান জনবল ২৭৭ জন। তন্মধ্যে ১ম শ্রেণি-৫১ জন, ২য় শ্রেণি-৩৩ জন, ৩য় শ্রেণি-৮২ জন এবং ৪র্থ শ্রেণি-৩৬ জন কর্মরত। বর্তমানে ৭৫টি পদ শূন্য আছে। পাসপোর্ট ও ভিসা সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে ১৫টি দেশের ১৯টি বাংলাদেশ মিশনে পাসপোর্ট ও ভিসা উইং খোলা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে-১. রোম, ইতালি, ২. নিউইয়র্ক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩. ওয়াশিংটন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ৪. দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ৫. কুয়েত সিটি, কুয়েত, ৬. রিয়াদ, সৌদি আরব, ৭. মাস্কট, ওমান, ৮. দোহা, কাতার, ৯. বার্মিংহাম, যুক্তরাজ্য, ১০. অটোয়া, কানাডা ১১. লন্ডন, যুক্তরাজ্য, ১২. আবুধাবী, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ১৩. জেদ্দা, সৌদি আরব, ১৪. কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া, ১৫. মানামা, বাহরাইন, ১৬. বাংলাদেশ হাই কমিশন, সিঙ্গাপুর, ১৭. প্রিটোরিয়া, সাউথ আফ্রিকা, ১৮. বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, হংকং এবং ১৯. জর্দান, আম্মান। এসব মিশনে বর্তমানে ৩০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী দায়িত্ব পালন করছেন।

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক যথাসময়ে ও যথাযথভাবে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (এনআইএস) বাস্তবায়ন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন (এসডিজি), ইস্তাম্বুল প্ল্যান অব অ্যাকশন (আইপিওএ) বাস্তবায়ন, উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা, সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ (এসপিএস), স্মল ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (এসআইপি) ইত্যাদি কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ২০৪১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এদেশকে একটি উন্নত দেশে রূপান্তরের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। উন্নত দেশের অপরিহার্যতায় মাদকমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা একটি অন্যতম নির্ণায়ক। অবৈধ মাদকের ছোবল থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার লক্ষ্যে মাদক অপরাধীদের বিরুদ্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছেন এবং ইতোমধ্যে একটি অ্যাকশন প্লান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদক নিয়ন্ত্রণে এদেশে নোডাল এজেন্সি হিসেবে কাজ করছে। মাদকের বিরুদ্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়নে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে অধিদপ্তরের জনবল ১৭০৬ হতে ৩০৫৯-এ উন্নীত করা হয়েছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০,' যুগোপযোগী করে 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন ২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে। নতুন আইনে ইয়াবা চোরাকারবারীর সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে। উক্ত আইনে মাদকচোরাকারবারীর পাশাপাশি মাদক ব্যবসায় অর্থ যোগানদাতা, পৃষ্ঠপোষকতাদানকারী ও মদদদাতাগণ সংশ্লিষ্ট ধারায় নির্ধারিত দন্ডের অনুরূপ দণ্ডে দণ্ডিত হবেন মর্মেও বিধান রয়েছে। উক্ত আইনে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে মাদকচোরাকারবারীদের শাস্তির পরিধি বৃদ্ধি করা হয়েছে। অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত পেন্ডিং মামলাসমূহের সার্বিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে এ আইনে মাদক অপরাধের মামলাসমূহ বিচারের এখতিয়ার সম্পন্ন আদালত নির্ধারণেরও বিধান রাখা রয়েছে। এছাড়া মাদকাসক্ত ব্যক্তি শনাক্তকরণে উক্ত আইনে ডোপটেস্ট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ক্রমবিকাশ

১৯.০১.২০১৭	:	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি পৃথক বিভাগ হিসেবে সুরক্ষা সেবা বিভাগের কার্যক্রম শুরু;
০৪.০৫.২০১৭	:	নবসৃজিত বিভাগ হিসেবে নতুনভাবে রাজস্বখাতে ২০৯টি পদ সৃজন;
২০১৩-২০১৪	:	১৫টি দেশের ১৯টি মিশনে পাসপোর্ট ও ভিসা উইং চালুকরণ;
২৯.০৭.২০১৭	:	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার কেরাণীগঞ্জে স্থানান্তর;
২০১৬-২০১৭	:	পৃথক বিভাগ হিসেবে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের কার্যক্রম শুরু এবং চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অর্জিত নম্বর ৯৬.৪২%;
২০১৭-২০১৮	:	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সফলভাবে বাস্তবায়ন করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে সম্মাননাপত্র গ্রহণ;
১৯.০৭.২০১৮	:	ই-পাসপোর্ট প্রবর্তনের লক্ষ্যে জার্মানীর ভেরিডোজ জিএমবিএইচ নামক কোম্পানির সাথে চুক্তি স্বাক্ষর;
২২.০১.২০২০	:	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ২২ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে ই-পাসপোর্ট ও উত্তরাস্থ পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স (ই-পাসপোর্ট ভবন)-এর শুভ উদ্বোধন;
২৭.১২.২০১৮	:	মাদক ব্যবসায়ীর পৃষ্ঠপোষকদের শাস্তির বিধানসহ ইয়াবা ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ডের বিধান রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয় যা ২৭ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ কার্যকর হয়েছে।
২০১৯	:	'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে কর্মরত ১০ম গ্রেড ও তদনিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য রেশন নীতিমালা, ২০১৯' প্রণয়ন করা হয়।
২০১৯	:	'বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯' প্রণয়ন করা হয়।
২০২০	:	মাদক অপরাধের মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তিকল্পে মাদকদ্রব্য অপরাধসমূহ ট্রাইব্যুনালের পরিবর্তে অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী 'এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত' কর্তৃক বিচার্য হবার বিধান রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ সংশোধন করে 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০' প্রণয়ন করা হয়।
২০২১	:	'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (কর্মচারীদের পোশাক ও সামগ্রীর প্রাধিকার) বিধিমালা-২০২১' প্রণয়ন করা হয় যা ২৩ মে ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

রূপকল্প (Vision) : সুরক্ষিত নাগরিক।

অভিলক্ষ্য (Mission): প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, দুর্যোগ মোকাবেলা, মাদক নিয়ন্ত্রণ, সুষ্ঠু কারা ব্যবস্থাপনা এবং বিদেশ গমনাগমন আরো সহজ, টেকসই ও সময়োপযোগী করার মাধ্যমে নাগরিক সেবা ও নাগরিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) : সুরক্ষা সেবা বিভাগ সৃষ্টির পর থেকে প্রত্যেক অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন করে আসছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা সেবা বিভাগকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়নের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননাপত্র প্রদান করেছেন। সুরক্ষা সেবা বিভাগ ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি'তে ৮৬.৪৩ নম্বর অর্জন করেছে। মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগের মধ্যে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যাতে ৬৬টি কর্মসম্পাদন সূচক অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরের চূড়ান্ত অগ্রগতির প্রতিবেদন এবং দাখিলকৃত সকল প্রমাণক পর্যালোচনা করে এপিএ টিমের সুপারিশের আলোকে অধীন চারটি দপ্তর/সংস্থার মধ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ৯৪.৯৭ নম্বর অর্জন করে ১ম হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের চূড়ান্ত এপিএ ১৬ জুন ২০২১ তারিখে APAMS সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল করা হয় এবং ১৮ জুলাই ২০২১ তারিখে সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। যাতে মোট ৪৭টি কর্মসম্পাদন সূচক রয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগের সাথে অধীন চারটি দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণের সাথে ২৭ জুন ২০২১ তারিখে ২০২১-২২ অর্বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকায় সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম যেমন-জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনাসমূহকে সমন্বিতভাবে এপিএ'র অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যাতে সংশ্লিষ্ট অফিসের Allocation of Business বা কার্যতালিকাভুক্ত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে ৭০ নম্বর এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের আওতায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অধিকার কর্ম-পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সর্বমোট ৩০ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন (NIS) : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে সুরক্ষা সেবা বিভাগ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন করে আসছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব-এর নেতৃত্বে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ ২০১৯-২০ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় বর্ণিত কার্যক্রমের বিপরীতে চূড়ান্ত মূল্যায়ণে ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগ ১৫তম স্থান অর্জন করেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় ১৩টি অধিক্ষেত্রে/বিষয়ে মোট ৩৬টি কর্মসম্পাদন সূচক অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে ০৩ আগষ্ট ২০২০ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগের বাজেটে শুদ্ধাচার পুরষ্কার নামক নতুন একটি অর্থনৈতিক কোড সৃজনপূর্বক উক্ত কোডে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত মূল্যায়ণে এ বিভাগের অধীন চারটি দপ্তর/সংস্থার মধ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ১ম এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ২য় স্থান অর্জন করেছে। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের সুরক্ষা সেবা বিভাগের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ০৬

জুন ২০২১ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনায় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, আর্থিক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ১৭টি সূচক রয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন সংক্রান্ত : টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ৩.৫.১ এবং ৩.৫.২ নং টার্গেট অর্জনের বিষয়ে সুরক্ষা সেবা বিভাগ লিড মিনিস্ট্রি/লিড এজেন্সি হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। এসব টার্গেট অর্জনের বিষয়ে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের প্রতিবেদন ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এসডিজি ট্রাকারে ৩.৫.১ এবং ৩.৫.২ নং ইন্ডিকেটরের জন্য মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং ১৬.৩.২-এর ক্ষেত্রে কারা অধিদপ্তর তথ্য প্রদান করে থাকে। এসডিজি'র অ্যাকশন প্ল্যানে বর্ণিত সুরক্ষা সেবা বিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নির্ধারিত ছকে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। জিইডি'র কাঠামো অনুযায়ী ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে National Action Plan of Security Services Division, MoHA by Targets for the Implementation of SDGs বিষয়ক হালনাগাদ প্রতিবেদন ১২ এপ্রিল ২০২১ তারিখে জিইডি'তে প্রেরণ করা হয়েছে।

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সংক্রান্ত : সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮'তে জঙ্গিবাদ ও মাদকনির্মূল বিষয়ে অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি ও চলমান অভিযান অব্যাহত রাখা, মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারি অর্থায়নে সংশোধনাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, তরুণদেরকে মাদকের ভয়াল আসক্তি থেকে মুক্ত করতে প্রতিটি জেলায় ১টি করে সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করা, বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর সরকারি অনুদান বৃদ্ধি করা, ই-পাসপোর্ট ও ই-ভিসা চালু করা, সরকারি প্রতিষ্ঠানে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়ে ইশতেহারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ বিষয়ে ০৮.০১.২০১৯ তারিখে অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের সাথে সভা করে ইশতেহারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিভাগের মাসিক সভায় উক্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি), পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ এর সাথে ২০২০-২১ অর্থবছরের সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং অধীন দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে বর্ণিত কার্যক্রমের অ্যালাইনমেন্ট

ক্রম	নীতি/পরিকল্পনার নাম	নীতি/পরিকল্পনার যে অংশের আলোকে এপিএ'র কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে	এপিএ'র সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম
১	রূপকল্প ২০৪১	Bangladesh's aims to achieve high income status: ♣ Per capita income of $12,500 (more than $16,000 in 2041 prices)	রূপকল্প ২০৪১ অর্জনে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক সুরক্ষা সেবা বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে।
২	অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	Part-2, Chapter-1, Section:1.4-8FYP Strategy for Improvement in Governesses and Institutions, Clause-1.4.6 (Page-187, 191) "Achieve full coverage of electronic passports by 2025";	(২.৪.১) বিদেশস্থ মিশনসমূহে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালুকরণ; (২.৫.১) অধীন অফিসসমূহে ই-পাসপোর্ট মোবাইল এনরোলমেন্ট ইউনিট সম্প্রসারণ।
		Part-2, Chapter-1, Section:1.4-8FYP Strategy for Improvement in Governesses and Institutions, Clause-1.4.6 (Page-187, 191) To ensure better facilities for prisoners- ♣ By allowing them to have access to professional training and counselling services ♣ Develop advanced infrastructure to reduce prisoner burden and ♣ Provide special care for female and under-aged prisoners.	(৩.৫.২) কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুন:নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের ভৌত কার্যক্রম বাস্তবায়ন; (৩.২.৩) মহিলা কারাবন্দিদের সাথে অবস্থানরত শিশুদের জন্য ডে কেয়ার স্থাপন।
		Part-2, Chapter-1, Section:1.4-8FYP Strategy for Improvement in Governesses and Institutions, Clause-1.4.6 (Page-187, 191) Strengthen the capacity of the Fire Service and Civil Defence department to ensure public safety-	(১.৩.৩) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ৬টি বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি মন্ত্রণালয় পর্যায়ে যাচাই বাছাই সম্পন্নকরণ; (১.৩.৪) ফায়ার সার্ভিসের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বঙ্গবন্ধু

		♣ By investing in training of key emergency personals, ♣ Importing necessary technologies and fire-fighting instruments to effectively carryout rescue operation during any man-made or natural disasters.	ফায়ার একাডেমি স্থাপন প্রকল্পের জমি অধিগ্রহন কার্যক্রম বাস্তবায়ন; (১.৬.১) ফায়ার সার্ভিসের কর্ম কর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ লার্নিং সেশন আয়োজন
		♣ অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাপনায় আরও আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রযুক্তি (বহুতল ভবনের উপযোগী উচ্চতাবিশিষ্ট মই, জাম্বু কুশন ইত্যাদি) ব্যবহারের লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি।	(১.৩.৫) ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ লার্নিং সেশন আয়োজন।
৩	মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	♣ অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাপনায় আরও আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রযুক্তি (বহুতল ভবনের উপযোগী উচ্চতাবিশিষ্ট মই, জাম্বু কুশন ইত্যাদি) ব্যবহারের লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি।	(১.৩.৫) ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ লার্নিং সেশন আয়োজন।
৪	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন	♣ আন্ত:সংস্থার সমন্বয়ে মাদক পাচারকারী, ব্যবসায়ী, সেবনকারী, মজুতকারীর বিরুদ্ধে মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে; ♣ মাদকবিরোধী প্রচারণা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং এ বিষয়ে সকল শ্রেণি/পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে; ♣ পর্যায়ক্রমে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষিত সকল জেলায় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন ও বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে কঠোর নজরদারির মধ্যে আনতে হবে; ♣ সোনাপাচার/মাদক/ অস্ত্র/ শিশু ও মানবপাচারের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখা; ♣ এনজিও পরিচালিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে যাতে মাদক দ্রব্যের বিস্তার; না ঘটে সেজন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ নজরদারির আওতায় আনা।	(৪.১.২) মাদক বিরোধী অভিযান কার্যক্রম পরিচালনা; (৪.৩.১) সরকারি/বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিদর্শন ও মূল্যায়ন; (৪.১.৩) আয়োজিত এ্যানফোর্সমেন্ট কমিটির সভা; (৪.১.৪) আয়োজিত মাদক সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ সভা। (৪.১.৫) আয়োজিত জাতীয় মাদক বিরোধী কমিটির সভা।
		♣ গ্যাপ-এরিয়া এবং গ্রোথ সেন্টারসমূহে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন চালু করতে হবে; ♣ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে; ♣ নানা রকম দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে; ♣ বন্যা/দুর্যোগ প্রবণ এলাকার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অর্গানোগ্রামে একটি ডুবুরি দল অন্তর্ভুক্তকরণ।	(১.৩.১) ১১টি মডার্ণ ফায়ার স্টেশন স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ফায়ার স্টেশন; (১.৩.২) স্ট্রেংদেনিং এ্যাবিলিটি অব ফায়ার ইমার্জেন্সি রেসপন্স প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন; (১.৪.১) ফায়ার ষ্টেশন স্থাপন নীতিমালা প্রণয়ন।
		♣ কারাগারসমূহের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করা; ♣ বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করা;	(৩.৩.১) কারাবন্দিদের জন্য স্বজন লিংক প্রকল্প বাস্তবায়ন; (৩.৫.১) বন্দি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ; (৩.৫.৩) কেন্দ্রীয় কারা প্রশিক্ষন একাডেমি, রাজশাহী শীর্ষক প্রকল্পের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন; (৩.৬.১) নিরাপত্তা ব্যবস্থা

		♣ কারাগারকে বন্দিশালা নয় সংশোধনাগারে পরিবর্তন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে; ♣ বন্দিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে; ♣ কারাগারে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অত্যাধুনিকীকরণ করা হবে; ♣ প্রিজন লিংক স্থাপন; ♣ কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে।	আধুনিকায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ; (৩.৫.২) কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনর্নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের ভৌত কাজ বাস্তবায়ন।
		♣ ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ করা হবে; ♣ ই-পাসপোর্ট ও ই-গেইট কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে; ♣ ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) চালু করা হবে; ♣ ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে।	(২.৭.১) বিভিন্ন ইমিগ্রেশন চেক পোস্টে/বিমান বন্দরে স্থাপিত ই-গেইট; (২.৮.১) ১৬ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ভবন নির্মাণ সম্পন্নকরণ; (২.৮.২) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি মন্ত্রণালয় পর্যায়ে যাচাই বাছাই সম্পন্নকরণ।
৫	এম টি বি এফ	♣ অগ্নিমহড়া ও অগ্নিনির্বাপণ; ♣ মৌলিক ও পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ।	(১.১.১)বস্তি/বহুতলভবন/শপিংমল/হাসপাতাল ও অন্যান্য স্থানে পরিচালিত অগ্নিনির্বাপণী মহড়া কার্যক্রম বাস্তবায়ন; (১.১.৩) প্রদানকৃত মৌলিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন ও মূল্যায়ন।
		♣ গণসচেতনামূলক কার্যক্রম পরিচালনা; ♣ মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করা; ♣ মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন।	(৪.১.২) মাদকবিরোধী অভিযান কার্যক্রম পরিচালনা; (৪.১.১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টিতে প্রশিক্ষক/মেন্টর তৈরী; (৪.২.২) সরকারি/বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা প্রদান
		♣ সকল পাসপোর্ট অফিসে হেল্পডেস্ক স্থাপন; ♣ দ্বৈত নাগরিকত্ব সনদ প্রদান।	(২.৩.১) প্রবাসী বাংলাদেশিগণকে দ্বৈত নাগরিকত্ব প্রদান; (২.৬.১) পাসপোর্ট সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে হেল্পলাইন চালুকরণের নিমিত্ত কার্যাদেশ প্রদান।
		♣ কারাবন্দিদের সেবা প্রদান; ♣কারাবন্দিদের মৌলিক ও পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান।	(৩.১.১) বিভিন্ন ট্রেডে প্রদানকৃত প্রশিক্ষণ, উৎপাদন এবং লভ্যাংশ প্রদান কার্যক্রম সম্প্রসারণ; (৩.১.২) কারাবন্দিদের পিসি'তে অনলাইনে টাকা জমা প্রদানের কার্যক্রম চালুকরণ; (৩.২.১) কারাগারসমূহে মাদকাসক্ত বন্দিদের জন্য বিশেষ ওয়ার্ড চালুকরণ ও চিকিৎসা প্রদান; (৩.২.২) কোভিড পরিস্থিতিতে কারাগারসমূহে কারারক্ষী ও কারাবন্দিদের জন্য আইসোলেশন সেন্টার স্থাপন; (৩.৪.১) প্রদানকৃত প্যারালিগ্যাল সার্ভিস কার্যক্রম পরিদর্শন ও মূল্যায়ন।
৬	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিজস্ব নীতি/পরিকল্পনা	♣ Domicile, citizenship and naturalisation of foreigners and aliens. ♣ Admission of persons to and departure of persons from Bangladesh including policies	(১.৫.১) মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ এবং বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম মূল্যায়ন; (২.১.১) বাংলাদেশে আগত

		regarding (a) Immigration, (b) Passports, visa, permits, etc ♣ Prisons and reformatories. ♣ Administration and control of subordinate offices and organisations under this Division. ♣ Prevention of entry and transit of Narcotics and Drugs.	বিদেশী নাগরিকবৃন্দের ভিসার শ্রেণি পরিবর্তনকরণ; (২.২.১) বিদেশী নাগরিকবৃন্দের অনুকূলে নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদান; (২.৯.১) বিভাগীয়/ আঞ্চলিক অফিসের পাসপোর্ট/ই-পাসপোর্ট ইস্যু কার্যক্রম পরিদর্শন;
৭	এসডিজি	Goal-3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all stage. Target-3.5: Strengthen the prevention and treatment of substance abuse, including narcotic drug abuse and harmful use of alcohol.	(৪.২.১)সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের অনুকূলে অনুদান প্রদান; (৪.২.২) সরকারি/বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা প্রদান।
৮	নির্বাচনী ইশতেহার, ২০১৮	♣ মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি ও চলমান অভিযান অব্যাহত রাখা; ♣ মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারি অর্থায়নে সংশোধনাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা; ♣ বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান বাড়ানো; ♣ ই-ভিসা চালুকরণ।	(৪.২.১)সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের অনুকূলে অনুদান প্রদান; (৪.৪.১) আটককৃত ও জব্দকৃত বস্তু সংরক্ষণ ও নিষ্পত্তি বিধিমালা লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ।

উদ্ভাবনী কার্যক্রম: ইনোভেশন টিম ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। কোভিড-১৯ উদ্ভুত পরিস্থিতিতেও বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার কার্যক্রম চলমান রাখা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন করে খসড়া স্কোর দাঁড়ায় ৮৬.৯০ (১০০ এর মধ্যে), যা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যথাসময়ে দাখিল করা হয়। পরবর্তীতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক এ বিভাগের দখিলকৃত স্ব-মূল্যায়ন খসড়া স্কোর ৮৬.৯০ কে চূড়ান্তভাবে ৮৬.২৪ স্বীকৃতি দেয়। উল্লেখ্য ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার সার্বিক মূল্যায়নে সুরক্ষা সেবা বিভাগ ৫২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে ৮৬.২৪ (১০০ এর মধ্যে) নম্বর পেয়ে দশম স্থান অধিকার করে।

সুরক্ষা সেবা বিভাগের সেরা উদ্ভাবনী উদ্যোগ, ২০২০-২০২১

উদ্ভাবনের শিরোনাম: Online archive management system

পটভূমি: সুরক্ষা সেবা বিভাগের দাপ্তরিক কাজে এ বিভাগ হতে সেবা গ্রহীতা/অংশীজনদের প্রায়ই বিভিন্ন ধরনের পুরাতন ডকুমেন্টের (যেমনঃ প্রজ্ঞাপন/নীতিমালা/পরিপত্র/আইন/বিধি/অফিস আদেশ/বিদেশ ভ্রমণের জিও/কার্যবিবরণী/প্রতিবেদন/কমিটি/টিম/ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার তথ্য/বিভিন্ন প্রকাশনা ও অনুমতির পত্র ইত্যাদি) প্রয়োজন হয়। উল্লিখিত পুরাতন ডকুমেন্টেরসমূহের নির্দিষ্ট কোন রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় অথবা সংশ্লিষ্ট হার্ড ফাইল হতে কাংক্ষিত পুরাতন ডকুমেন্ট প্রয়োজনের সময় খুঁজে পাওয়া কষ্টকর হয়। Online archive management system এ পুরাতন ডকুমেন্টেরসমূহের বিভিন্ন ক্যাটাগরি অনুযায়ী সংরক্ষণ করা থাকবে। যে কোন জায়গা হতে সহজেই অনলাইনে সেবা গ্রহীতা কাংক্ষিত ক্যাটাগরি হতে বিষয়বস্তু/তারিখ সীমার মধ্যে সার্চ করে পুরাতন ডকুমেন্ট খুঁজে বের করতে ও ডাউনলোড করে নিতে পারবে। সেবা গ্রহীতার সময় ও খরচ সাশ্রয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) হবে। **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ**, a2i এর ইনোভেশন ও সেবা সহজিকরণ কার্যক্রম এবং সাধারণ নাগরিকের সার্বিক সুবিধা ও স্বচ্ছতার বিষয়টি বিবেচনাপূর্বক বর্ণিত উদ্ভাবনের অনুপ্রেরণা পাওয়া যায়। বর্ণিত উদ্ভাবনটি বাসত্মবায়নের জন্য বিশেস্নষণ বা এনালাইসিসের জন্য উদ্ভাবন আইডিয়া প্রদানকারী, ইনোভেশন টিম এবং আইডিয়াটি বাসত্মবায়নে সুরক্ষা সেবা বিভাগের আইসিটি সেল ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল হতে কারিগরি সহায়তা নেয়া হয়েছে। টেকসই করার জন্য বর্ণিত উদ্ভাবনটির আওতায় তৈরিকৃত সফটওয়্যারটি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ভার্চুয়াল ওয়েব সার্ভারে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

উদ্যোগের সুফল: এই উদ্যোগের ফলে পুরাতন ডকুমেন্টেরসমূহের ক্যাটাগরি ভিত্তিক নির্দিষ্ট রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থার প্রচলন শুরূ হবে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ভার্চুয়াল ওয়েব সার্ভারে Archive Management System সফটওয়্যারটি সংরক্ষিত থাকায় ২৪/০৭ সময় সেবা পাওয়া যাবে এবং সফটওয়্যারটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত থাকবে। অনলাইনে (archive.ssd.gov.bd) সহজেই যে কেউ কাংক্ষিত ক্যাটাগরি হতে বিষয়বস্ত/তারিখ সীমার মধ্যে সার্চ করে পুরাতন ডকুমেন্ট খুঁজে বের করতে ও ডাউনলোড করে নিতে পারবে। বিনামূল্যে ও কম সময়ে তথ্য প্রাপ্তি/সেবা নিশ্চিত হবে। শর্ত সাপেক্ষে অন্যান্য অফিস সফটওয়্যারটির কপি (সোর্স কোড) সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে নিতে পারবে।

উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম:

সদস্যদের নাম	ঠিকানা
ড. তরুণ কান্তি শিকদার, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ) ও চিফ ইনোভেশন অফিসার	সুরক্ষা সেবা বিভাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
মল্লিক সাঈদ মাহবুব, যুগ্মসচিব (অগ্নি অনুবিভাগ) ও সদস্য, ইনোভেশন টিম	
মোঃ আবদুল কাদির, উপসচিব (প্রশাসন-৩) ও সদস্য-সচিব, ইনোভেশন টিম	
মোঃ মনিরুজ্জামান, উপসচিব (কারা-১) ও সদস্য, ইনোভেশন টিম	
মোঃ আইয়ুব হোসেন, প্রোগ্রামার (আইসিটি সেল) ও সদস্য, ইনোভেশন টিম	
নিপু হালদার, সহকারী প্রোগ্রামার (আইসিটি সেল)	

সুরক্ষা সেবা বিভাগের উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ, ২০২০-২০২১

ক্র	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	উদ্যোগের বিবরণ	ইপ্সিত ফলাফল	চলমান/ বাস্তবায়িত
১	Online archive management system	সুরক্ষা সেবা বিভাগের দাপ্তরিক কাজে ও এ বিভাগ হতে সেবা গ্রহীতা/অংশীজনদের প্রায়ই বিভিন্ন ধরনের পুরাতন ডকুমেন্টের (যেমনঃ প্রজ্ঞাপন/নীতিমালা/পরিপত্র/আইন/বিধি/অফিস আদেশ/বিদেশ ভ্রমণের জি.ও/ কার্যবিবরণী/প্রতিবেদন/কমিটি/টিম/ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার তথ্য/বিভিন্ন প্রকাশনা ও অনুমতির পত্র ইত্যাদি) প্রয়োজন হয়। উল্লিখিত পুরাতন ডকুমেন্টেরসমূহের নির্দিষ্ট কোন রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় অথবা সংশ্লিষ্ট হার্ড ফাইল হতে কাংক্ষিত পুরাতন ডকুমেন্ট প্রয়োজনের সময় খুঁজে পাওয়া কষ্টকর হয়। Online Archive Management System এ	পুরাতন ডকুমেন্টেরসমূহের ক্যাটাগরি ভিত্তিক নির্দিষ্ট রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থার প্রচলন শুরূ হবে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ভার্চুয়াল ওয়েব সার্ভারে Archive Management System সফটওয়্যারটি সংরক্ষিত থাকায় ২৪/০৭ সময় সেবা পাওয়া যাবে এবং সফটওয়্যারটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত থাকবে। অনলাইনে (archive.ssd.gov.bd) সহজেই যে কেউ কাংক্ষিত ক্যাটাগরি হতে বিষয়বস্তু/তারিখ সীমার মধ্যে সার্চ করে পুরাতন ডকুমেন্ট খুঁজে বের করতে ও ডাউনলোড করে নিতে পারবে। বিনামূল্যে ও কম সময়ে তথ্য প্রাপ্তি/সেবা নিশ্চিত হবে। শর্ত সাপেক্ষে অন্যান্য অফিস	বাস্তবায়িত (২০২০-২১)

		পুরাতন ডকুমেন্টেরসমূহের বিভিন্ন ক্যাটাগরি অনুযায়ী সংরক্ষণ করা থাকবে। যে কোন জায়গা হতে সহজেই অনলাইনে (archive.ssd.gov.bd) সেবা গ্রহীতা কাংক্ষিত ক্যাটাগরি হতে বিষয়বস্তু/তারিখ সীমার মধ্যে সার্চ করে পুরাতন ডকুমেন্ট খুঁজে বের করতে ও ডাউনলোড করে নিতে পারবে। সেবা গ্রহীতার সময় ও খরচ সাশ্রয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) হবে।	সফটওয়্যারটির কপি (সোর্স কোড) সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে নিতে পারবে।	
২	সুরক্ষা সেবা কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ ওয়েবসাইটে প্রকাশকরণ	সুরক্ষা সেবা কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহের শিরোনাম, সেবা প্রদান পদ্ধতি/ফ্লোচার্ট, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও নির্ধারিত ফরম (যদি থাকে) এবং প্রাপ্তি স্থান, সেবামূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি, সেবা প্রদানের সময়সীমা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগের তথ্য ওয়েবসাইটে আপলোড করা থাকবে।	সেবা প্রত্যাশি সরাসরি সংশ্লিস্ট সেবা সংক্রান্ত তথ্য ওয়েব ব্রাউজারে নেভিগেট বা টাচ বা সার্চ করে তথ্য খুজে বের করতে পারবেন। এতে করে সেবা প্রত্যাশি সরাসরি সংশ্লিস্ট সেবা সংক্রান্ত তথ্য দ্রুত পাবেন।	চলমান (২০২০-২১)
৩	অনলাইনে প্রবাসী বাংলাদেশিগণের নাগরিত্ব/প্রাক পরিচিতি যাচাই এর মাল্টি ইউজার সফটওয়্যার	অনলাইন সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিগণের নাগরিত্ব/প্রাক পরিচিতি যাচাইয়ের প্রয়োজনীয় তথ্য গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনলাইনে প্রক্রিয়াকরণ শেষে অনলাইনেই সেবা প্রত্যাশিকে প্রতিবেদন প্রদান।	প্রবাসী বাংলাদেশীগণের স্বদেশ প্রত্যাবাসন এর নিমিত্ত দূতাবাস সমূহ কর্তৃক ট্রাভেল পারমিট ইস্যুর জন্য নাগরিকত্ব /প্রাক পরিচিতি যাচাই প্রতিবেদন প্রয়োজন হয়ে থাকে। মিশনসমূহ সফটওয়ারের মাধ্যমে আবেদন এন্ট্রি করে পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে অনলাইনে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করবে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ অনলাইনে এন আই ডি/ জন্ম সনদ যাচাই করবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এস বি এর নিকটে অনলাইনে প্রেরণ করবে। এস বি ও প্রয়োজনীয় তদন্ত কার্যক্রম সমাপনান্তে অনলাইনে রিপোর্ট দাখিল করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করবে এবং মিশনসমূহ অনলাইনেই সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং পররস্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন পেয়ে যাবে।	চলমান (২০১৯-২০)

সুরক্ষা সেবা বিভাগের সেবা পদ্ধতি সহজিকরণঃ

সেবার নাম: দাপ্তরিক টেলিফোন সংযোগ প্রদান:

বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
১. সরকারি টেলিফোন, সেলুলার, ফ্যাক্স ও ইন্টারনেট নীতিমালা-২০১৮ এ উল্লেখিত প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক ছক -১ (সরকারি দাপ্তরিক টেলিফোন মঞ্জুরির প্রস্তাব ছক) পূরণপূর্বক সচিব মহোদয়ের দপ্তরে আবেদন দাখিল ২. সচিব মহোদয়ের দপ্তর হতে প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগে প্রেরণ ৩. প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ হতে প্রশাসন-২ শাখায় প্রেরণ ৪. প্রশাসন-২ শাখা হতে নথিতে উপস্থাপন ৫. প্রশাসন-২ শাখা হতে নথি প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগে প্রেরণ ৬. প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ হতে নথি সচিব মহোদয়ের দপ্তরে প্রেরণ ৭. সচিব মহোদয়ের দপ্তর হতে নথি প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগে প্রেরণ ৮. প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ হতে নথি প্রশাসন-২ শাখায় প্রেরণ ৯. দাপ্তরিক টেলিফোন সংযোগের মঞ্জুরির আদেশ জারি	১. সরকারি টেলিফোন, সেলুলার, ফ্যাক্স ও ইন্টারনেট নীতিমালা -২০১৮ এ উল্লেখিত প্রাধিকারপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তার যোগদানপত্রের পৃষ্ঠাঙ্কন সম্পন্ন হলে প্রশাসন-২ শাখা কর্তৃক দাপ্তরিক টেলিফোন সংযোগ (শাখায় পদায়নের পর যদি সংযোগ না থাকে) প্রদান করার জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে নথিতে উপস্থাপন ২. নথি অনুমোদন ৩. দাপ্তরিক টেলিফোন সংযোগের মঞ্জুরির আদেশ জারি

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র:

বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
১. সচিব মহোদয় বরাবর আবেদন; ২. পূরণকৃত ছক-১; ৩. যোগদান পত্রের পৃষ্ঠাঙ্কন।	১. যোগদান পত্রের পৃষ্ঠাঙ্কন।

নিষ্পত্তির সময়:

বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
১৫ কার্যদিবস	৫ কার্যদিবস

TCV (Time, Cost, Visit) বিশ্লেষণ:

ক্ষেত্র	বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
সময়	১৫ কার্যদিবস	৫ কার্যদিবস
খরচ (নাগরিক + দাপ্তরিক)	(০) শূন্য	(০) শূন্য

ভিজিট	২ কার্যদিবস	০০ কার্যদিবস
ধাপ	৯ টি	৩টি
জনবল + কমিটি	-	-
সেবা প্রাপ্তির স্থান	প্রশাসন-২ শাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ	প্রশাসন-২ শাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও www.ssd.gov.bd
দাখিলীয় কাগজপত্রের সংখ্যা	৩টি	১টি

বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির গ্রাফিক্যাল তুলনা:

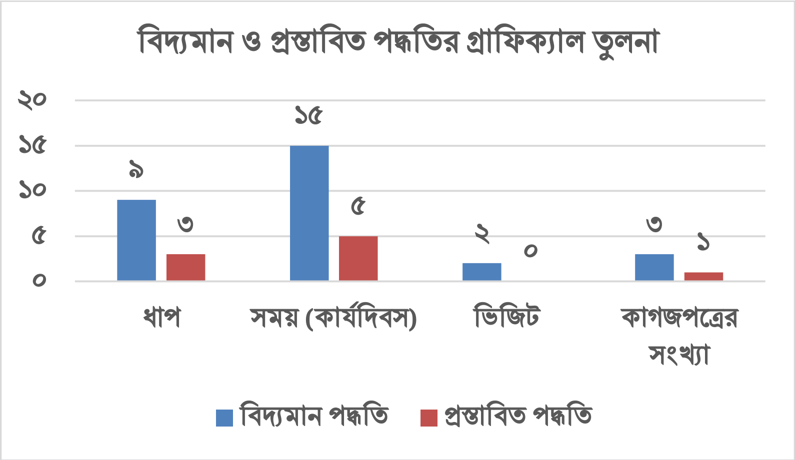

বিদ্যমান পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ **(Process Map):**

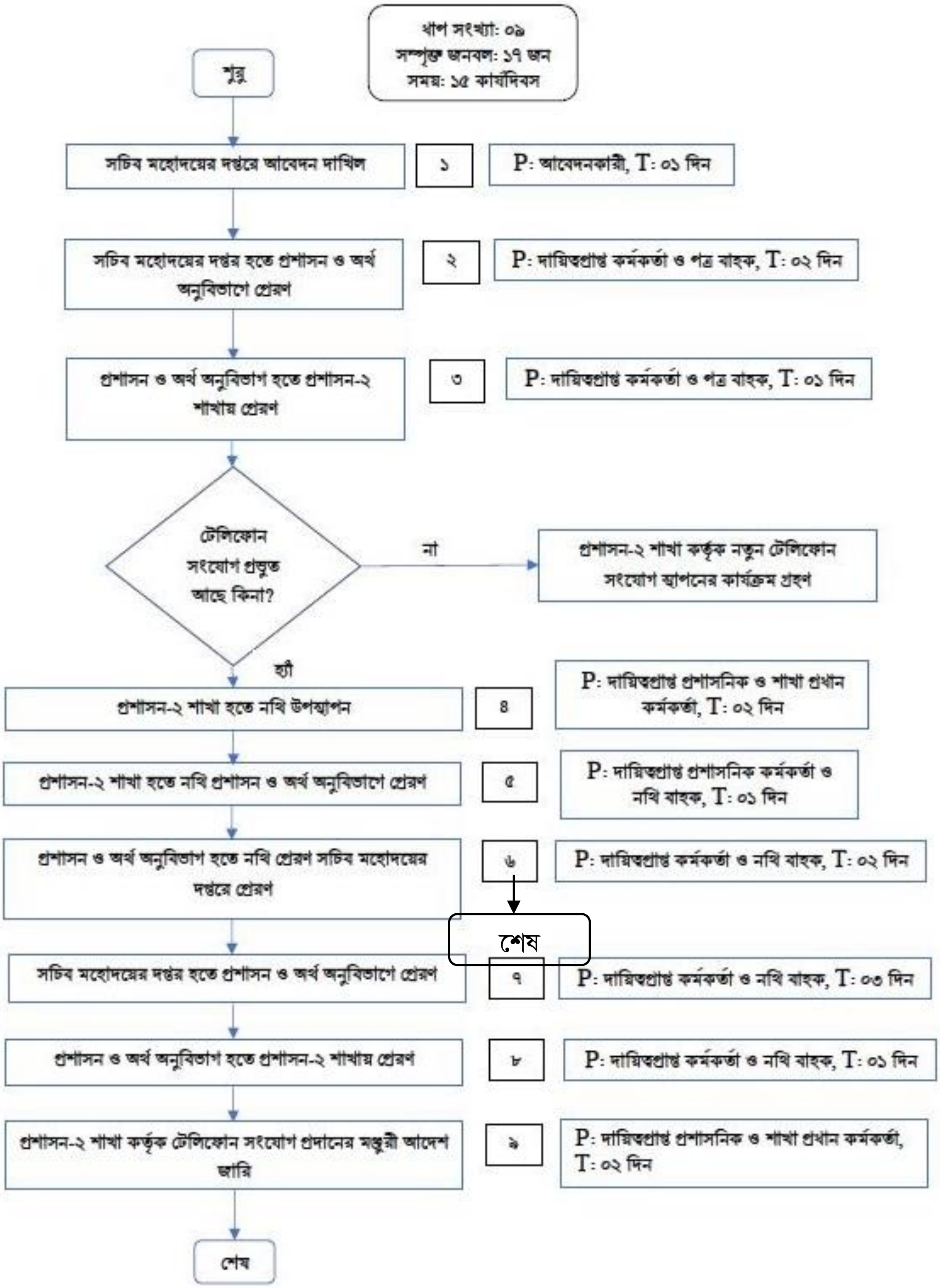

প্রস্তাবিত পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ **(Process Map):**

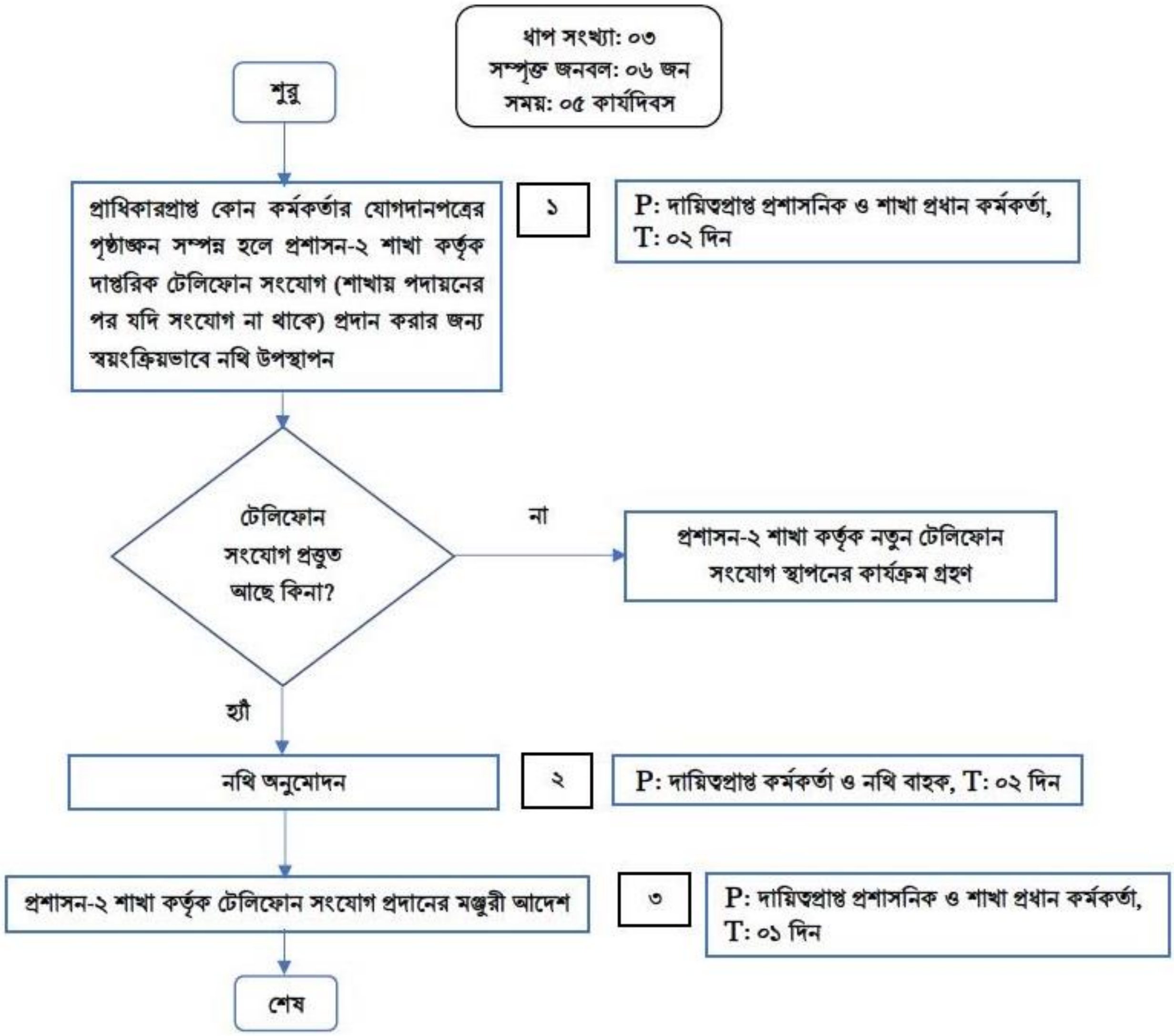

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর:

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ২০২০-২০২১ সালে গৃহীত উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহঃ

ক্রম	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	উদ্যোগের বিবরণ	প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় ইপ্সিত ফলাফল	চলমান/বাস্তবায়িত
১.	ফায়ার সেফটি ম্যানেজার কোর্সে ভর্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম অনলাইনকরণ;	বর্তমানে বিদ্যমান পদ্ধতিতে সেবা গ্রহীতা বা তার প্রতিনিধিকে ন্যূনতম চারবার অধিদপ্তরে আসতে হয় (যেমন আবেদন পত্র সংগ্রহ, আবেদন পত্র জমা, পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ও পে অর্ডার জমা)। তাছাড়া চূড়ান্ত সেবা পেতে সেবা গ্রহীতাকে ৯টি ধাপ পেরুতে হয়। ফলে সেবা গ্রহীতার	• সেবাগ্রহীতা কোন ভিজিট ছাড়া নিজ অবস্থানে থেকেই অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনপত্র সংগ্রহ, আবেদনপত্র দাখিল, ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল সংগ্রহ করতে পারবেন। • ভর্তি এবং পরবর্তীতে পরীক্ষা ও ফলাফল	পাইলটিং সমাপ্ত হয়েছে এবং রেপ্লেকেটিং এর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

		সময় ও অর্থ ব্যয় এবং ভোগান্তি বৃদ্ধি পায় যা হতে উত্তরণে সেবাটির ধাপ কমিয়ে এবং তা অনলাইনে প্রদান করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।	সম্পর্কে নোটিফিকেশন পাবেন। • মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সেবামূল্য (ভর্তি ফি) পরিশোধ করতে পারবেন।	
২.	ফায়ার সাইন্স এন্ড অকুপেশনাল সেফটি কোর্সে ভর্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম সহজিকরণ;	বর্তমানে বিদ্যমান পদ্ধতিতে সেবা গ্রহীতাকে ভর্তি সংক্রান্ত দাপ্তরিক কাজে ন্যূনতম তিনবার মিরপুরস্থিত ট্রেনিং সেন্টারে সশরীরে আসতে হয়। তাছাড়া প্রশিক্ষণ সেবা গ্রহণের দাপ্তরিক কার্যাবলি সম্পাদনে সেবা গ্রহীতাকে ৯টি ধাপ পেরুতে হয়। ফলে সেবা গ্রহীতার সময় ও অর্থ ব্যয় এবং ভোগান্তি বৃদ্ধি পায়।	• সেবা পেতে সেবা গ্রহীতাকে পূর্বের তুলনায় কম সময় ব্যয় করতে হবে। • সেবাগ্রহীতাকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ব্যতীত দাপ্তরিক কাজে ভিজিট করতে হবে না। • ভর্তি সংক্রান্ত দাপ্তরিক কাজে অযাচিত ব্যয় করতে হবে না। • সেবা গ্রহীতার ভোগান্তি হ্রাস পাবে।	পাইলটিং সমাপ্ত হয়েছে এবং রেপ্লেকেটিং এর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
৩.	মাড কন্ট্রোল ডিভাইস ফর ল্যান্ড স্লাইডিং	বর্তমানে ল্যান্ড স্লাইডিং অপারেশনের ক্ষেত্রে উদ্ধারকর্মী এবং কাদামাটিতে আটকেপড়া আহতদের নিরাপত্তায় কোন ডিভাইসনা থাকায় উদ্ধার কাজটি ঝুঁকিপূর্ণ এবং কাংখিত ফলদানে ব্যর্থ হয়। এতে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানটি হতে নাগরিকদের দেয়া সেবাদান প্রতিশ্রুতি ব্যহত হয়।	• ভূমিধসের ফলে কাদামাটিতে আটকেপড়া নাগরিককে পুনঃধস হতে রক্ষা করা যাবে; • উদ্ধারকারীগণ নিজেদের রক্ষা করতে পারবেন; • কাদামাটির স্রোত আটকে কম সময়ে উদ্ধার করা যাবে।	প্রশিক্ষণ কাজে পরীক্ষামূলক ব্যবহার করা হয়েছে এবং তাতে সফলতা পাওয়ায় চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার স্টেশনগুলোর জন্য পর্যায়ক্রমে রেপ্লিকেটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে;

<u>ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সেরা উদ্ভাবনী উদ্যোগ, ২০২০-২০২১</u>

<u>উদ্ভাবনের শিরোনাম (উদ্ভাবন-১):</u>

ফায়ার সেফটি ম্যানেজার কোর্সের দাপ্তরিক কার্যক্রম অনলাইনকরণ;

উদ্ভাবনের ধরন: প্রস্তাবিত আইডিয়াটি একটি প্রসেস ইনোভেশন যা তৈরিকৃত অনলাইন বেজড সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

পটভূমি: বর্তমানে বিদ্যমান পদ্ধতিতে সেবা গ্রহীতাকে ভর্তি সংক্রান্ত দাপ্তরিক কাজে ন্যূনতম চারবার মিরপুরস্থিত ট্রেনিং কমপ্লেক্সে সশরীরে আসতে হয়। তাছাড়া প্রশিক্ষণ সেবা গ্রহণের দাপ্তরিক কার্যাবলি সম্পাদনে সেবা গ্রহীতাকে ৯টি ধাপ পেরুতে হয়। ফলে সেবা গ্রহীতার সময় ও অর্থ ব্যয়এবং ভোগান্তি বৃদ্ধি পায়।

উদ্যোগের ফলাফল:

- সেবা পেতে সেবা গ্রহীতাকে পূর্বের তুলনায় কম সময় ব্যয় করতে হবে।
- প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় সেবাগ্রহীতাকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ব্যতীত দাপ্তরিক কাজে ভিজিট করতে হবে না।
- ভর্তি সংক্রান্ত দাপ্তরিক কাজে অন্য কোন ব্যয় করতে হবে না।
- বিদ্যমান ব্যবস্থায় সেবা গ্রহীতাকে ভোগান্তি পোহাতে হতো যা লাঘব হবে।
- বিদ্যমান ব্যবস্থার তুলনায় প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও সেবা প্রদানকারীর জবাবদিহি বৃদ্ধি পাবে।

উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম:

ক্রম	উদ্ভাবন ও বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাগণের নাম	কর্মকর্তাগণের পদবি	কর্মস্থল
১.	মোঃ হাবিবুর রহমান	পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ও ইনোভেশন অফিসার	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
২.	শামীম আহসান চৌধুরী	উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ও সদস্য, ইনোভেশন টিম	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
৩.	দীনমনি শর্মা	সহকারী পরিচালক (ওয়্যারহাউজ) ও সদস্য, ইনোভেশন টিম	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
৪.	মোঃ হেলাল উদ্দিন খাঁন	উপসহকারী পরিচালক ও সদস্য, ইনোভেশন টিম	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
৫.	মোঃ ফয়সাল আখন্দ	স্টাফ অফিসার ও সদস্য, ইনোভেশন টিম	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
৬.	মোঃ আব্দুল মোমিন	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ সেল) ও বাস্তবায়নকারী	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

উদ্ভাবনের শিরোনাম (উদ্ভাবন-২): মাড কন্ট্রোল ডিভাইস ফর ল্যান্ড স্লাইডিংঃ

উদ্ভাবনের ধরন: প্রস্তাবিত আইডিয়াটি একটি ডিভাইস ইনোভেশন। এটি বাস্তবায়িত হলে তৈরিকৃত ডিভাইস/সরঞ্জামটির মাধ্যমে ভূমিধসে উদ্ধারকারী ও আটকেপড়া ব্যক্তিকে সেবা প্রদানে করা হবে।

পটভূমি : বর্তমানে ল্যান্ড স্লাইডিং অপারেশনের ক্ষেত্রে উদ্ধারকর্মী এবং কাদামাটিতে আটকেপড়া আহতদের নিরাপত্তায় কোন ডিভাইস(সরঞ্জাম) নাথাকায় উদ্ধার কাজটি ঝুঁকিপূর্ণ এবং কাংখিত ফলদানে ব্যর্থ হয়। এতে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানটি হতে নাগরিকদের দেয়া সেবাদান প্রতিশ্রুতি ব্যহত হয়।

উদ্যোগের ফলাফল:

- ভূমিধসের উদ্ধারকাজে পূর্বের চেয়ে কম সময় ব্যয় করতে হবে;
- কোন সেবামূল্য দিতে হবে না;
- পূর্বের চেয়ে উদ্ধারকাজের সময় কম লাগবে;
- উদ্ধার কাজে কম সময় লাগায় মৃতের সংখ্যা হ্রাস পাবে।

২০২০-২১ সালে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ

সহজিকরণের জন্য মনোনীত সেবার শিরোনাম: ফায়ার সাইন্স এণ্ড অকুপেশনাল সেফটি কোর্সে ভর্তি সংক্রান্ত দাপ্তরিক কাজ সহজিকরণঃ

পটভূমি : বর্তমানে বিদ্যমান পদ্ধতিতে সেবা গ্রহীতাকে ভর্তি সংক্রান্ত দাপ্তরিক কাজে ন্যূনতম তিনবার মিরপুরস্থিত ট্রেনিং কমপ্লেক্সে সশরীরে আসতে হয়। তাছাড়া প্রশিক্ষণ সেবা গ্রহণের দাপ্তরিক কার্যাবলি সম্পাদনে সেবা গ্রহীতাকে ৯টি ধাপ পেরুতে হয়। ফলে সেবা গ্রহীতার সময় ও অর্থ ব্যয় এবং ভোগান্তি বৃদ্ধি পায়।

বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির ধাপসমূহের তুলনা:

বিদ্যমান পদ্ধতি	ধাপ	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
ভর্তি ফরম সংগ্রহের জন্য অধিদপ্তরে/ মিরপুরস্থিত ট্রেনিং কমপ্লেক্সে আগমন;	ধাপ-১	ফায়ার সার্ভিসের ওয়েবসাইটে গমন ভর্তি ফরম সংগ্রহ, ফরম পূরণ, কাগজপত্র স্ক্যানকরণ ও ই-মেইলের মাধ্যমে দাখিল;
ট্রেনিং কমপ্লেক্সে/সদর দপ্তরেআগমন করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ পূরণকৃত আবেদনপত্র দাখিল	ধাপ-২	আবেদনপত্র যাচাই বাছাই;
আবেদনপত্র যাচাই বাছাই	ধাপ-৩	মনোনীতদের তালিকা ও ভর্তি পরীক্ষার নোটিশ ই-মেইলে প্রেরণ;
ট্রেনিং কমপ্লেক্সে ভর্তি পরীক্ষার জন্য মনোনীতদের তালিকা প্রকাশ;	ধাপ-৪	বিভাগীয় সদর দপ্তরে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ;
মনোনীত হয়েছে কিনা তা জানার জন্য ট্রেনিং কমপ্লেক্সে আগমন ও মনোনীত হলে ট্রেনিং কমপ্লেক্সে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ;	ধাপ-৫	বিভাগীয় মূল্যায়ণ কমিটির ফলাফলের ভিত্তিতে চূড়ান্ত মনোনয়ন;
ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ চূড়ান্ত মনোনয়ন জানার জন্য পুনরায় ট্রেনিং কমপ্লেক্স-এ আগমন;	ধাপ-৬	চূড়ান্ত মনোনীতগণ কর্তৃক ব্যাংকে পে-অর্ডারকরণ;
ফলাফলের ভিত্তিতে চূড়ান্ত মনোনয়ন	ধাপ-৭	বিভাগীয় সদর দপ্তরে পে-অর্ডার জমাদান করত ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্নকরণ;
চূড়ান্ত মনোনীতগণ ব্যাংকে পে-অর্ডারকরণ	ধাপ-৮	
অধিদপ্তর/ ট্রেনিং কমপ্লেক্সে পে-অর্ডার জমাদান করত ভর্তি সংক্রান্ত দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পন্নকরণ;	ধাপ-৯	

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র:

বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
১. পূরণকৃত আবেদন ফরম	১. পূরণকৃত আবেদন ফরম
২. শিক্ষা সনদ	২. শিক্ষা সনদ
৩. প্রতিষ্ঠানের অনুমতি	৩. টাকা জমার রশিদ
৪. টাকা জমার রশিদ	

নিষ্পত্তির সময়কাল:

বিদ্যমান পদ্ধতি	**প্রস্তাবিত পদ্ধতি**
৩০-৪৫ কার্যদিবস	১৫-২০ কার্যদিবস

TCV (Time, Cost, Visit) বিশ্লেষণ:

ক্ষেত্র	বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
সময় (Time)	৩০-৪৫ দিন	১৫-২০ দিন
খরচ (Cost)	± ৫০০০/	± ১০০০/
যাতায়াত (Visit)	৩ বার	১ বার
ধাপ (Steps)	৯টি	৭টি
সম্পৃক্ত জনবল	৯ জন	৬ জন
সেবা প্রাপ্তির স্থান	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং কমপ্লেক্স	অধিদপ্তরের তথ্য বাতায়ন (**www.fscd.gov.bd**) ও ট্রেনিং শাখার ই-মেইল
দাখিলীয় কাগজপত্রের সংখ্যা	৪টি	৩টি

বিদ্যমান পদ্ধতি ও প্রস্তাবিত সহজিকরণ পদ্ধতির গ্রাফিক্যাল তুলনা:

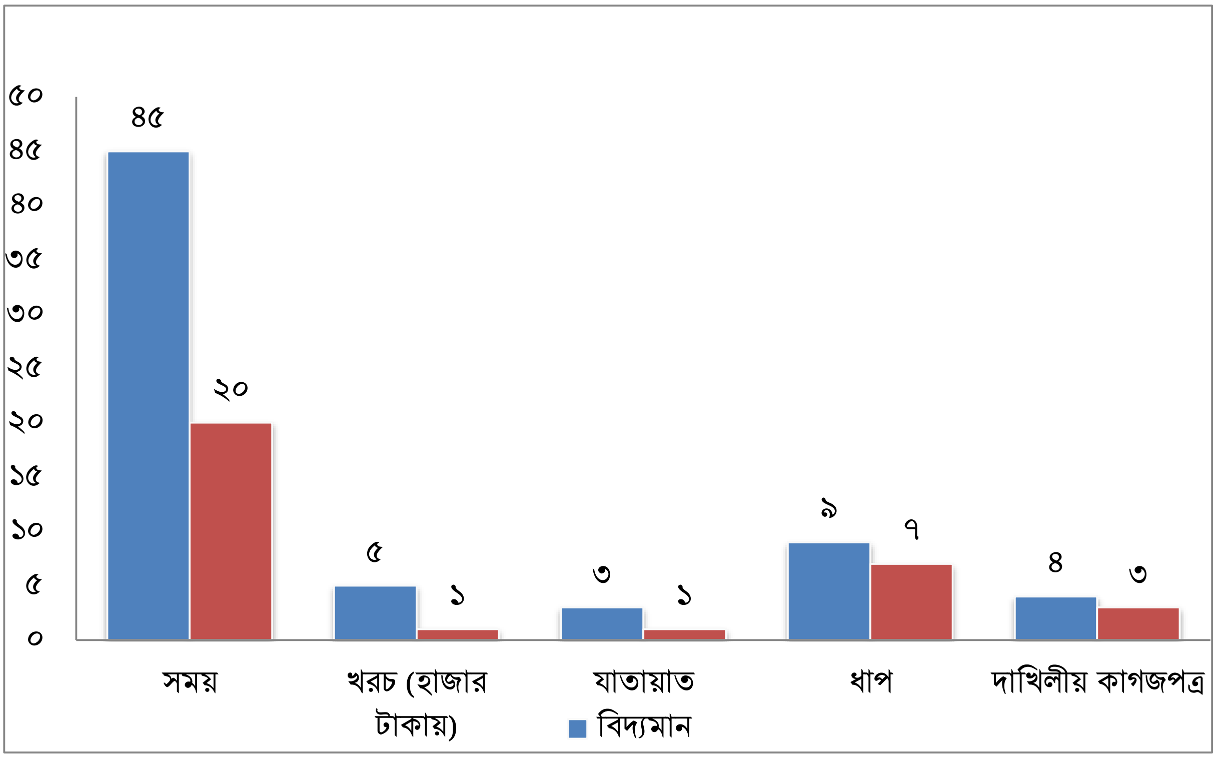

বিদ্যমান পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপঃ

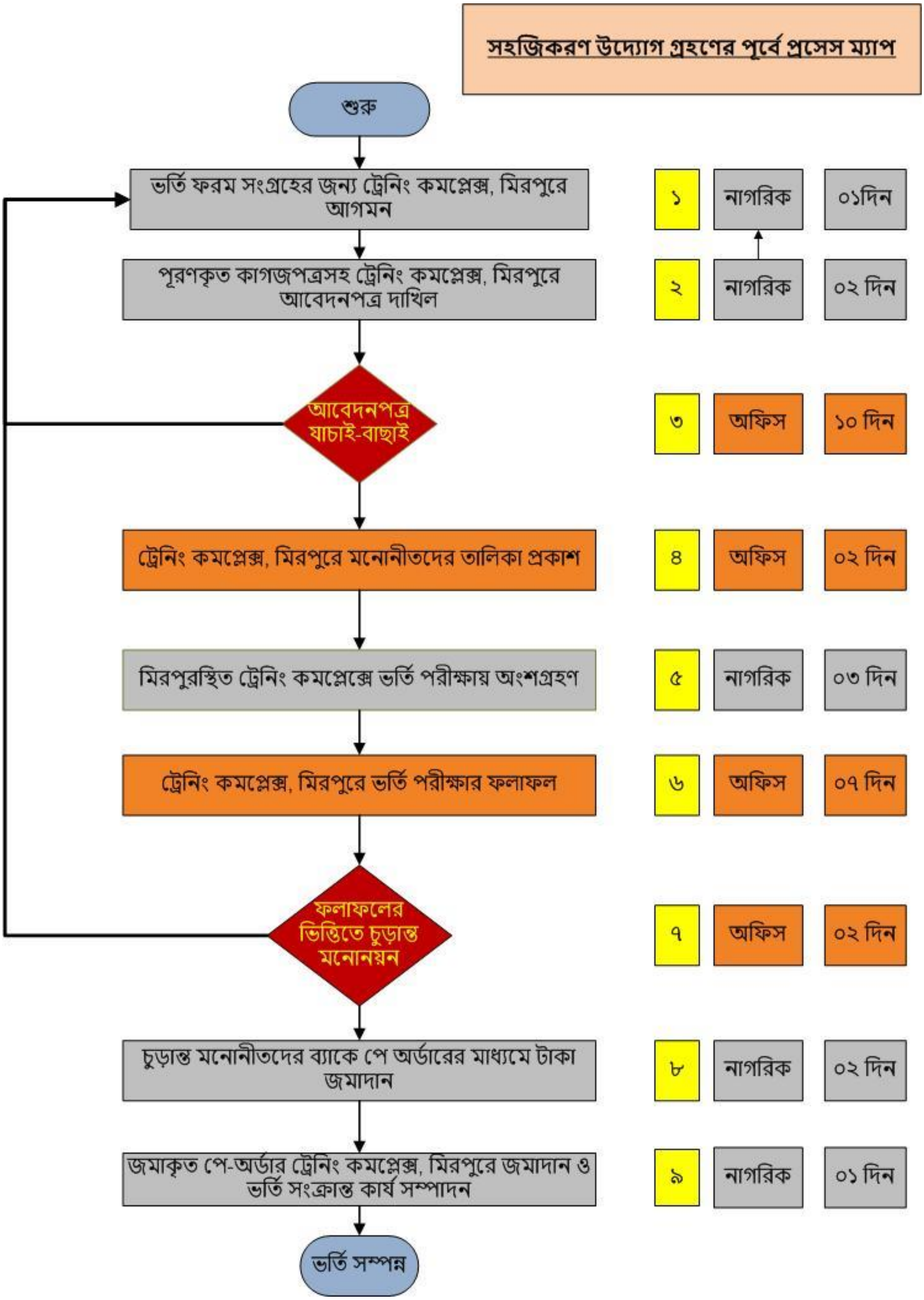

প্রস্তাবিত পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ:

সেবা সহজিকরণ উদ্যোগ গ্রহণের পরে প্রসেস ম্যাপ

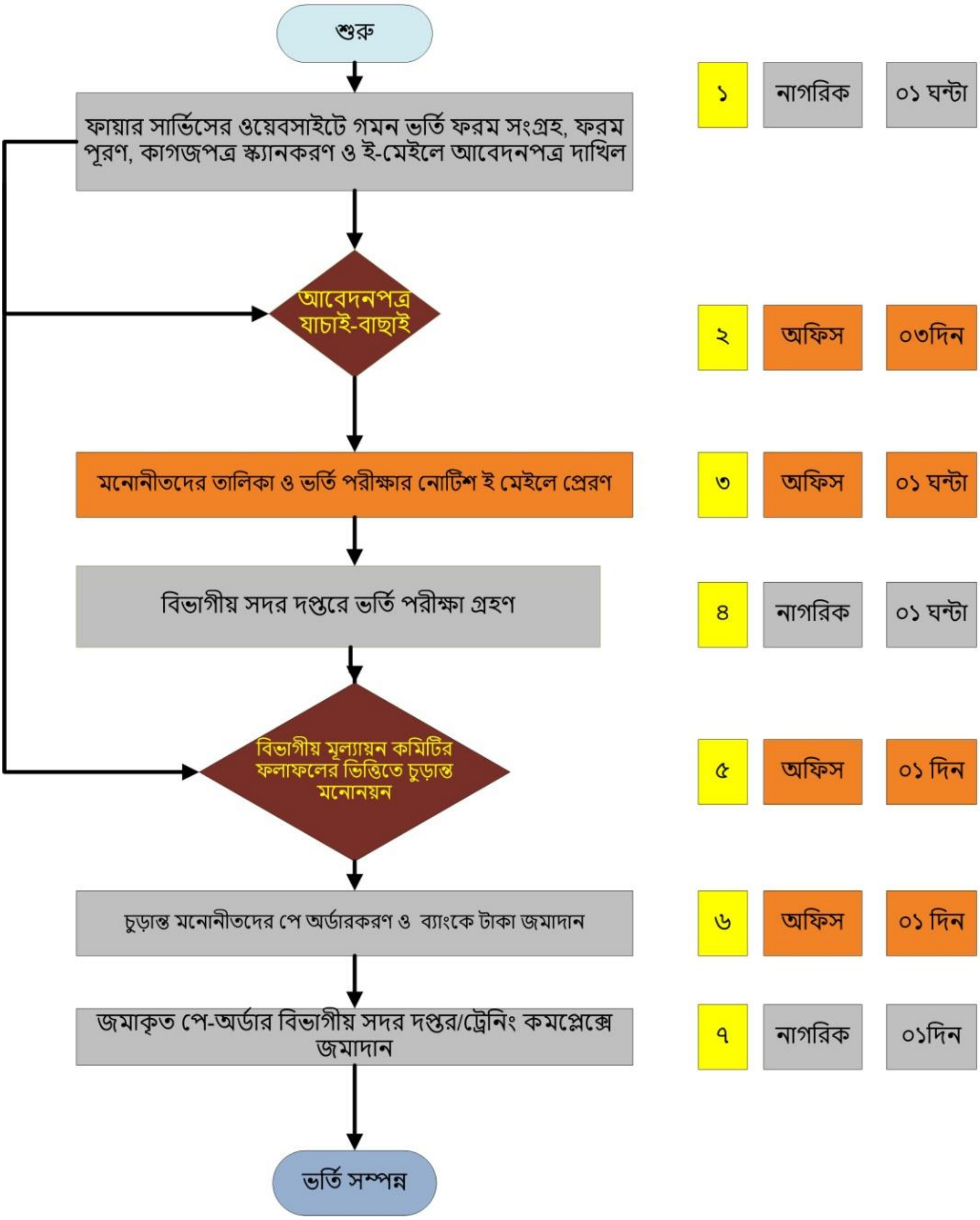

কারা অধিদপ্তর:

কারা অধিদপ্তরের উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ, ২০২০-২০২১।

ক্রম	উদ্ভাবনী উগ্যোগের শিরোনাম	উদ্যোগের বিবরণ	ইঙ্গিত ফলাফল	চলমান/বাস্তবায়িত
১.	এসএমএস এর মাধ্যমে বন্দির অবস্থান, জামিন/খালাস এর তথ্য প্রদান	বন্দি এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে বদলি হলে অথবা বন্দির জামিন/খালাস হলে সহজে তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে এসএমএস ও অ্যাপ এর মাধ্যমে বন্দির অবস্থান, জামিন/খালাস এর তথ্য প্রদানের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এর ফলে বন্দির অবস্থান সংক্রান্ত যে কোন তথ্য তার স্বজন সহজে জানতে পারবে।	স্বজনদের বন্দির অবস্থান, জামিন/খালাস এর তথ্য প্রাপ্তি সহজ হবে।	বাস্তবায়িত
২.	হাইকোর্টে আপিল প্রক্রিয়া সহজিকরণ	কারা বন্দিদের জেল আপিল দাখিল, জেল আপিলের অগ্রগতি এবং ফলাফল সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত হওয়ার জন্য একটি অ্যাপ তৈরী করা হয়েছে। উক্ত অ্যাপের মাধ্যমে জেল আপিল সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।	কারা বন্দিদের জেল প্রক্রিয়া এবং এ সংক্রান্ত তথ্য জানা সহজতর হবে।	চলমান
৩.	হট নাম্বার চালুকরণ	আত্মীয় স্বজন কর্তৃক বন্দি সংক্রান্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট কারাগারে গিয়ে জানতে হয়। অনেক সময় অনেক বন্দি অন্য কারাগারে বদলি হয়ে গেলে তথ্য না জানার কারনে কারাগারে গিয়ে ফেরত আসতে হয়। বন্দির আত্মীয় স্বজনের বর্ণিত দূর্ভোগ লাঘবের উদ্দেশ্যে যেন একটি নাম্বার এ ফোন দিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়, এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।	কারাগারে না এসেও দেশের যে কোন প্রান্ত থেকে কারাগার বা বন্দি সংক্রান্ত বৈধ তথ্য প্রাপ্তি সহজতর হবে।	চলমান

কারা অধিদপ্তরের সেরা উদ্ভাবনী উদ্যোগ, ২০২০-২০২১:

উদ্ভাবনের শিরোনাম: এসএমএস ও অ্যাপের এর মাধ্যমে বন্দির অবস্থান, জামিন/খালাস এর তথ্য প্রদান।

পটভূমি: বন্দি এক কারাগার হতে অন্য কারাগারে বদলি হলে তাদের স্বজনদের কারাগারে এসে তা জানতে হয় যা তাদের জন্য কষ্টসাধ্য ও ব্যয় সাপেক্ষ্য। এই কষ্ট লাঘবের লক্ষ্যে একটি অ্যাপ তৈরী করা হয়েছে। যার মাধ্যমে বন্দির স্বজন ঘরে বসেই বন্দির অবস্থান, জামিন/খালাস এর তথ্য জানতে পারবে।

উদ্যেগের কল্যাণ: স্বজনদের বন্দির অবস্থান, জামিন/খালাস এর তথ্য প্রাপ্তি সহজ হবে।

উদ্ভাবন বাস্তবায়ন টিম:

ক্রমিক	সদস্যের নাম ও পদবী	ঠিকানা
১	জনাব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, কারা উপ-মহাপরিদর্শক	কারা অধিদপ্তর
২	জনাব সুরাইয়া আক্তার, সহকারী কারা মহাপরিদর্শক	কারা অধিদপ্তর
৩	জনাব সুভাষ কুমার ঘোষ, সিনিয়র জেল সুপার (ভারপ্রাপ্ত)	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ
৪	জনাব মোহাম্মদ মাহাবুবুল ইসলাম, জেলার	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ

কারা অধিদপ্তরের সেবা পদ্ধতি সহজিকরণঃ

সেবার নাম: এস এম এস ও অ্যাপের এর মাধ্যমে বন্দিদের অবস্থান, জামিন/খালাস এর তথ্য জানা

সেবাটি সহজিকরণের যৌক্তিকতা: সেবাটি সহজিকরণের ফলে বন্দির স্বজন বাড়িতে বসেই বন্দির তথ্য, কারাগারে বদলি; জামিন/খালাস এর তথ্য জানতে পারবে।

তুলনামূলক বিশ্লেষণ (বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির ধাপভিত্তিক তুলনা):

ক্রম	পূর্ববর্তী ধাপের বর্ণনা (বিদ্যমান প্রসেস ম্যাপের ধাপ)	ক্রম	পরবর্তিত ধাপের বর্ণনা (প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপের ধাপ)
১.	বন্দির স্বজনের কারা এলাকায় স্বশরীরে উপস্থিতি।	১.	বন্দির স্বজন বাড়িতে বসেই বন্দির তথ্য, কারাগারে বদলি; জামিন/খালাস এর তথ্য জানতে পারবে।
২.	তথ্য কেন্দ্রে উপস্থিতি		-
৩.	লাইনে দাড়ানো		-
৪.	তথ্য সংগ্রহ		-

TCV (Time, Cost & Visit) অনুসারে পূর্বের ও পরিবর্তিত পদ্ধতির তুলনা:

ক্ষেত্র	পূর্ববর্তী পদ্ধতি	পরিবর্তিত পদ্ধতি
সময় (দিন/ঘন্টা)	১ (এক) দিন	১ (এক) মিনিট
খরচ (নাগরিক ও অফিসের)	বাড়ি হতে কারাগারে আসা যাওয়ার খরচ (দূরত্ব ভেদে ২০০- ১০০০/-)	নেই
যাতায়াত	১ (এক) কার্যদিবস	নেই
ধাপ	৪ (চার) টি	নেই
জনবল	২ (দুই) জন	১ (এক)
দাখিলীয় কাগজপত্র	-	-

বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির গ্রাফিক্যাল তুলনা:

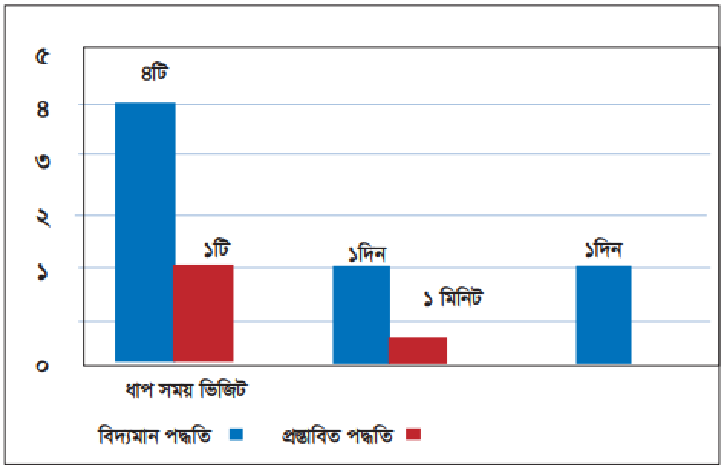

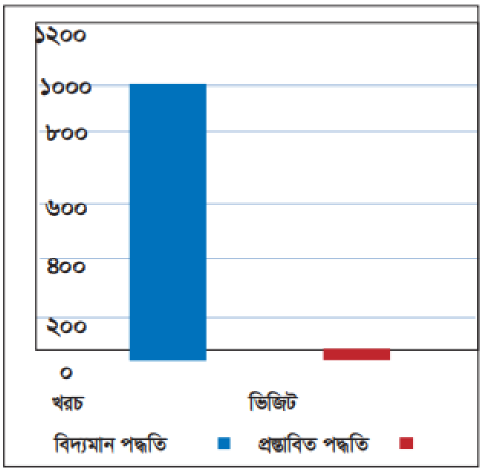

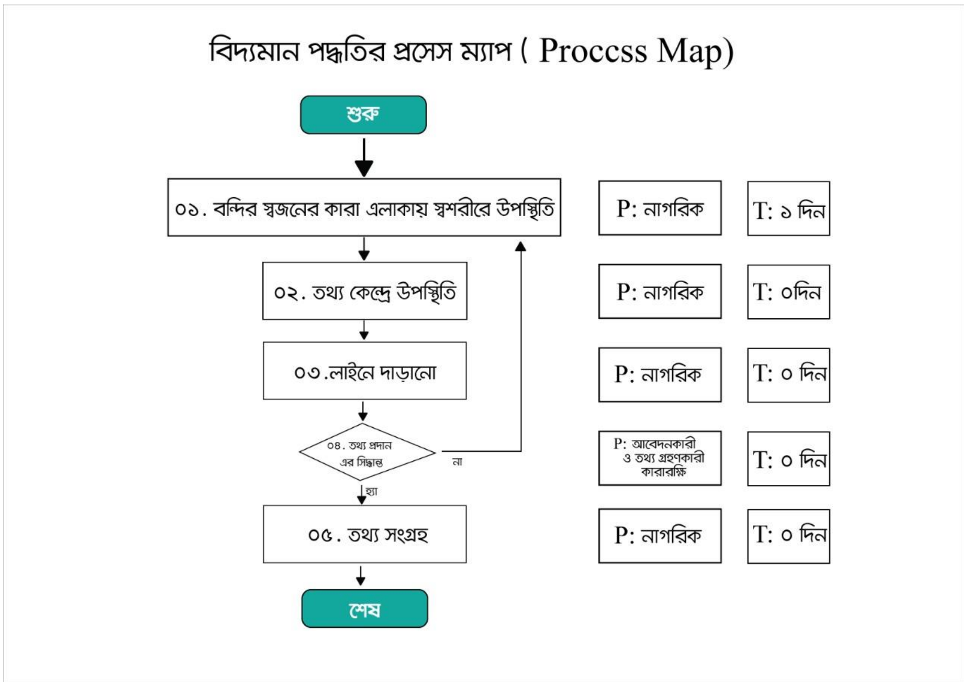
বিদ্যমান পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ (Proccss Map)
শুরু
০১. বন্দির স্বজনের কারা এলাকায় স্বশরীরে উপস্থিতি
P: নাগরিক
T: ১ দিন
০২. তথ্য কেন্দ্রে উপস্থিতি
P: নাগরিক
T: ০দিন
০৩.লাইনে দাড়ানো
P: নাগরিক
T: ০ দিন
০৪. তথ্য প্রদান এর সিদ্ধান্ত
না
হ্যা
P: আবেদনকারী ও তথ্য গ্রহণকারী কারারক্ষি
T: ০ দিন
০৫. তথ্য সংগ্রহ
P: নাগরিক
T: ০ দিন
শেষ

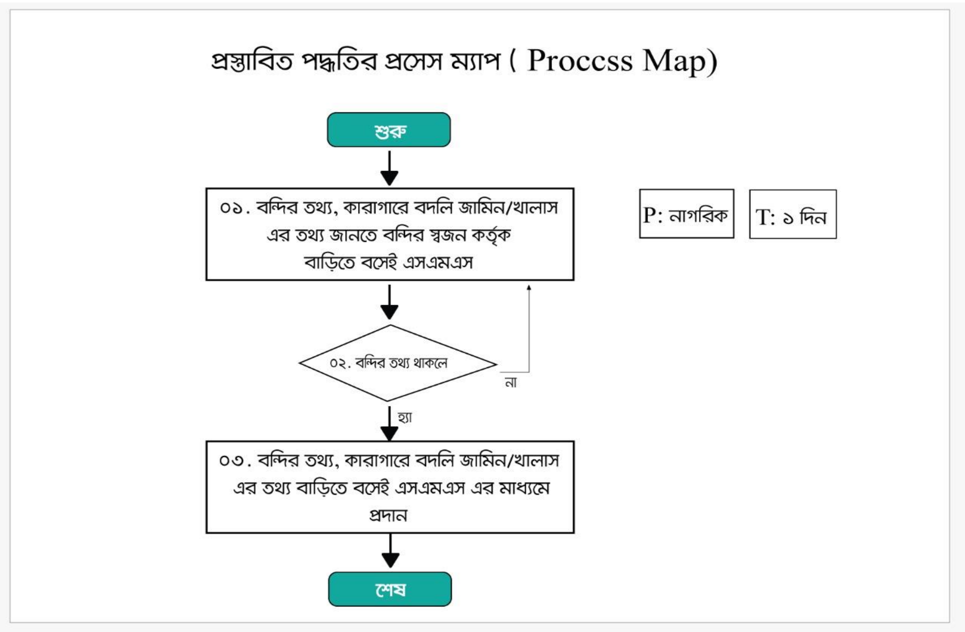
প্রস্তাবিত পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ (Proccss Map)
শুরু
০১. বন্দির তথ্য, কারাগারে বদলি জামিন/খালাস এর তথ্য জানতে বন্দির স্বজন কর্তৃক বাড়িতে বসেই এসএমএস
P: নাগরিক
T: ১ দিন
০২. বন্দির তথ্য থাকলে
না
হ্যা
০৩. বন্দির তথ্য, কারাগারে বদলি জামিন/খালাস এর তথ্য বাড়িতে বসেই এসএমএস এর মাধ্যমে প্রদান
শেষ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর:

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনাসমূহ, ২০২০-২০২১:

ক্র	উদ্ভাবনীউদ্যোগেরশিরোনাম	উদ্যোগেরবিবরণ	ইপ্সিতফলাফল	চলমান/ বাস্তবায়িত
১	প্যাথেডিন/মরফিন প্রাপ্তি স্থানের তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ	দেশের বিভিন্ন জেলায় কোন কোন প্রতিষ্ঠান/ফার্মেসির অনুকূলে প্যাথেডিন/মরফিন বিক্রয়ের লাইসেন্স রয়েছে তা সংশ্লিষ্ঠদের জানা থাকে না। জরুরি ভিত্তিতে এ ওষুধের প্রয়োজন হলে ভোগান্তিতে পড়তে হয় এবং খরচ বেড়ে যায়। এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণে অধিদপ্তর থেকে জেলাভিত্তিক প্যাথেডিন/মরফিন বিক্রয়ের লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/ফার্মেসির নাম, ঠিকানা ও যোগাযোগের নম্বর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা যেতে পারে। ফলে জরুরি প্রয়োজনে নায্য মূল্যে লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/ফার্মেসির নিকট হতে তা সংগ্রহ করতে পারবে।	প্যাথেডিন/মরফিন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে।	চলমান (২০২০-২০২১)
২	অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স অন নারকোটিক্স	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রমের উপর এক/একাধিক ভিডিওচিত্র নির্মাণ করা হবে। ভিডিও শেষে নৈর্বেক্তিক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিজয়ীকে অনলাইনে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য এ বিষয়ে 'মুক্তপাঠে' বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অধিদপ্তরের ২৭টি প্রোগ্রাম চালু রয়েছে।	মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃস্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করবে।	চলমান (২০২০-২০২১)
৩	মাদকবিরোধী অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অন্যতম কাজ হচ্ছে মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃস্টি করা। এ ধরনের সচেতনতা সৃস্টিতে অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় সমূহের মাধ্যমে কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন করা যেতে পারে।	মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃস্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করবে।	চলমান (২০২০-২০২১)

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সেবা পদ্ধতি সহজিকরণঃ

সেবারনাম: সালফিউরিক এসিড ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড আমদানির লাইসেন্স এর অনাপত্তিপত্র প্রদান।

বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
১. মহাপরিচালক বরাবর আবেদন দাখিল ২. শাখায় প্রেরণ ৩. শাখা হতে নথিতে উপস্থাপন ৪. নথিতে অনুমোদনের পর জেলা কার্যালযে তদন্তের জন্য প্রেরণ ৫. জেলা কার্যালয় তদন্তপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন বিভাগীয় কার্যালয়ে দাখিল ৬. বিভাগীয় কার্যালয় হতে সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ ৭. প্রধান কার্যালয় হতে অনুমোদনের পত্র সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ। ৮. জেলা কার্যালয় হতে অনাপত্তিপত্র ইস্যু।	১. জেলা কার্যালয় বরাবর আবেদন দাখিল। ২. জেলা কার্যালয় তদন্তপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন বিভাগীয় কার্যালয়ে দাখিল ৩. বিভাগীয় কার্যালয় হতে অনুমোদনের পত্র সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ। ৪. জেলা কার্যালয় হতে অনাপত্তিপত্র ইস্যু।

TCV (Time, Cost, Visit) বিশ্লেষণ:

ক্ষেত্র	বিদ্যমানপদ্ধতি	প্রস্তাবিতপদ্ধতি
সময়	৩৫ কার্যদিবস	১৭ কার্যদিবস
খরচ (নাগরিক+ দাপ্তরিক)	(০) শূন্য	(০) শূন্য
ভিজিট	৩ কার্যদিবস	১কার্যদিবস
আপ	৮টি	৪টি
জনবল + কমিটি	-	-
সেবাপ্রাপ্তির স্থান	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণঅধিদপ্তর, জেলাকার্যালয়	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণঅধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়
দাখিলীয় কাগজপত্রের সংখ্যা	২১টি	১৫টি

বিদ্যমান পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ (Proccss Map)

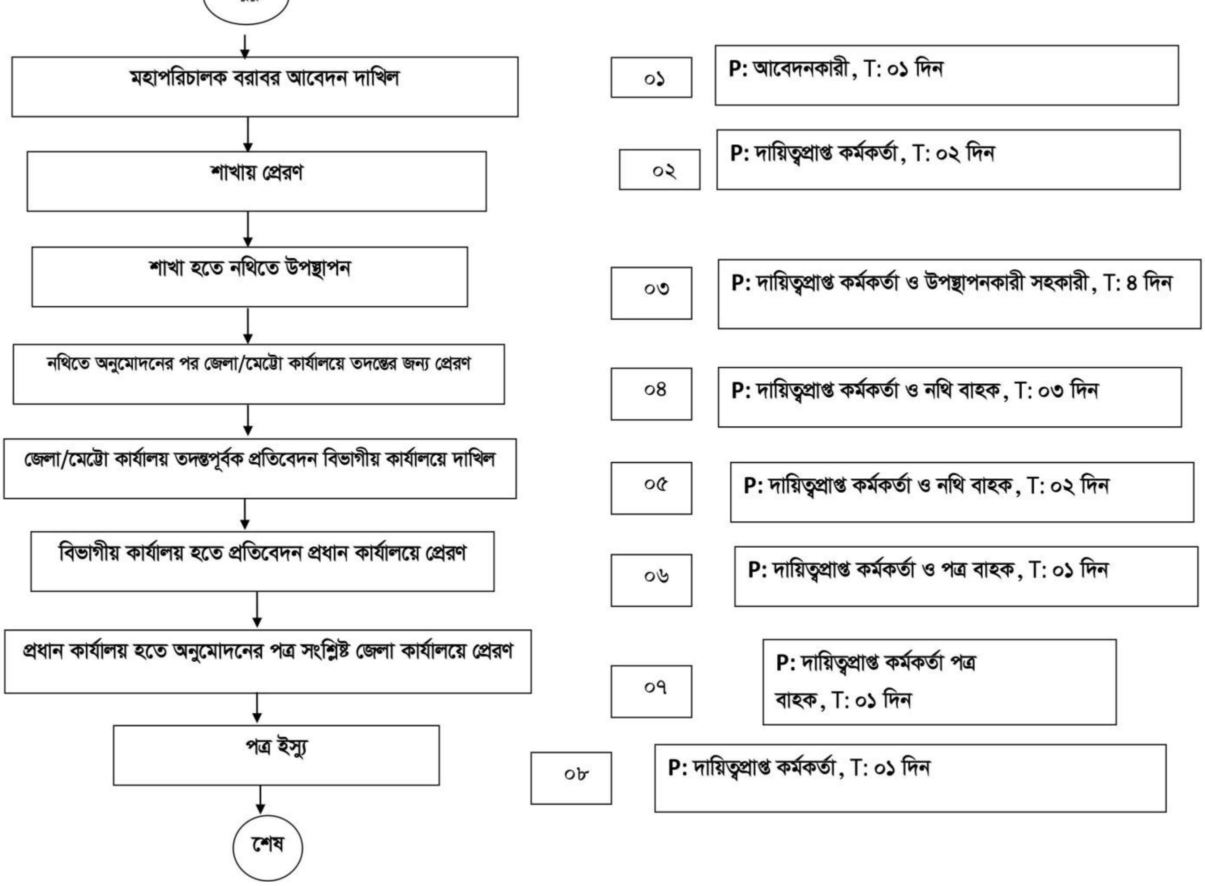

প্রস্তাবিত পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ (Proccss Map)

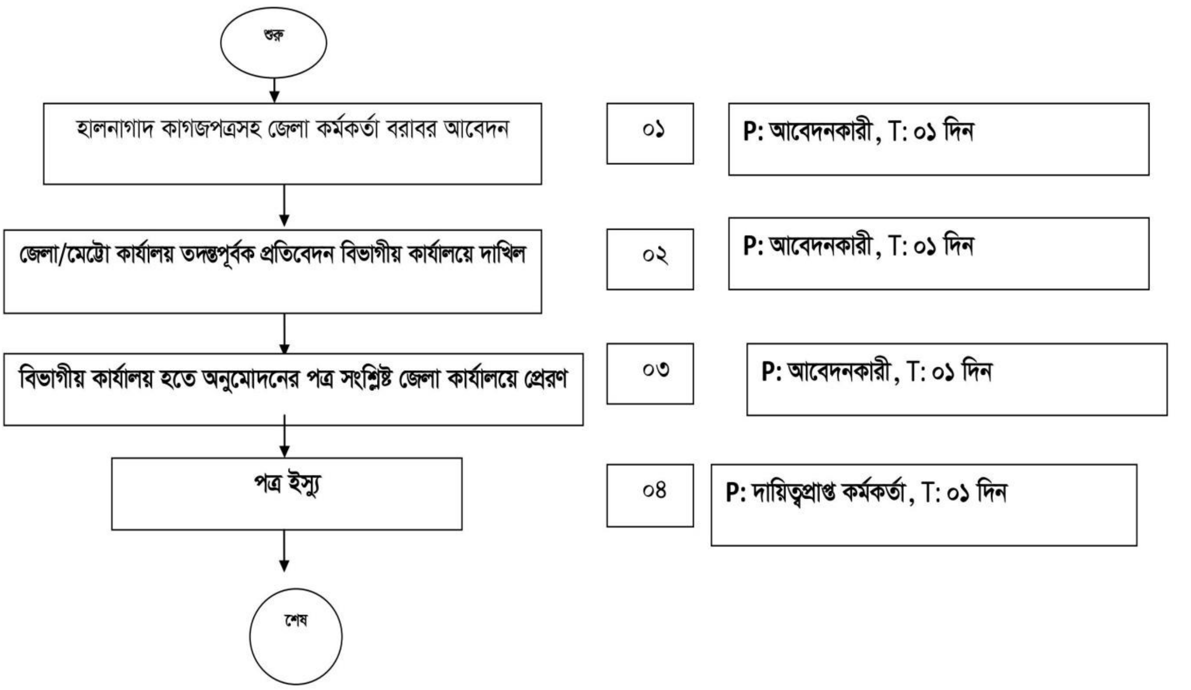

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরঃ

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ, ২০২০-২০২১:

ক্রম	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	উদ্যোগের বিবরণ	ইপ্সিত ফলাফল	চলমান/বাস্তবায়িত
১.	ই-পাসপোর্ট মোবাইল এনরোলমেন্ট ইউনিট চালুকরণ **(রেপ্লিকেশন)**।	গুরুতর অসুস্থ ও গুরুত্বপুর্ণ ব্যক্তিদের পাসপোর্ট প্রাপ্তি সহজিকরণের লক্ষ্যে বিভাগীয় অফিসসমূহে মোবাইল ইউনিট চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	গুরুতর অসুস্থ ও গুরুত্বপুর্ণ ব্যক্তিদের পাসপোর্ট সেবা সহজিকরণ ও চিকিৎসার উদ্দেশ্যে বিদেশ গমনে সহায়তাকরণ।	চলমান (২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১টি অফিসে চালুকৃত)
২.	সুপার এক্সপ্রেস পাসপোর্ট ডেলিভারি সার্ভিস চালু করণ।	অতি জরুরি প্রয়োজনে রি-ইস্যু আবেদনে ৪৮/৭২ ঘন্টায় পাসপোর্ট প্রদানের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	অতি জরুরি প্রয়োজনে দ্রুত পাসপোর্ট সেবা প্রদান করা যাবে।	বাস্তবায়িত (২০২০-২০২১ অর্থবছর)
৩.	পাসপোর্ট আবেদনের ক্ষেত্রে **অনলাইন এপয়েন্টমেন্ট সিস্টেম** চালুকরণ।	**ই-পাসপোর্ট আবেদন দাখিলের জন্য "অনলাইন এপয়েন্টমেন্ট সিস্টেম" চালু করা হয়েছে, যা ওয়েব পোর্টালের** (epassport.gov.bd) **মাধ্যমে ব্যবহার করা যাবে। আবেদনকারী তার সুবিধাজনক সময়ে আবেদন দাখিলের জন্য অনলাইনে এপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ করতে পারেন।**	**আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট অফিসে ইন্টারভিউ ও বায়োমেট্রিক এনরোলমেন্টের জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে না। সংশ্লিষ্ট অফিস নির্ধারিত সময়ে সক্ষমতা অনুযায়ী পাসপোর্ট আবেদন গ্রহণের বিষয়টি ব্যবস্থপনা করতে পারে।**	বাস্তবায়িত (২০২০-২০২১ অর্থবছর)

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের পাইলট প্রকল্প

উদ্ভাবনের শিরোনামঃ
ই-পাসপোর্ট মোবাইল এনরোলমেন্ট ইউনিট চালুকরণ।

পটভূমি: গুরুতর অসুস্থ ও গুরুত্বপুর্ণ ব্যক্তিদের পাসপোর্ট প্রাপ্তি সহজিকরণের লক্ষ্যে বিভাগীয় অফিসসমূহে ই-পাসপোর্ট মোবাইল ইউনিট চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

উদ্যোগের ফলাফলঃ এ উদ্যোগের ফলে গুরুতর অসুস্থ ও গুরুত্বপুর্ণ ব্যক্তিগণ অফিসে না এসে ই-পাসপোর্ট মোবাইল এনরোলমেন্ট ইউনিটের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার ও বায়োমেট্রিক প্রদানের সুযোগ পাবেন। এতে আবেদনকারীকে অফিসে এসে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হবেনা।

উদ্ভাবন বাস্তবায়ন টিমঃ ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রন প্রকল্পের কর্মকর্তাদের যৌথ উদ্যোগে ১৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখ হতে উদ্যোগটির পাইলটিং বাস্তবায়ন শুরু হয়। পরবর্তীতে ৩ মার্চ ২০২০ তারিখে উদ্যোগটির পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়নের পরে বর্তমানে উদ্যোগটি সারাদেশে রেপ্লিকেশনের কার্যক্রম চলমান আছে।

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিপ্তরের সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ

- সেবার নাম
  মোবাইল এনরোলমেন্ট ইউনিনেটর মাধ্যমে ই-পাসপোর্ট সেবা প্রদান।
- সেবাটি সহজিকরণের যৌক্তিকত
  গুরুতর অসুস্থ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তিগণের পাসপোর্ট প্রাপ্তি সহজীকরণ।
- তুলনামূলক বিশ্লেষণ (বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির ধাপভিত্তিক তুলনা)

বিদ্যমান প্রসেস মাপের ধাপ	পূর্ববর্তী ধাপের বর্ণনা(এমআরপি আবেদন)	প্রস্তবিত প্রসেস মাপের ধাপ	পরবর্তী ধাপের বর্ণনা (ই- পাসপোর্ট আবেদন)
ধাপ-১	আবেদনকারী কর্তৃক অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ	ধাপ-১	অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ
ধাপ-২	আবেদনকারী কর্তৃক ব্যাংকে / অনলাইনে পাসপোর্ট ফি প্রদান এ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ	ধাপ-২	ব্যাংকে / অনলাইনে পাসপোর্ট ফি প্রদান
ধাপ-৩	এ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ	ধাপ-৩	এ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ
ধাপ-৪	অফিসে উপস্থিত হয়ে লাইনে দাড়ানো		-
ধাপ-৫	আবেদনকারীর স্বাক্ষাৎকার গ্রহণ	ধাপ-৪	ই- পাসপোর্ট মোবাইল এনরোলমেন্ট ইউনিটের মাধ্যমে আবেদনকারীর স্বাক্ষাৎকার গ্রহণ ও আবেদনপত্র গ্রহণ
ধাপ-৬	বেসিক ডাটা ও পেমেন্ট ভেরিফিকেশন	ধাপ-৫	বেসিক ডাটা ও পেমেন্ট ভেরিফিকেশন
ধাপ-৭	বায়োমেট্রিক এনরোলমেন্ট	ধাপ-৬	বায়োমেট্রিক এনরোলমেন্ট
ধাপ-৮	আবেদনকারীকে বিতরণ স্লিপ প্রদান	ধাপ-৭	আবেদনকারীকে বিতরণ স্লিপ প্রদান
ধাপ-৯	ডকুমেন্ট স্ক্যান	ধাপ-৮	ডকুমেন্ট স্ক্যান
ধাপ-১০	তদন্তে প্রেরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	ধাপ-৯	তদন্তে প্রেরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
ধাপ-১১	বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন	ধাপ-১০	বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন
ধাপ-১২	তদন্তে প্রতিবেদন গ্রহণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	ধাপ-১১	তদন্তে প্রতিবেদন গ্রহণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

বিদ্যমান প্রসেস মাপের ধাপ	পূর্ববর্তী ধাপের বর্ণনা(এমআরপি আবেদন)	প্রস্তবিত প্রসেস মাপের ধাপ	পরবর্তী ধাপের বর্ণনা (ই-পাসপোর্ট আবেদন)
ধাপ-১৩	আবেদন অনুমোদন	ধাপ-১২	আবেদন অনুমোদন
ধাপ-১৪	পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন (প্রিন্টিং এবং কোয়ালিটি কন্ট্রোল)	ধাপ-১৩	পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন (প্রিন্টিং এবং কোয়ালিটি কন্ট্রোল)

ধাপ-১৫	ডাক বিভাগের নিকট মুদ্রিত পাসপোর্ট হস্তান্তর	ধাপ-১৪	ডাক বিভাগের নিকট মুদ্রিত পাসপোর্ট হস্তান্তর
ধাপ-১৬	ডাক বিভাগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে মুদ্রিত পাসপোর্ট হস্তান্তর	ধাপ-১৫	ডাক বিভাগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে মুদ্রিত পাসপোর্ট হস্তান্তর
ধাপ-১৭	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে দ্বারা পাসপোর্ট এক্টিভেশন	ধাপ-১৬	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে দ্বারা পাসপোর্ট এক্টিভেশন
ধাপ-১৮	পাসপোর্ট বিতরণ	ধাপ-১৭	পাসপোর্ট বিতরণ
ধাপ-১৯	পাসপোর্ট গ্রহণ	ধাপ-১৮	পাসপোর্ট গ্রহণ

TCV (Time, Cost, Visit) অনুসারে পূর্বের ও পরিবর্তিত পদ্ধতির তুলনাঃ

	ই- পাসপোর্ট আবেদনের সাধারণ পদ্ধতি	**মোবাইল এনরোলমেন্ট ইউনিটের মাধ্যমে ই-পাসপোর্ট আবেদন পদ্ধতি**
সময় (দিন/ঘন্টা)	২/৭/১৫ কর্মদিবস (ফি'র ভিত্তিতে)+ ৪ঘন্টা ৩০মি.	২/৭/১৫ কর্মদিবস (ফি'র ভিত্তিতে)+ ১ঘন্টা ৩০মি.
খরচ (নাগরিক ও অফিসের)	নির্ধারিত সরকারি ফি+ যাতায়াত খরচ (দুই বার)	নির্ধারিত সরকারি ফি+ যাতায়াত খরচ (এক বার)
যাতায়াত	দুই বা ততোধিক	১ বার (আবেদনকারী কর্তৃক অথোরাইজড বাহকের মাধ্যমে)
ধাপ	১৯টি	১৮টি
জনবল	১০-১২ জন	১০-১২ জন
দাখিলীয় কাগজপত্র	অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের কপি, অনলাইনে পাসপোর্ট ফি জমাদানের ব্যাংক রশিদ, জাতীয় পরিচয়পত্র/ডিজিটাল জন্ম নিবন্ধন সনদ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিদ্যমান পাসপোর্টের ফটোকপি, ছাড়পত্রের (NOC) , অবসর গ্রহণের প্রমাণপত্র ও প্রাসঙ্গিক টেকনিক্যাল সনদসমূহের (যেমনঃ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার,ড্রাইভার ইত্যাদি) সত্যায়িত ফটোকপি।	অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের কপি, অনলাইনে পাসপোর্ট ফি জমাদানের ব্যাংক রশিদ, জাতীয় পরিচয়পত্র/ডিজিটাল জন্ম নিবন্ধন সনদ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিদ্যমান পাসপোর্টের ফটোকপি, ছাড়পত্রের (NOC) , অবসর গ্রহণের প্রমাণপত্র ও প্রাসঙ্গিক টেকনিক্যাল সনদসমূহের (যেমনঃ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার,ড্রাইভার ইত্যাদি) সত্যায়িত ফটোকপি।

পূর্ববর্তী পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ (Process Map)

লেখচিত্র

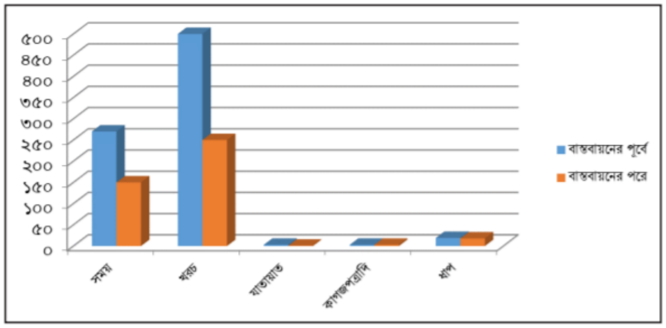

প্রসেস ম্যাপ: মোবাইল এনরোলমেন্ট ইউনিটের মাধ্যমে ই-পাসপোর্ট আবেদন পদ্ধতি

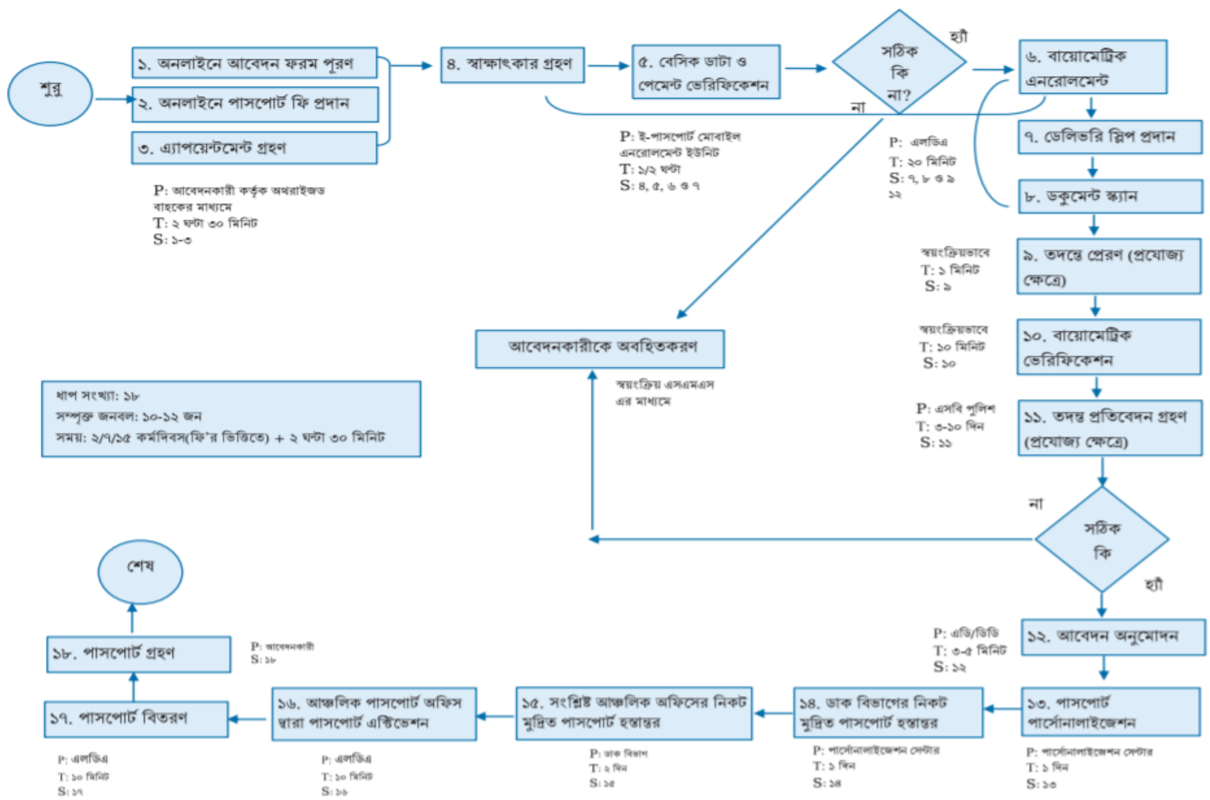

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ইনোভেশন কার্যক্রমে সুরক্ষা সেবা বিভাগের অর্জন: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ডিও লেটার

ই-ফাইলে উপস্থাপিত

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
সচিবের দপ্তর

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০
ই-মেইল: cab_secy@cabinet.gov.bd

আধা-সরকারি পত্র নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮৩৩.৩৩.০০৩.১৯.১২৭

তারিখ: ১৯ পৌষ ১৪২৭ / ০৩ জানুয়ারি ২০২১

প্রিয় সহকর্মী

আমার শুভেচ্ছা নিবেন। আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, সরকারি প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবন কার্যক্রমকে সুশৃঙ্খল, নিয়মতান্ত্রিক, প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং দায়বদ্ধতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৫ সাল হতে বার্ষিক উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছিল। বর্তমান সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর। এই উন্নয়ন রূপকল্প উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হলে সুশাসন ও জবাবদিহিতাসহ টেকসই উন্নয়নের পথ সুগম হবে। মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের উদ্ভাবন কার্যক্রম সরকারের গৃহীত কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে গতিশীল ভূমিকা রাখে বলে আমার বিশ্বাস।

২০১৯-২০ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনার সার্বিক মূল্যায়নে (১০০ নম্বরের ভিত্তিতে) ৫২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগ ৮৬.২৪ নম্বর পেয়ে **দশম স্থান** অর্জন করেছে। এ অর্জনে আপনাকে এবং আপনার বিভাগের সকল সহকর্মীকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন উন্নয়ন অর্জনের পথকে আরো সুদৃঢ় করবে বলে আমার প্রত্যাশা।

বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুফল জনগণের দোড়গোড়ায় পৌছানোর প্রচেষ্টায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সবসময় আপনার পাশে থাকবে।

শুভেচ্ছান্তে,

০৩/০১/২০২১
(খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম)

জনাব মো: শহিদুজ্জামান
সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থা-র উদ্ভাবনসমূহ যেন অন্যের নিকট অনুকরণীয় হয় বা শুধু নিজ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে সে লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রথমবারের মত উদ্ভাবন সংকলন, ২০২০-২০২১ প্রকাশ করা হয়েছে। বর্ণিত প্রকাশনায় সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীন ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং কারা অধিদপ্তরের নিম্নলিখিত ০২টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ/কার্যক্রম স্থান পেয়েছে, যা নিম্নরুপ:

১. ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর: "আন্তর্জাতিক পোস্টাল সার্ভিস ফেডেক্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ মিশনসমূহে মুদ্রিত পাসপোর্ট প্রেরণ" শীর্ষক উদ্ভাবন।

২. কারা অধিদপ্তর: "Prison link – Smart Communication for Inmates & Relatives" শীর্ষক উদ্ভাবন।

Bangladesh
উদ্ভাবন সংকলন
২০২০-২০২১
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য অধিকার : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ২১(২) অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে "সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য"। সংবিধানের বর্ণিত এ নির্দেশ অনুসরণ করে জনসেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ১০ মোতাবেক সুরক্ষা সেবা বিভাগে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প কর্মকর্তা এবং আপিলকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিযুক্ত আছেন।

২০২০-২১ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী ৫টি আবেদন নিষ্পত্তি করেছে। এছাড়া এ বিভাগের অধীন ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ১টি, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ২টি, কারা অধিদপ্তর ১৭টি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ২টি, আবেদনসহ সর্বমোট ২২টি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণের জন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগ ত্রৈমাসিকভিত্তিতে সরকারি আদেশ, নীতিমালা, পরিপত্র, প্রজ্ঞাপন ও বিজ্ঞপ্তি নিয়মিত নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে থাকে।

উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

- ২৩.০৭.২০২০ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সাথে এর অধীন অধিদপ্তরসমূহের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান।

- COVID-19 প্রতিরোধ ও ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে জেলা পর্যায়ে চলমান ত্রাণ ও অন্যান্য কার্যক্রম সুসমন্বয়ের লক্ষ্যে কুষ্টিয়া জেলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত, সচিব জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ০৮.০৭.২০২০ তারিখে কুষ্টিয়া জেলার জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, স্থানীয় সিভিল র্জন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ জেলার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে Zoom Online Platform-এ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মতবিনিময় করেন।

- মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান এর উপস্থিতিতে ১৮ মার্চ ২০২১ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত বাংলাদেশ মিশনে প্রথম সচিব ও দ্বিতীয় সচিব পদে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের ২ (দুই) মাসব্যাপী ওরিয়েন্টেশন প্রোগামের সমাপণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

- ১৪.০৩.২০২১ তারিখ বেলা ১১.০০ টায় সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপন-এর লক্ষ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন সুরক্ষা সেবা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান।

- ০২ মার্চ ২০২১ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের “অগ্নিপ্রতিরোধ ও নির্বাপণ (সংশোধিত) বিধিমালা, ২০২০” শীর্ষক খসড়া বিধিমালা চূড়ান্তকরণের সভা সুরক্ষা সেবা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

- ২৮.০৪.২০২১ তারিখে Zoom Online Platform এ সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের (বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং কারা অধিদপ্তর) মাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মোকাব্বির হোসেন।

- ১৩ এপ্রিল ২০২১ তারিখ বিকাল ৩.০০ টায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নবযোগদানকারী সচিব মহোদয় ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণের সাথে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি।

- ১২.০৪.২০২১ তারিখ রোজ সোমবার সকাল ১১.০০ ঘটিকায় মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন রোধকল্পে গঠিত এনফোর্সমেন্ট কমিটির ১২ম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মোকাব্বির হোসেন।

- জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গত ২৩.০৫.২০২১ তারিখে ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ; কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগার-২ এবং ফেনী জেলা কারাগার-২ এ কোভিড আইসোলেশন সেন্টার এর উদ্বোধন করেন। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মোকাব্বির হোসেন, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এছাড়াও উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কারা মহাপরিদর্শক ও কারা অধিদপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

- বিবেচ্য মাসে ২৩ মে ২০২১ তারিখে “জনপ্রশাসনে সেবা সহজিকরণঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা” শীর্ষক কর্মশালা Zoom Online Platform-এ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মোকাব্বির হোসেন, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

- ৩১ মে ২০২১ তারিখে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও ভবিষ্যত করণীয় সংক্রান্ত সভা Zoom Online Platform এ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

- দেশের অভ্যন্তরে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫ লক্ষ ৮৭ হাজার ২৫৯টি ই-পাসপোর্ট বিতরণসহ ৩ কোটি ১০ লক্ষ ৪২ হাজার ৩৬৫টি মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ও ১৬ লক্ষ ৫ হাজার ১২৫টি মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) ইস্যু করা হয়েছে।

- সম্পূর্ণ অনলাইন ভিত্তিক পুলিশ প্রতিবেদন পদ্ধতি চালু করত, ইতিমধ্যে ৭২টি এসবি/ডিএসবি অফিসকে আধুনিক আইটি সরঞ্জামাদি ও সফটওয়্যার এর মাধ্যমে যুক্ত করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রনালয়ের উদ্যেগে চালুকৃত পেমেন্ট সিস্টেম ''এ-চালান'' এ ইতিমধ্যে ই-পাসপোর্ট যুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ই-পাসপোর্টের অর্জিত রাজস্ব সরাসরি সরকারের কোষাগারে জমা হবে। NID ডাটাবেজের সাথে ই-পাসপোর্টের ডাটাবেজের অনলাইন ইন্ট্রিগ্রেশন সম্পন্ন হয়েছে।

- ২০২১০-এ ১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মান প্রকল্পের আওতায় ১৬টি ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবংতার প্রকল্প ব্যয় ১০৪.১৮ কোটি টাকা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭.১২.২০২০ তারিখে উক্ত প্রকল্পে ৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, নারায়নগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, বাগেরহাট, শরীয়তপুর এবং মাদারীপুর এর নিজস্ব ভবনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন । এছাড়া ৮৭.৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্প এলাকা খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, ঝালকাঠি, শেরপুর, পঞ্চগড়, গাইবান্ধা, নড়াইল, পিরোজপুর, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, নাটোর, জয়পুরহাট, নীলফামারি, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, ঠাকুরগাঁও।

- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৫৮ হাজার ৮৭৬টি অভিযান পরিচালনা করে ১৬ হাজার ২৫৪টি মামলায় ১৭ হাজার ১৩৩ জন আসামীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ২১ হাজার ১৭২টি অভিযান পরিচালনা করে ১০ হাজার ৯৫ জন আসামীর বিরুদ্ধে ১০ হাজার ১৪৪টি মামলা দায়ের করে তাৎক্ষণিকভাবে সাজা প্রদান করা হয়েছে।

- সারাদেশের ৩১ হাজার ১৭৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩১ হাজার ৮০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

- সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সরকারি কর্মচারীদের নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪ হাজার ৩৫৩টি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কারাগারব্যতিত ৫ হাজার ১৪৬টি এবং কারাগারে ২০০টি মাদকবিরোধী সভা-সেমিনার করা হয়েছে।

- মাদকবিরোধী ১টি টিভি ফিলার ও ১টি থিমসং নির্মাণ ও প্রচার করা হয়েছে।

- বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে ২৫টি মাদকবিরোধী টকশো আয়োজন করা হয়েছে।

- সারাদেশে মাদকবিরোধী ২৫৬টি কিয়স্ক বিতরণ করা হয়েছে।

- সরকারি পর্যায়ে ১৮ হাজার ২৯১ জন এবং বেসরকারি পর্যায়ে ১৬ হাজার ৩২২ জন মাদকাসক্ত রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ২৬টি বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। অধিদপ্তরে মোট ৩৬৬ টি বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

- মাদকাসক্ত রোগীদের চিকিৎসা প্রদানের জন্য ১৭৬জন এডিকশন প্রফেশনালদের ইকো প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

- চলমান কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলায় মাদকবিরোধী স্লোগান সম্বলিত ১ লক্ষ হ্যান্ড স্যানিটাইজার প্রস্তুতপূর্বক বিতরণ করা হয়েছে।

- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ২০,৯৯১টি অগ্নিকান্ডে ২০৭৫,৯২,৮৪৩০৭ টাকার সম্পদ উদ্ধার করেছে তন্মধ্যে গার্মেন্টস এ সংঘটিত ১৭৭টি অগ্নিকান্ডে -৮১,৯৯,৩৮,৭০০ টাকার সম্পদ উদ্ধার বা রক্ষা করেছেন।

- শপিংমল, হাটবাজার, বিপণিবিতানে ৫,৪৯২টি মহড়ার সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১,৮৬৪টি মহড়া করা হয়েছে।

- বহুতল/বাণিজ্যিক ভবনে ৭১৮টি, বস্তি এলাকায় ৭১০টি, হাসপাতাল/স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৮৩২টি মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে।

- ১৩, ০১০টি টপোগ্রাফি, জন ও গনসংযোগসহ ৪,৭৯৪টি বিভিন্ন ভবন/শিল্প কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে।
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রদানকৃত ফায়ার লাইসেন্স ১৫,৯০৯টি প্রদান করা হয়েছে।
- প্রস্তাবিত বহুতল বা বাণিজ্যিক ভবনের অনুকুলে প্রদানকৃত অনাপত্তি ছাড়পত্রের সংখ্যা-৭০৪টি
- ওয়্যারহাউজ মাসুল বাবদ আদায়কৃত রাজস্বের পরিমান-১০.৭০ কোটি টাকা
- মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সংখ্যা-২৮টি এবং জরিমানা আদায়ের পরিমাণ- ৮ লক্ষ ৯৭ হাজার ৪ শত টাকা।

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭.১২.২০২০ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা এবং এলপিজি স্টেশন, কেরাণীগঞ্জ এর শুভ উদ্বোধন করেন।
- মাননীয় প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন ১৩.০২.২০২১ তারিখে পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর এবং জাতীয় চার নেতা স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন করেন এবং বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।
- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি ১৭.০২.২০২১ তারিখ কারা কনভেনশন সেন্টার, কারা অধিদপ্তর, ঢাকায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারামুক্ত বন্দিদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে জীবিকায়ন সামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে বন্দি পুনর্বাসন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বন্দিদের মাঝে উন্নতমানের খাবার পরিবেশনের জন্য মাথাপিছু ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা বরাদ্দের অনুমোদন প্রদান করা হয়। সে মোতাবেক দেশের প্রতিটি কারাগারে বন্দিদের মাঝে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়।
- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি ২৩.০৫.২০২১ তারিখে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ; কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগার-২ এবং ফেনী জেলা কারাগার-২ এ কোভিড আইসোলেশন সেন্টার এর উদ্বোধন করেন। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মোকাব্বির হোসেন। এছাড়াও উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কারা অধিদপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।
- কোভিড-১৯ মহামারি প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি মেনে জীবনযাপন এবং করোনা ভাইরাস পরীক্ষার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে কারা অধিদপ্তর কর্তৃক জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কারা এলাকায় দৃশ্যমান উল্লেখযোগ্য স্থানে ছবিসহ স্বাস্থ্য সুরক্ষা নির্দেশনা ঝুলিয়ে রেখে জনগনকে সচেতন করা হচ্ছে। কারা ফটকে দর্শনযোগ্য স্থানে করোনা ভাইরাস সনাক্তকরণ সংক্রান্ত জাতীয় হটলাইন নম্বরসমূহ প্রদর্শন করা হচ্ছে। কারা আবাসিক এলাকায় রোলকলে স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও করণীয় সম্পর্কে সকলকে অবগত করা হচ্ছে। বহিরাগত বন্দি এবং কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের থার্মাল স্ক্যানার/থার্মোমিটার দিয়ে শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করে অফিস/কারাগারে প্রবেশ করানো হচ্ছে এবং কারাগারের মূলফটকে সাবান/হ্যান্ড ওয়াশ/ হ্যান্ড স্যানিটাইজার স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় প্রস্তুত রাখা হয়েছে। কারাগারে নবাগত বন্দিদের অন্তত: ১৪ দিন পর্যবেক্ষণে রাখার জন্য ১টি আমদানি ওয়ার্ডের ব্যবস্থাসহ কোয়ারান্টাইন সময় নিশ্চিত করা হচ্ছে।

আইন-বিধি/পরিপত্র প্রণয়ন/সংশোধন সংক্রান্তঃ বিদেশি নাগরিকদের ভিসার বিষয়ে এতদসংক্রান্ত বিদ্যমান পরিপত্রসমূহ সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে "Categories, duration and conditions of Bangladeshi visa for foreign nationals", "Granting Visa on Arrival (VoA)/Transit visa to a person arriving without visa" এবং "Procedure for regularization of stay breaching visa conditions" শীর্ষক তিনটি নতুন পরিপত্র জারি করা হয়েছে। বিদেশি নাগরিকদের দ্রুততার সাথে যুগোপযোগী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিটি ভিসা শ্রেণির বিপরীতে চাহিত ডকুমেন্টসসমূহ এবং আবেদন প্রক্রিয়া সুস্পষ্ট করে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। দেশে বিদেশি নাগরিকগণ কর্তৃক ভিসার মেয়াদের অতিরিক্ত অবৈধ অবস্থান প্রতিরোধের নিমিত্ত অতিবাস জরিমানার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। দেশের ভিতরে ভিসার শ্রেণি পরিবর্তন নিরুৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে ভিসার শ্রেণি পরিবর্তনের জন্য ফী ধার্য করা হয়েছে। এছাড়া দেশে কর্মরত বিদেশি নাগরিকগণ-এর

নিকট থেকে আয়কর রাজস্ব প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যেও নতুন প্রণীত পরিপত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। No Visa Required সংক্রান্ত বিদ্যমান পরিপত্রের পরিমার্জন কার্যক্রম চলমান আছে।

বর্তমান সরকার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নতুন আইনে মাদক ব্যবসায়ীর পৃষ্ঠপোষকদের শাস্তির বিধানসহ ইয়াবা ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ডের বিধান রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে মাদক অপরাধের মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তিকল্পে মাদকদ্রব্য অপরাধসমূহ ট্রাইব্যুনালের পরিবর্তে অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী 'এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত' কর্তৃক বিচার্য হবার বিধান রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ সংশোধন করে 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে।

সিপাই হতে অতিরিক্ত পরিচালক পর্যন্ত সবার জন্য ইউনিফর্মের বিধান রেখে 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (কর্মচারীদের পোশাক ও সামগ্রীর প্রাধিকার) বিধিমালা-২০২১' প্রণয়ন করা হয় যা ২৩ মে ২০২১ তারিখ বাংলাদেশ গেজেট প্রকাশিত হয়েছে

জেলা প্রশাসক সম্মেলন, ২০১৯-এ গৃহীত সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

জেলা প্রশাসক সম্মেলন, ২০১৯-এ গৃহীত সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত ৯টি (স্বল্পমেয়াদি-১টি, মধ্যমেয়াদি-৪টি ও দীর্ঘমেয়াদি-৪টি)। উক্ত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৭টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে।

(ক) স্বল্পমেয়াদি :

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কারাগারের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	বাস্তবায়িত

(খ) মধ্যমেয়াদি :

ক্র.	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	যে সকল কারাগারে বিদ্যুতের ডাবল ফেইজ সংযোগ নেই সে সকল কারাগারে জরুরিভিত্তিতে ডাবল ফেইজ বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপন করতে হবে।	বাস্তবায়িত
২	শায়েস্তাগঞ্জ ফায়ার স্টেশনকে ২য় শ্রেণিতে উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	বাস্তবায়িত
৩	ফকিরহাট ফায়ার স্টেশনকে 'বি' শ্রেণি হতে 'এ' শ্রেণিতে উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	বাস্তবায়িত
৪	লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ ফায়ার স্টেশনটি ২য় শ্রেণিতে উন্নীতকরণসহ ২য় কলবিশিষ্ট পানিবাহী গাড়ি (পিক আপ) জরুরিভিত্তিতে সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	বাস্তবায়িত

(গ) দীর্ঘমেয়াদি :

ক্র.	**সিদ্ধান্ত**	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি**
১	কেন্দ্রীয় ও জেলা কারাগারে 'রিজিলিয়ান্স-নারায়ণগঞ্জ জেলা কারা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি ও জামদানি উৎপাদন কেন্দ্র' এর অনুরূপ অথবা সামঞ্জস্যপূর্ণ ইন্ডাস্ট্রি নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	বাস্তবায়িত

২.	বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরে ই-পাসপোর্ট, One Stop Checking Service ও কার্গোসার্ভিস চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	চলমান
৩.	প্রতিটি জেলায় পর্যায়ক্রমে একটি করে নিরাময়কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ৪৪টি জেলায় ৩৫০টি বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র রয়েছে। বাকী ২০টি জেলায় বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনে উদ্যোক্তাদের অনুপ্রাণিত করার নিমিত্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	চলমান
৪.	কুড়িগ্রাম জেলার সোনাহাট স্থল বন্দরে ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা চালু করতে হবে।	চলমান

(মুজিববর্ষ) ১৭ মার্চ ২০২০-১৬ ডিসেম্বর ২০২১ উদযাপন:

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথাযথ মর্যাদায় আড়ম্বরপূর্ণভাবে উদযাপন করার লক্ষ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও এর অধীন অধিদপ্তরসমূহ কর্তৃক জাতীয় কর্মসূচির সাথে সংগতি রেখে হতে ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ২০২১ সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাস মহামারির মধ্যেও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে অনুসরণ করে এ বিভাগ ও অধীন অধিদপ্তরসমূহ মুজিববর্ষের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

ই-পাসপোর্ট সুপার এক্সপ্রেস সার্ভিস প্রদান : ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখ হতে ‘ ই-পাসপোর্ট সুপার এক্সপ্রেস সার্ভিস’বাস্তবায়নের কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী-কে ই-পাসপোর্ট প্রদানের পর দেশের অভ্যন্তরে ৬৭টি বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস এবং পাসপোর্ট অফিস বাংলাদেশ সচিবালয়, পাসপোর্ট অফিস ঢাকা সেনানিবাস ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। সুপার এক্সপ্রেস সার্ভিস হিসেবে দেশের অভ্যন্তরের সকল বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস হতে ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে ই-পাসপোর্ট ইস্যু করা হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ই-পাসপোর্ট গ্রহণ।

অফিস ভবন সজ্জিতকরণ : ১৭.০৩.২০২০ তারিখ হতে ২০.০৩.২০২০ তারিখ পর্যন্ত অত্র অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এবং সকল বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস বঙ্গবন্ধুর ছবি সংবলিত ব্যানার/ফেস্টুন এবং রঙিন পতাকা দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে।

অফিস ভবন আলোক সজ্জা : ১৭.০৩.২০২০ তারিখ হতে ২০.০৩.২০২০ পর্যন্ত ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়

এবং সকল বিভাগীয়/আঞ্চলিক অফিসে আলোক সজ্জা করা হয়েছে

কোরআন তেলওয়াত প্রতিযোগিতা এবং দোয়া অনুষ্ঠান : ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে কোরআন তেলওয়াত প্রতিযোগিতা এবং দোয়া অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে।

‘শান্তি ও উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর দর্শন’ শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন : ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে ‘শান্তি ও উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর দর্শন’ শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

শান্তি ও উন্নয়নে বঙ্গাবন্ধুর দর্শন’ শীর্ষক কর্মশালা।

প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্স মডিউলে বঙ্গাবন্ধুর সংগ্রামী জীবন সংযোজন : মার্চ, ২০২০ হতে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ট্রেনিং সেন্টার এর অধীনে প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্সের কোর্স মডিউলে বঙ্গাবন্ধুর সংগ্রামী জীবন সম্পর্কিত অধ্যায় সংযোজন করে প্রণয়নকৃত কোর্স অনুসরণ করে কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

বঙ্গাবন্ধুর জীবনীভিত্তিক পুস্তক বিতরণ : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ, সকল বিভাগীয়/ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ছেলে মেয়েদের মাঝে তাদের পিতা/মাতা-র মাধ্যমে (কোভিড-১৯ সংক্রমণ ঝুঁকি এড়াতে) বঙ্গাবন্ধুর জীবনীভিত্তিক পুস্তক, ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ ও ‘কারাগারের রোজনামচা’ বিতরণ করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে পুষ্পস্তবক ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ : ১৭.১১.২০২০ তারিখে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব চৌধূরী, এসজিপি, পিবিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে পুষ্পস্তবক ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের পুষ্পস্তবক ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ।

মুজিববর্ষ উদযাপনের অংশ হিসেবে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে টাইমলাইনে বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গবন্ধু গ্যালারি স্থাপন করা হয়েছে ।

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু গ্যালারি।

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরে স্থাপিত টাইমলাইনে বঙ্গবন্ধু।

কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ শেষে বঙ্গবন্ধুর জীবনীনির্ভর প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনী : মার্চ, ২০২০ তারিখ থেকে প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে বঙ্গাবন্ধুর জীবনীনির্ভর প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হচ্ছে। **বঙ্গাবন্ধুর জীবন ও দর্শন**

বিষয়ক আলোচনা এবং দোয়া অনুষ্ঠান : ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরে বঙ্গাবন্ধুর জীবন ও দর্শন বিষয়ক আলোচনা এবং দোয়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

বঙ্গাবন্ধুর জীবনী নির্ভর প্রামান্য চিত্র প্রদর্শনী ও বঙ্গাবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ প্রচার : মার্চ, ২০২০ হতে অদ্যাবধি অত্র অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে বঙ্গাবন্ধুর জীবনীনির্ভর প্রামাণ্যচিত্র ২বার প্রদর্শন ও ভাষণ ৫ বার প্রচার করা হয়েছে।

ইলেকট্রনিক বিলবোর্ডে ছবি ও বাণী প্রচার : আগারগাঁও, ঢাকায় ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ভবনের বহিঃদেয়ালে সংরক্ষিত ইলেকট্রনিক বিলবোর্ডের মাধ্যমে বঙ্গাবন্ধুর ছবি, বাণী ও তাঁর জীবনীনির্ভর তথ্য চিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে।

বঙ্গাবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উদযাপন : ১০ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে সীমিত পরিসরে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে বঙ্গাবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের তাৎপর্য স্মরণে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

'বঙ্গাবন্ধু ও ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান : ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে সীমিত পরিসরে স্বাস্থ্যবিধি মেনে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের উপস্থিতিতে 'বঙ্গাবন্ধু ও ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

কারা অধিদপ্তর, ৮ টি বিভাগীয় দপ্তরসহ ৬৮ টি কারাগারে বঙ্গাবন্ধুর জীবন ও দর্শন বিষয়ক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মোমিনুর রহমান মামুন পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থাপিত বঙ্গাবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এছাড়া বঙ্গাবন্ধুর জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এবং বঙ্গাবন্ধুর জীবনীর উপর কুইজ প্রতিযোগিতার ও শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

বঙ্গাবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৭.০৩.২০২১ তারিখে কুইজ ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মোমিনুর রহমান মামুন।

কারা অধিদপ্তরে ২টি ডিজিটাল বিলবোর্ড স্থাপন করে বঙ্গাবন্ধুর জীবনী, কারা জীবন, মতাদর্শ এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করা হচ্ছে। এছাড়া চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, কুমিল্লা, নোয়াখালী, রাঙ্গামাটি, লক্ষীপুর, নেত্রকোণা, নারায়ণগঞ্জ, শরীয়তপুর, সিলেট,

হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারসমূহে ডিজিটাল বিলবোর্ড স্থাপন করে বঙ্গবন্ধুর জীবনী, কারা জীবন, মতাদর্শ ডিজিটাল বিলবোর্ডে প্রদর্শন করা হচ্ছে। অন্যান্য কারাগারসমূহে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।

বঙ্গবন্ধুর জীবনী এবং ৭ মার্চ-এর ভাষণ ডিজিটাল বিলবোর্ডে প্রদর্শন।

সরকারের ডিজিটাল কার্যক্রম অংশ হিসেবে কারা মহাপরিদর্শক মহোদয়ের উদ্যোগে কারা সদর দপ্তরে প্রথম বারের মত ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে শোকাবহ আগস্টের শোকবার্তা প্রদর্শন করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে কারাবন্দি পোষ্যদের বঙ্গবন্ধু বৃত্তি প্রদান করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ২৩.০৬.২০২১ তারিখে কারাবন্দি পোষ্যদের বঙ্গাবন্ধু বৃত্তি প্রদান করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ২৩.০৬.২০২১ তারিখে কারাবন্দি পোষ্যদের বঙ্গাবন্ধু বৃত্তি প্রদান করা হয়।

কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের **‘শেখ রাসেল স্মৃতি বৃত্তি’** প্রদান বিষয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। নির্দেশিকা তৈরীর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

দেশের কারাগারসমূহে চিত্রাঙ্কন, রচনা, গল্প ও কবিতা পাঠ, হামদ, নাথ, নাচ, গান, অভিনয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শ কারা কর্মচারীদের মৌলিক প্রশিক্ষণ সূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে কারারক্ষীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে পাঠদান অব্যাহত রয়েছে।

কারা অধিদপ্তর, ৮টি বিভাগীয় দপ্তরসহ ৬৮টি কারাগারে বঙ্গবন্ধু ও তার জেল জীবন নিয়ে ব্যানার প্রদর্শন করা হয়েছে।

কারা অধিদপ্তর, ৮টি বিভাগীয় দপ্তরসহ ৬৮টি কারাগারে মুজিববর্ষের শুরুর দিন থেকে পর পর তিন দিন আলোকসজ্জা করা হয়েছে।

দেশের সকল কেন্দ্রীয় এবং জেলা কারাগারসমূহে দোয়া মাহফিলের আয়োজনসহ কারাবন্দিদের মাঝে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে কারা অধিদপ্তরসহ দেশের সকল কারাগারে ফলজ, বনজ এবং ওষধি গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে।

০৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখে নির্ধারিত সময়ে পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কারা মহাপরিদর্শক মহোদয়ের নেতৃত্বে অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ে বঙ্গবন্ধু ও শহিদ জাতীয় চার নেতার স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন ও দোয়া মাহফিলের আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া সকল কেন্দ্রীয় ও জেলা কারাগারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় চার নেতার জীবনী নিয়ে স্মৃতিচারণমূলক আলোচনা সভা, মহান মুক্তিযুদ্ধে জাতীয় চার নেতার অবদান শীর্ষক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি ০৩ নভেম্বর জেল হত্যা দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি ০৩ নভেম্বর জেল হত্যা দিবসে জাতীয় চার নেতার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

কারা অধিদপ্তরে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন ও বিশেষ দোয়ার আয়োজন।

প্রতিপাদ্য নির্বাচনঃ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে মুজিববর্ষ উদযাপনের লক্ষ্যে একটি প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়। "মুজিব বর্ষের প্রতিশ্রুতি; সেবা, ত্যাগ ও অগ্রগতি" শিরোনামের এই প্রতিপাদ্য মুজিববর্ষের লোগোর নিচে প্রতিস্থাপিত করে সকল দাপ্তরিক কার্যক্রমে ও পোস্টার-ব্যানারে তা যথাযোগ্য গুরুত্বের সাথে ব্যবহার করা হয়।

অফিস ভবনে ব্যানার-পোস্টার টাঙানো : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৭-২৩ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত এবং বর্ধিত সময়কালের ১৭-২৩ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ও আওতাধীন সকল দপ্তর/স্টেশনে বঙ্গবন্ধুর ছবি সংবলিত ব্যানার-পোস্টার-ফেস্টুন ইত্যাদি টাঙানো হয়।

মুজিব জন্মশতবর্ষে ড্রপডাউন ব্যানারমহ বিভিন্ন স্থাপনা ও ভবনে ব্যানার-পোস্টার টাঙানোর স্থির চিত্র

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন : জাতীয় কর্মসূচি ও স্থানীয় কর্মসূচির সাথে নিজেদের কর্মসূচিকে সমন্বয় করে ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরসহ সকল বিভাগীয় দপ্তর ও জেলা দপ্তরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয় এবং জাতীয়ভাবে অনুষ্ঠিত কর্মসূচিকে সরাসরি বড় পর্দায় সম্প্রচার করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন : ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ২৩ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত সকল বিভাগীয় দপ্তর ও জেলা দপ্তরে বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক প্রামাণ্য চিত্র **''দ্য স্পীচ''/ ''বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ''** প্রদর্শন করা হয়েছে। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ওয়েবসাইটেও তা প্রচার করা হয়েছে।

বঙ্গাবন্ধুর জীবনি নির্ভর **''দ্য স্পীচ''** প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনীতে উপস্থিত কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার সরঞ্জামাদি প্রদর্শন : ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ২৩ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত সকল ফায়ার স্টেশনে আগ্রহী শিশু/কিশোরসহ সকল শিক্ষার্থীর জন্য যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার সরঞ্জামাদি প্রদর্শন করা হয়েছে।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন : মুজিববর্ষ পালনের অংশ হিসেবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরসহ সকল বিভাগীয় দপ্তর, ট্রেনিং কমপ্লেক্স, জেলা দপ্তর ও ফায়ার স্টেশনে বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালনা করা হয়। ঢাকায় অধিদপ্তরের আঙিনায় বৃক্ষরোপণ করার মাধ্যমে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক।

মুজিববর্ষে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন

বঙ্গবন্ধুর 'জীবন ও কর্ম' শীর্ষক আলোচনা : ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক বঙ্গাবন্ধুর **'জীবন ও কর্ম'** শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কোরআন তেলাওয়াত, হামদ ও নাত প্রতিযোগিতা : সকল বিভাগীয় কর্মচারীদের মধ্যে ১৮ মার্চ ২০২০ তারিখে কোরআন তেলাওয়াত, হামদ ও নাত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মিলাদ মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠান আয়োজন : ২০ মার্চ ২০২০ এবং ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সকল বিভাগীয় দপ্তর, ট্রেনিং কমপ্লেক্স, জেলা দপ্তর ও দেশের সকল ফায়ার স্টেশনে মিলাদ মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে তাঁর ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের জন্য ফায়ার সার্ভিসের দোয়া অনুষ্ঠান

আলোকসজ্জিতকরণ : মুজিববর্ষ পালনের অংশ হিসেবে ১৭-২৩ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত এবং বর্ধিত সময়কালের ১৭-২৩ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরসহ সকল বিভাগীয় দপ্তর, ট্রেনিং কমপ্লেক্স, জেলা দপ্তর ও ফায়ার স্টেশনে আলোকসজ্জা করা হয়।

মুজিববর্ষ পালনের অংশ হিসেবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এ আলোকসজ্জিত করার স্থিরচিত্র

পুষ্পস্তবক ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ : মুজিববর্ষে জাতীয় কর্মসূচির সাথে সমন্বয় করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ও গোপালগঞ্জ জেলা দপ্তর কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি/ প্রতিকৃতিতে ১৪ আগস্ট ২০২০ এবং ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখ পুষ্পস্তবক ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ এবং জাতীয় অনুষ্ঠানে অগ্নিনিরাপত্তা ইউনিট মোতায়েন করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মরণে শ্রদ্ধা নিবেদন

চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতা : মুজিব শতবর্ষের কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৫ আগস্ট ২০২০ এবং ২০ মার্চ ২০২১ তারিখে সকল বিভাগীয় দপ্তরে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পোষ্য শিশুদের জন্য চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক উপস্থিত থেকে শিশুদের উদ্দেশে জাতির পিতার জীবনী সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

মুজিববর্ষে জাতীয় শোক দিবেস চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং বিজয়ীর হাতে পুরস্কার বিতরণ

উন্নত মানের খাবার বিতরণ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৭ মার্চ ২০২১ এবং ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখ বাদ আছর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক দরিদ্র জনগোষ্ঠী/এতিমদের মধ্যে উন্নতমানের খাবার/মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়েছে। খাবার/মিষ্টান্ন বিতরণকালে সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখাসহ স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত নির্দেশনা মেনে চলার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

জাতির পিতার জন্মদিবসে ২০২০ সালে ফায়ার সার্ভিসের উদ্যোগে মাদ্রাসার ছাত্রদের মধ্যে খাবার বিতরণ

জাতির পিতার জন্মদিবসে ২০২১ সালে ফায়ার সার্ভিসের উদ্যোগে এতিমখানায় খাবার বিতরণ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ। তাই বাঙালি জাতি এ বছরকে সগৌরবে মুজিববর্ষ হিসেবে উদযাপন করছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর থেকেও এ উপলক্ষে নানা কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে মুজিববর্ষ উদযাপনের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ :

- দেশের সকল সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি মাদকসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে বিনামূল্যে কাউন্সিলিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালার আলোকে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিতিতে গত ২১.০৬.২০২১ তারিখ ১৩৭টি বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রকে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

- জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ১৭ মার্চ, ২০২০ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়ে বঙ্গাবন্ধুর জীবনী, দেশ গঠন ও মাদক নির্মূল বিষয়ক দিনব্যাপী আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

১৭ ই মার্চ ২০২১ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত "বঙ্গাবন্ধুর জীবন ও আদর্শ" শীর্ষক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

- অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ সংরক্ষণের নিমিত্তে মার্চ, ২০২০-এ “বঙ্গবন্ধু বুক কর্ণার” স্থাপন করা হয়েছে।

- পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে অনাপত্তিপত্র প্রদান ও চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে মার্চ, ২০২০-এ “বঙ্গবন্ধু ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার” চালু করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে “বঙ্গবন্ধু বুক কর্ণার” স্থাপন ও “বঙ্গবন্ধু ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার” চালু করা হয়েছে।

- “বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে মাদক নির্মূলের গুরুত্ব” শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতা ঢাকায় আয়োজন করা হয়েছে। অন্যান্য জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কার্যক্রম প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার করা হচ্ছে।

- বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক বিভিন্ন লেখা সমৃদ্ধ স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

- ‘বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও জীবন’ প্রশিক্ষণ মডিউলে অন্তর্ভূক্তকরণসহ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- মাদকের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একটি করে মাদক বিরোধী ফুটবল প্রতিযোগিতা আয়োজনের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে মাগুরা, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, কুড়িগ্রাম, সুনামগঞ্জ, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, বি-বাড়ীয়া ও খাগড়াছড়ি জেলায় একটি করে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ সম্পন্ন করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস মহামারি বিবেচনায় রেখে অন্যান্য জেলায়ও পর্যায়ক্রমে ফুটবল প্রতিযোগিতা নির্ধারিত সময়ে আয়োজন করা হবে।

জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে মাদক বিরোধী প্রচারণামূলক প্রীতি ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২১

- নতুন প্রজন্মের জন্য 'বঙ্গাবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ' বিষয়ভিত্তিক বই পড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।

- জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ৪১ সেগুনবাগিচাস্থ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় প্রাঙ্গানে বনজ, ফলদ ও ঔষধি বৃক্ষরোপণ করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বনজ, ফলদ ও ঔষধি বৃক্ষরোপণ

(স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী) ২৬ মার্চ ২০২১-১৬ ডিসেম্বর ২০২১ উদযাপন:

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের স্ফুলিঙ্গে উজ্জীবিত সশস্ত্র জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস। বাংলাদেশ স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্ণ করেছে। এটি সমগ্র বাঙালি জাতির জন্য এক আনন্দঘন গৌরবের অনুভূতি। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়েছিল। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্ত কর্তৃক ২৬ মার্চ, ২০২১ থেকে ১৬ ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত বর্ণাট্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযথ মর্যাদার সাথে উদযাপনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে সুবর্ণজয়ন্তী কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে।

- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাস নতুন প্রজন্মের নিকট তুলে ধরতে ১টি ওয়েবিনার আয়োজন করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম বিভাগে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্ত্রী উপলক্ষ্যে আয়োজিত ওয়েবিনার

- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়সমূহে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে ২৬ মার্চ, ২০২১ তারিখে 'বঙ্গাবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা' শীর্ষক আলোচনা সভা

- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভাগীয় ও জেলা অফিস নিয়মিতভাবে বর্তমান সরকারের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উন্নয়ন ও অগ্রগতি বিষয়ক আলোচনা সভা/গণস্বাক্ষর কর্মসূচির আয়োজন করছেন।

চট্টগ্রাম বিভাগে অনুষ্ঠিত মাদকবিরোধী গণস্বাক্ষর কর্মসূচি

- অধিদপ্তর কর্তৃক সারাদেশে মার্চ-জুন/২০২১ মাস পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন জেলায় ২,১২৭টি মাদকবিরোধী সভা-সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে।

- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ও ইউটিউব এবং কিয়স্ক, এলইডি বিলবোর্ড, টিভি, ওয়েবিনার ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ বিষয়ক প্রামাণ্য চিত্র নিয়মিত প্রদর্শন করা হচ্ছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত মাদকবিরোধী চিত্র

- মাদকবিরোধী টিভি ফিলার ও থিমসং নিয়মিত প্রদর্শন করা হচ্ছে।

- শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে এশিয়ান টিভি চ্যানেলে "মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন" নামীয় ২০ পর্বের মাদকবিরোধী টকশোর আয়োজন করা হয়েছে এবং এটিএন বাংলা, চ্যানেল আই, আরটিভি, মাইটিভি ও মোহনা টেলিভিশনে ২৪টি মাদকবিরোধী টকশো আয়োজন করা হয়েছে।

- মাদকের চাহিদা ও ক্ষতিহ্রাসে মার্চ-জুন, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে ১,৪৪,৫৬১টি মাদকবিরোধী পোস্টার/লিফলেট/ফেস্টুন বিতরণ করা হয়েছে।

মাদকের চাহিদা ও ক্ষতিহ্রাসে জনসচেতনতায় বিতরণকৃত লিফলেট	স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সুনামগঞ্জ জেলায় দেয়াল লিখন

- বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিষয়ক বই এবং বিগত একযুগে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিয়ে প্রকাশিত বই অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের সন্তানদের এবং অংশীজনদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।
- বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ বিষয়ক বিভিন্ন লেখা প্রকাশের লক্ষ্যে লেখা আহবান করা হয়। প্রাপ্ত লেখাগুলোর সম্পাদনার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। শীঘ্রই স্মরণিকা প্রকাশ করা হবে।
- মাদকবিরোধী সচেতনতায় মাদকের ক্ষতিকর তথ্য সম্বলিত লিফলেট ইতোমধ্যে অধিদপ্তরের সকল জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ৩,৭৭৩টি স্ট্যান্ড ফেস্টুন ও ৩৫,৮৬১টি পিভিসি অ্যাম্বুস পোস্টার মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষে ঢাকায় শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করা হয়েছে। জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা

- কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায় মাদকবিরোধী স্লোগান সম্বলিত ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) হ্যান্ড স্যানিটাইজার প্রস্তুতপূর্বক বিতরণ করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায় সারাদেশে মাদকবিরোধী স্লোগান সম্বলিত ৪৪,২৪৫টি মাস্ক তৈরি ও বিতরণ করা হয়েছে।
- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ বিষয়ভিত্তিক বইপড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।
- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে মার্চ-জুন/২০২১ পর্যন্ত সময়ে ২৮,৯৬৭টি অভিযান পরিচালনা করে ৬,০৩৭টি মামলায় ৬,৪১৬ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

	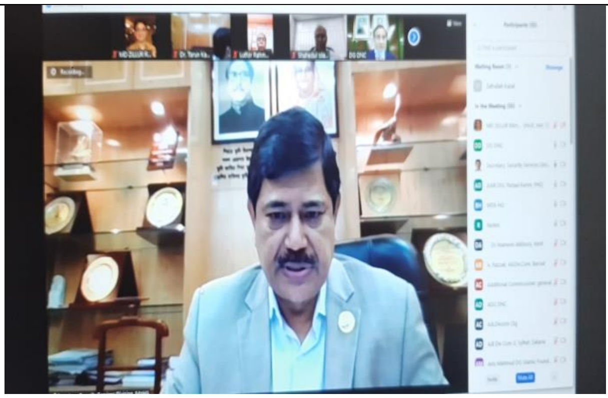
২৭ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটির ১ম সভা	১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে Zoom online-এ সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১ম জাতীয় মাদকবিরোধী কমিটির সভা

২৬ মার্চ ২০২১ তারিখে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস সমূহকে সজ্জিতকরণ করা হয়েছে।

২৬ মার্চ ২০২১ তারিখে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস সমূহে আলোকসজ্জা করা হয়।

(স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে অফিস ভবনে আলোকসজ্জা

২৬ মার্চ ২০২১ তারিখে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

(জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত কোরআন তেলওয়াত ও দোয়া অনুষ্ঠান)

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন উপলক্ষে সুরক্ষা সেবা বিভাগের নির্দেশনা অনুসরণে ফায়ার সার্ভিস ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। একই বছর জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ উদযাপিত হওয়ায় মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে এসব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। অধিদপ্তরের পালিত কর্মসূচিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

খেলাধুলার আয়োজন : ২০২১ খ্রিঃ-এর জানুয়ারি মাসে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে 'বঙ্গবন্ধু স্মৃতি ফুটবল ও ভলিবল টুর্নামেন্ট' অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারীদের সাথে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও পরিচালকগণ

অগ্নিনিরাপত্তা বৃদ্ধিতে মহড়া ও গণসংযোগের আয়োজন : স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ২০২১ সালের জানুয়ারি মাস থেকে বিভিন্ন সময় বস্তিসহ বিভিন্ন স্থানে মহড়া ওগণসংযোগ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স। এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভূমিকম্প ও অগ্নি-ঝুঁকি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা হয়। এই মহড়া কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পালন করার পরিকল্পনা ও কর্মসূচি রয়েছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে মার্কেটে মহড়া এবং গণসংযোগের মাধ্যমে অগ্নি-ঝুঁকি হ্রাসে পরামর্শ প্রদান

স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি পালন : স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ২৮ মে ২০২১ তারিখে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরসহ সকল বিভাগীয় দপ্তর, ট্রেনিং কমপ্লেক্স ও জেলা দপ্তরসমূহে স্থানীয় সিভিল সার্জন ও সন্ধানী ব্লাড ব্যাংকের সহায়তায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর সদস্যগণ কর্তৃক স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক '**স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি'র** উদ্বোধন

বঙ্গাবন্ধুর ৭ই মার্চ-এর ভাষণ সম্প্রচার : স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালনের কর্মসূচি হিসেবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরসহ সকল বিভাগীয় দপ্তর, ট্রেনিং কমপ্লেক্স, জেলা দপ্তর ও ফায়ার স্টেশনে ২০২১ সালের ৭ মার্চ ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বঙ্গাবন্ধু কর্তৃক ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত ভাষণ (মেমোরি অব দা ওয়ার্ল্ড) প্রচার করা হয়েছে।

বঙ্গাবন্ধুর জীবনী বিষয়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা : স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে নবনিযুক্ত অফিসার্স ব্যাচ ৪১ ও ৪২-এর অফিসার্স বুনিয়াদি কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট হতে বঙ্গাবন্ধু বিষয়ক প্রবন্ধ আহ্বান করা হয়। জমাকৃত সকল প্রবন্ধের মধ্যে নির্বাচিত ৩টি প্রবন্ধ ফায়ার সার্ভিসের মুখপত্রে প্রকাশের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে।

বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ : স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর। সময়াবদ্ধ কর্মসূচি অনুযায়ী এগুলো পর্যায়ক্রমে অধিদপ্তর, বিভাগীয় সদর দপ্তর এবং জেলা অফিসসহ স্টেশন পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন, সরঞ্জাম প্রদর্শনী, 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড'-এর সম্প্রচার, ভবন ও আঙ্গিনা সজ্জিতকরণ; অগ্নি নির্বাপন ও উদ্ধার সরঞ্জামাদি প্রদর্শন; চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা এবং বাছাইকৃত ছবির সো-কেসিং, গল্প ও কবিতা পাঠ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন; প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী, কর্মশালা আয়োজন; পুস্তক বিতরণ, মহাড়া ও গণসংযোগ আয়োজন, ক্রোড়পত্র প্রকাশ ইত্যাদি।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে দেশব্যাপী জাতীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ হিসেবে সরকারের কেন্দ্রীয় কর্মসূচির সাথে একাত্ব হয়ে ২৬ মার্চ,২০২১ তারিখে কারা অধিদপ্তর ও অধিনস্থ কারাগার সমূহে স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করে কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কারা অধিদপ্তর, ৮টি বিভাগীয় দপ্তরসহ ৬৮টি কারাগারে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

কারা অধিদপ্তরে ২টি বিলবোর্ড স্থাপন করে বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা সংক্রান্ত টিভিসি, প্রতি মাসে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ডকুমেন্টারী, প্রামান্য চিত্র ও দূর্লভ ছবি ডিজিটাল বিলবোর্ডে প্রদর্শন করা হচ্ছে। তাছাড়া চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, কুমিল্লা, নোয়াখালী, রাঙ্গামাটি, লক্ষীপুর, নেত্রকোনা, নারায়নগঞ্জ, শরীয়তপুর, সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারসমূহে বিলবোর্ড স্থাপন করে বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা সংক্রান্ত টিভিসি, প্রতি মাসে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ডকুমেন্টারী, প্রামান্য চিত্র ও দূর্লভ ছবি ডিজিটাল বিলবোর্ডে প্রদর্শন করা হচ্ছে। অন্যান্য কারাগারসমূহে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।

মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকার ও মুক্তিবাহিনীর ভূমিকা কারারক্ষীদের মৌলিক প্রশিক্ষণ সূচিতে অর্ন্তভুক্ত করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রদান অব্যাহত রাখা হয়েছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে দেশের সকল কারা লাইব্রেরীতে “বঙ্গবন্ধু বুক কর্ণার” স্থাপন করা হয়েছে এবং বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই বিতরণ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক কুইজ, চিত্রাঙ্কন, রচনা, গল্প ও কবিতা পাঠ, হামদ নাত প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হবে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা সংক্রান্ত বিশেষ নিবন্ধ, সাহিত্য সাময়িকী বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রকাশ অব্যাহত রয়েছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে কারা বিভাগে কর্মরত/অবসরপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিশেষ সম্মানী প্রদান করা হবে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে নাচ, গান, অভিনয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

কারা অধিদপ্তর, ৮টি বিভাগীয় দপ্তরসহ ৬৮টি কারাগারে বছরব্যাপী সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ কালীন দূর্লভ ছবি সম্বলিত ব্যানার প্রদর্শন করা হয়েছে।

কারা অধিদপ্তর, ৮টি বিভাগীয় দপ্তরসহ ৬৮টি কারাগারে স্বাধীনতার সূবর্ণজয়ন্তী শুরুর দিন থেকে পর পর তিন দিন আলোক সজ্জাকরণ করা হয়েছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে কারা অধিদপ্তর, বিভাগীয় দপ্তর এবং কারাগারসমূহে আলোকসজ্জাকরণ।

২৬ মার্চ,২০২১ তারিখে কারা অধিদপ্তর, ০৮টি বিভাগীয় দপ্তরসহ ৬৮টি কারাগারে সীমিত ভাবে খেলাধুলার আয়োজন করা হয়েছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে কারা অধিদপ্তর, বিভাগীয় দপ্তর এবং কারাগারসমূহে খেলাধুলার আয়োজন করা হয়।

২৬ মার্চ, ২০২১ তারিখে কারা অধিদপ্তর, ৮টি বিভাগীয় দপ্তরসহ ৬৮টি কারাগারে বিশেষ দোয়া ও প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে কারা অধিদপ্তর, বিভাগীয় দপ্তর এবং কারাগারসমূহে বিশেষ দোয়া ও প্রার্থনার আয়োজন করা হয়।

২৬ মার্চ,২০২১ তারিখে সকল কারাগারের কারাভ্যন্তরে অবস্থানরত সকল বন্দিদের উন্নত মানের খাবার পরিবেশন করা হয়েছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে লক্ষীপুর জেলা কারাগারে ০১ এপ্রিল, ২০২১ তারিখ হতে কম্পিউটার লার্নিং কোর্স চালু করা হয়েছে।

কোভিড-১৯:

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরঃ

কোভিড-১৯ জনিত বিধিনিষেধ চলাকালীন সম্পাদিত কাজ:

কোভিড-১৯ (করোনাভাইরাস) এর বিস্তার রোধে গত ২৬.০৩.২০২০ তারিখ হতে দেশব্যাপী সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা করা হয়। সে প্রেক্ষিতে অধিদপ্তরের স্মারক নং- ৫৮.০১.০০০০.১০১.৪১.০০১.১৩.১৮-৭৫৮, তারিখঃ ২৪.০৩.২০২০-এর মাধ্যমে উক্ত সাধারণ ছুটিতে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, পাসপোর্ট আবেদন প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, ই-পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স এবং প্রকল্প কার্যালয়ের কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করা হয়। কিন্তু বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি নাগরিকগণের কল্যাণার্থে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে আবেদিত পাসপোর্টসমূহ প্রিন্ট করার লক্ষ্যে সাধারণ ছুটির মধ্যেও অত্র অধিদপ্তরের পার্সোনালাইজেশন সেন্টার নিরবচ্ছিন্নভাবে খোলা রাখা হয়। কোভিড-১৯-এর কারণে সাধারণ ছুটিকালীন ২৬.০৩.২০২০ হতে ৩১.০৭.২০২০ তারিখ পর্যন্ত মোট ৪,৪৮,৩৯৪ টি মেশিন

রিডেবল (এমআরপি) প্রিন্ট করা হয়, তম্মধ্যে ২,৫৫,২০৫টি এমআরপি আন্তর্জাতিক কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বর্ণিত সময়ে বিদেশস্থ মিশনসমূহে প্রেরণ করা হয়। ০১.০৭.২০২০ হতে ৩০.০৬.২০২১ তারিখ পর্যন্ত-

- ইস্যুকৃত এমআরপি সংখ্যা (দেশে): ৯,৩৮,৯৯৮টি
- ইস্যুকৃত এমআরপি সংখ্যা (বিদেশে): ১২,২৯,৯০৮টি
- ইস্যুকৃত ই-পাসপোর্টের সংখ্যা (দেশে): ৮,২০,০০০টি

অত্র অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ বিভিন্নি বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস স্বশরীরে পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিচ্ছেন। অনলাইন প্লাটফরমে সকল বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসেপার্ট অফিসের সাথে প্রধান কার্যালয়ের সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

কোভিড-১৯ প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম ও নির্দেশনাসমূহ:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত কোভিড-১৯ কালীন নির্দেশনা প্রতিপালন করা হচ্ছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ০৮.০৮.২০২১ তারিখে ইস্যুকৃত নির্দেশাবলির আলোকে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক এমআরপি ও ই-পাসপোর্ট এর এনরোলমেন্টসহ অফিস কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ বিস্তাররোধে নিম্নোল্লিখিত কার্যাবলি গ্রহণ করা হয়েছে ।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত কোভিড-১৯ কালীন নির্দেশনা প্রতিপালন করা হচ্ছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ০৮.০৮.২০২১ তারিখে ইস্যুকৃত নির্দেশাবলীর আলোকে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক এমআরপি ও ই-পাসপোর্ট এর এনরোলমেন্টসহ অফিস কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ বিস্তাররোধে নিম্নোল্লিখিত কার্যাবলী গ্রহণ করা হয়েছে ।

(১) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ এর আওতাধীন সকল বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস এবং আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসসমূহের নির্দিষ্ট গেট দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশের মুখে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং আগত সেবা প্রার্থীদের হাত ধোয়ার এবং থার্মাল স্ক্যানারের মাধ্যমে শারীরিক তাপমাত্রা পরিমাপ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(সেবা প্রার্থীদের হাত ধোয়ার ব্যবস্থা)

(থার্মাল স্ক্যানারের মাধ্যমে শারীরিক তাপমাত্রা পরিমাপ করার ব্যবস্থা)

(২) অফিসে আগত সেবা প্রার্থীদের মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করা হচ্ছে।

(৩) কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ মাস্ক পরিধান করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সেবা কার্যক্রম পরিচলনা করছেন।

(৪) কোভিড-১৯ (করোনাভাইরাস) সংক্রমণ সংক্রান্ত সম্ভাব্য ঝুঁকি হ্রাসে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৫) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কোভিড-১৯ (করোনাভাইরাস) এ আক্রান্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে সহযোগিতা করার জন্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও ই-পাসপোর্ট প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি জরুরি সহায়তা প্রদানকারী টিম গঠন করা হয়েছে।

(৬) কোভিড-১৯ (করোনাভাইরাস) এ আক্রান্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে খাদ্য, ঔষধ ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

(৭) অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা অনলাইন প্লাটফরমে ট্রেনিং/সভায় অংশগ্রহণ করছেন।

(৮) কোভিডকালীন সেবা কার্যক্রম চালু রাখার জন্য কর্মকর্তাগণ সবসময় মুঠোফোন চালু রাখাসহ অধিদপ্তরের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে সক্রিয় রয়েছেন।

(৯) অধিদপ্তর হতে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

(১০) ০৭.০৯.২০২১ তারিখ পর্যন্ত অধিদপ্তরের ১১৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তম্মধ্যে, সুস্থ হয়েছেন ১১৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী, অপর ০৫(পাঁচ) জন হোম কোয়ারেন্টাইনে আছেন।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরঃ

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় অধিদপ্তরের গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

(ক) মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ জেলা/বিভাগের প্রতিটি অফিসে প্রবেশ মুখে সকলের জন্য হাত ও জুতা জীবানুমুক্তকরণের ব্যবস্থাসহ শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য থার্মাল স্ক্যানারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়া প্রধান কার্যালয়ের প্রবেশমুখে Disinfection Machine স্থাপন করা হয়েছে ।

(খ) মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের করোনা আক্রান্ত রোগীদের তাৎক্ষনিক সেবা প্রদানের জন্য রেসকিউ টিম গঠন করা হয়েছে।

(গ) করোনা আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল এর সাথে অধিদপ্তরের MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(ঘ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে কেহ করোনায় আক্রান্ত হলে তাৎক্ষনিক অক্সিজেন সরবরাহ নিশ্চিকরনের জন্য অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ করা হচ্ছে।

(ঙ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য হ্যান্ড গ্লাভস, মাস্ক, গগলস, হেড কভার সংগ্রহ পূর্বক বিতরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি অপারেশন কাজে নিয়োজিতদের পিপিই সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া অধিদপ্তরের স্ব-উদ্যোগে হ্যান্ড স্যানিটাইজার তৈরী করে বিতরণ করা হচ্ছে।

(চ) করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধে বাজারে যাতে হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ঘাটতি না থাকে সে জন্য ৩১ টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৩,২৮,৯৩০ লিটার রেক্টিফাইড স্পিরিট ক্রয় ও ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

(ছ) অধিদপ্তরের করোনা আক্রান্ত রোগীদের বহণের জন্য একটি এ্যাম্বুলেন্স এর ব্যবস্থা রাখা হয়।

(জ) করোনাকালীন সময়ে ZOOM এর প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ভার্চুয়ালী সভাসমূহ করা হচ্ছে।

(ঝ) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হচ্ছে।

(ঞ) অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের করোনা ভাইরাসের টীকা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

(ট) করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে মে-২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত ৯৯,০০০টি হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে।

(ঠ) করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) এর সম্ভাব্য ঝুঁকি হ্রাসে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে অধিদপ্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(ড) মাদকাসক্তদের চিকিৎসা সেবা স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে প্রদান করা হচ্ছে।

(ঢ) করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধের লক্ষ্যে "মাস্ক নাই, সেবা নাই" প্রচারণার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২। **উপকারভোগী সংখ্যা (সংখ্যায়/কথায়)**: ১,৩৩১ (এক হাজার তিনশত একত্রিশ) জন (অধিদপ্তরে কর্মরত সকল জনবল উপকারভোগী)।

৩। **ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা**: ভবিষ্যতে করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রকোপ মোকাবেলায় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা ও পরিকল্পনা এবং বাস্তব প্রয়োজনের আলোকে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।

৪। **চ্যালেঞ্জ**: করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) একটি সংক্রামক ব্যাধি এবং এই ভাইরাসের প্রকোপ মোকাবেলায় এ অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ হচ্ছে (১) করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিকে আইসোলেশনে নেয়া ও যথাযথ চিকিৎসা সেবা প্রদান (২) অধিদপ্তরের অধিক সংখ্যক জনবল আক্রান্ত হলে দাপ্তরিক স্বাভাবিক কাজকর্ম সম্পাদনে বিঘ্নের সৃষ্টি হতে পারে।

৫। **উত্তোরণের উপায় ও সুপারিশ**: করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) মোকাবেলায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে তাৎক্ষনিকভাবে আইসোলেশনে নেয়াসহ যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখতে হবে। সরকার কর্তৃক এ বিষয়ে জারীকৃত সকল নির্দেশনা (সচেতনতামূলক নির্দেশনাসহ) প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি স্বত:স্ফূর্তভাবে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করতে হবে এবং অন্যজনকে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রকোপ বেড়ে গেলে অধিদপ্তরের কাজকর্মে জনবল সংকট দেখা দিলে সুস্থ্য জনবলকে রোস্টার ডিউটির মাধ্যমে সমন্বয় করে দাপ্তরিক কাজকর্ম সম্পন্ন করা হবে।

৬। **কোভিড আক্রান্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী**: গত ৩০.০৬.২০২১ তারিখ পর্যন্ত অধিদপ্তরের ১৬০ জন কর্মী কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়েছেন এবং ১৪৩ জন সুস্থ্যতা লাভ করেছেন। করোনার নেগেটিভ রিপোর্ট পাওয়ার পরই তারা অফিস শুরু করেছেন। অবশিষ্ট ১৭জন চিকিৎসাধীন আছেন।

করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) মোকাবেলায় জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরঃ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সদর দপ্তর থেকে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে গত ২০২০-২১ অর্থবছরেও নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হয়। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়সহ অধিদপ্তরের পরিচালকগণ এবং অন্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ নিয়মিত তা মনিটরিং করেন। সারা দেশের সকল জেলায় করোনাপ্রতিরোধে ফায়ার সার্ভিসের পরিচ্ছন্নতা অভিযানে জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং স্থানীয় প্রশাসকগণ অংশগ্রহণ করেন এবং তারা এই কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। গণমাধ্যমেও তা প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। করোনাভাইরাস-এর বিস্তার শুরু হওয়ার পর থেকে সরকারি নির্দেশনার আলোকে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ এবং এ বিষয়ে নিরাপদ থাকার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর। সরকারি নির্দেশনার আলোকে সাধারণ অফিস বন্ধ রাখার সময়ও এ অধিদপ্তরের সকল অপারেশনাল কাজ চলমান রাখা হয়। মনিটরিং টিম গঠনের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে বিভাগীয় সদস্য যারা করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন তাদের আইসোলেশনে রাখা নিশ্চিতকরণ, মানসিকভাবে উজ্জীবিত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রয়োজনীয় ফুডিংয়ের ব্যবস্থাসহ দেখভাল করার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। আক্রান্তদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। জরুরি প্রয়োজনে কেউ ছুটিতে গেলে ফেরত আসার পর তার কোয়ারেনটাইন নিশ্চিত করা হয়।

করোনায় জীবাণুনাশক ছিটানো ও ঘরে থাকার অনুরোধ

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত মুমূর্ষু রোগী পরিবহন

অস্থায়ী হাসপাতাল ও কোয়ারেনটাইন সেন্টার স্থাপন: বিভাগীয় করোনা আক্রান্তদের জন্য নারায়ণগঞ্জের পূর্বাচলে অস্থায়ী করোনা হাসপাতাল চালু রাখা হয় এবং ঢাকার ডেমরায় কোয়ারেনটাইন সেন্টার স্থাপন করা হয়। করোনাভাইরাস সংক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকার বিষয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ওয়েবসাইট ও ফেইসবুক পেইজে প্রচার-প্রচারণা চালানো হয়। এ সংক্রান্ত বিষয়ে সরকার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং অধিদপ্তরের জারিকৃত বিভিন্ন সময়ের আদেশ ও নির্দেশনা আপলোড করা হয়।

বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের করোনায় আক্রান্তের পরিসংখ্যান: সার্বিক সতর্কতা কঠোরভাবে নিশ্চিত করার পরও গত ২০২০-২১ অর্থবছরে অগ্নিদুর্ঘটনা ও উদ্ধার অভিযানসহ বিভিন্ন অপারেশনাল কাজে গিয়ে এ অধিপ্তরের অনেক কর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তবে সঠিক সময়ে মহাপরিচালক মহোদয়ের সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে আক্রান্তদের মধ্যে মৃত্যুহার ছিল খুবই সীমিত। এ পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিসের মোট ৪৪৭ জন সদস্য করোনায় আক্রান্ত হন। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত এদের ৪৩২ জন সুস্থ হয়ে কাজে ফিরেছেন। ১২ জন আইসোলেশনে আছেন এবং আক্রান্ত ৩ জনের মৃত্যু হয়।

কারা অধিদপ্তরঃ

- করোনাভাইরাস প্রতিরোধ করার জন্য সরকারের স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হচ্ছে। প্রতিটি বিভাগে আইসোলেশন সেন্টার চালু করা হয়েছে
- বন্দির আত্মীয়-স্বজন কারাগারে আসতে পারছে না বিধায় বন্দিদের পিসি (প্রিজনার'স ক্যাশ)-তে কোন টাকা জমা দেয়ার প্রয়োজন হলে তা মোবাইল ব্যাংকিং সিস্টেম যেমন-সরকারি সার্ভিস 'নগদ' বা বেসরকারি সার্ভিস 'বিকাশ' চালু করা হয়েছে;
- দেশে করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে কারাগারে সম্ভাব্য যেকোন নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবেলা করার জন্য প্রত্যেক বিভাগের কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারসমূহে ৬ সদস্য বিশিষ্ট ইমারজেন্সি রেসপন্স টিম গঠন করা হয়েছে;
- সরকার কর্তৃক ঘোষিত ছুটিকালীন করোনাভাইরাস প্রতিরোধ সমন্বয় সেল গঠন করা হয়;
- কারা এলাকায় দৃশ্যমান উল্লেখযোগ্য স্থানে ছবিসহ স্বাস্থ্য সুরক্ষা নির্দেশনা ঝুলিয়ে রেখে জনগণকে সচেতন করা হচ্ছে;
- কারাফটকে দর্শনযোগ্য স্থানে করোনাভাইরাস সনাক্তকরণ সংক্রান্ত জাতীয় হটলাইন নম্বরসমূহ প্রদর্শন করা হচ্ছে;

- কারাগারে নবাগত বন্দিদের অন্তত: ১৪ দিন পর্যবেক্ষণে রাখার জন্য ১টি আমদানি ওয়ার্ডের ব্যবস্থাসহ কোয়ারান্টাইন সময় নিশ্চিত করা হচ্ছে;

- বহিরাগত বন্দি এবং কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের থার্মাল স্ক্যানার/থার্মোমিটার দিয়ে শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করে অফিস/কারাগারে প্রবেশ করানো হচ্ছে এবং কারাগারের মূল ফটকে সাবান/হ্যান্ড ওয়াশ/হ্যান্ড স্যানিটাইজার স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় প্রস্তুত রাখা হয়েছে;

- কর্মস্থলে সকলকে মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করা হচ্ছে এবং ঘন ঘন সাবান পানি বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিস্কার করা হচ্ছে;

- করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে স্থানীয় প্রশাসন ও সিভিল সার্জন মহোদয়ের সাথে সমন্বয়পূর্বক কারাগারসমূহে নিরবিচ্ছিন্ন প্রেষণা প্রদান ও সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে;

- বন্দিদের জন্য ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ খাবার তথা ভিটামিন-সি-এর দৈনিক চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে;

- করোনা আক্রান্ত সন্দেহাধীন কোনো বন্দির জামিননামা আসলে তাকে জামিন ছাড়ার পূর্বে স্থানীয় সিভিল সার্জনকে অবগত করা হচ্ছে;

- বন্দিদের শরীর চর্চা, মাসিক বন্দি দরবার, মাসিক প্র্যাকটিস অ্যালার্ম, যে কোন জনবহুল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, গণশিক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে;

- কারাভ্যন্তরে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বুট/জুতা জীবাণুমুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে;

- প্রত্যেক কারাগারের জন্য সরবরাহকৃত স্প্রে মেশিন দ্বারা প্রতিটি কক্ষ দিনে একবার করে জীবাণুমুক্ত করা হচ্ছে;

- একান্ত জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সকল প্রকার ছুটি নিরুৎসাহিত করা হয়েছে;

- কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিদেশ ফেরত আত্মীয়-স্বজনকে কারা এলাকায় আসা থেকে বিরত রাখতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে;

- করোনা পরিস্থিতির ভবিষ্যত ভয়াবহতা মোকাবেলার জন্য প্রত্যেক বিভাগে ১টি করে করোনা কোয়ারেন্টাইন সেন্টার চালু করা হয়েছে;

- প্রত্যেক বন্দির পরিবারের সদস্যদের সাথে সাধারন টেলিফোনের মাধ্যমে সপ্তাহে ১ দিন ১০ মিনিট কথা বলার ব্যবস্থা করা হয়েছে;

- জামিনযোগ্য বন্দিদের জামিন প্রদান/মামলা নিস্পত্তির জন্য সদাশয় সরকার কর্তৃক ভার্চুয়াল কোর্ট পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

- বর্তমান সরকার কারাগারের বন্দি সংখ্যাধিক্যতা হ্রাস করার লক্ষ্যে ২৮৮৪ জন বন্দিকে মুক্তি প্রদান করেছেন;

- ২৩-৫-২০২১ তারিখে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগার-২ এবং ফেনী জেলা কারাগার-২ এ কোভিড আইসোলেশন সেন্টারের উদ্বোধন করা হয়।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি ২৩.০৫.২০২১ তারিখে ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগার-২ এবং ফেনী জেলা কারাগার-২ এ কোভিড আইসোলেশন সেন্টারের উদ্বোধন করেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি ২৩.০৫.২০২১ তারিখে ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগার-২ এবং ফেনী জেলা কারাগার-২ এ কোভিড আইসোলেশন সেন্টারের উদ্বোধন করেন।

কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীঃ

সিনিয়র কারা তত্ত্বাবধায়ক জনাব মোঃ আবু জাহেদ মেহেরপুর জেলার অধীন মেহেরপুর সদর উপজেলার থানপাড়া গ্রামের একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ৩০.০৬.১৯৬২ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আত্মীকৃত হয়ে ০৬.০৩.১৯৯১ তারিখে ডেপুটি জেলার পদে কারা বিভগে যোগদান করেন। পরবর্তীতে তিনি ১৩.১০.২০০২ তারিখে জেলার পদে, ০৯.১১.২০১১ তারিখে উপ-তত্ত্বাবধায়ক পদে, ২৬.১২.২০১১ তারিখে কারা তত্ত্বাবধায়ক পদে পদোন্নতি পান। সর্বশেষ তিনি সিনিয়র কারা তত্ত্বাবধায়ক পদে চলতি দায়িত্ব পেয়ে ২৪.০৩.২০২০ তারিখে ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারে যোগদান করেন। কর্মরত অবস্থায় হঠাৎ অসুস্থ বোধ করলে সহকারী সার্জন, কারা হাসপাতাল, ময়মনসিংহ-এর পরামর্শ মোতবেক তাকে জরুরিভিত্তিতে ১০.০৭.২০২০ তারিখে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। সেখানে ভর্তিরত অবস্থায় তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে ১১.০৭.২০২০ তারিখে Clinically Suspected Covid-19 Positive রোগী হিসেবে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল রাজারবাগ, ঢাকায় রেফার্ড করেন। সে মোতাবেক তাকে উক্ত হাসপাতালে ভর্তি রেখে যথোপযুক্ত উন্নত চিকিৎসা প্রদান করা হয়। তা সত্ত্বেও তার অবস্থার ক্রমাবনতি হওয়ায় তাকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৬.০৭.২০২০ তারিখ দুপুর ১২.৪২ ঘটিকায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর ২৬ দিন। উল্লেখ্য, তিনি নোভেল করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করায় তার স্ত্রী জনাব লাইলা আরজুমান বানু-এর অনুকূলে অর্থ বিভাগ হতে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

প্রধান কারারক্ষী নং-১১৫৭৮ জনাব আলমগীর হোসেন ময়মনসিংহ জেলার অধীন ধোবাউড়া থানার সোহাগীপাড়া গ্রামের একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ২৮.০৮.১৯৬৬ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ০১-৯-১৯৮৬ তারিখে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে

চাকরিতে যোগদান করেন। সর্বশেষ তিনি টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে প্রধান কারারক্ষী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর তাকে ২৫.০৬.২০২১ তারিখ দুপুর ২.৩৫ মিনিটে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, টাঙ্গাইলে ভর্তি করা হলে ৩.১৫ মিনিটে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর ৯ মাস ২৮ দিন।

“পাসপোর্ট নাগরিক অধিকার
সর্বাত্মক সেবাই অঙ্গীকার”

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর
সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

পটভূমিঃ সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আপোষহীন নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতাত্তোর ভঙ্গুর প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুনর্গঠনের ধারাবাহিকতায় ০১.০৯.১৯৭২ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট পরিদপ্তরটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তরে উন্নীত হয়। বাংলাদেশিদের অনুকূলে পাসপোর্ট এবং বাংলাদেশ ভ্রমণেচ্ছুক বিদেশীদের অনুকূলে ভিসা ইস্যু, বাংলাদেশি/বিদেশী নাগরিকগণের বাংলাদেশে আগমন ও বাংলাদেশ হতে বহির্গমন, বাংলাদেশে বিদেশীদের অবস্থান নিয়ন্ত্রণ এবং এতদসম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে সরকার প্রণীত নীতিমালা বাস্তবায়নে নির্বাহী সংস্থার (এক্সিকিউটিভ এজেন্সি) ভূমিকা পালনই ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মুখ্য দায়িত্ব।

রূপকল্প: বাংলাদেশি নাগরিকদের বহির্বিশ্বে ভ্রমণ নিরাপদকরণ এবং বিদেশি নাগরিকদের ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সহজিকরণ।

অভিলক্ষ্য : বাংলাদেশি নাগরিকদের বহির্বিশ্বে ভ্রমণ নিরাপদ করার লক্ষ্যে প্রত্যাশী সকল বাংলাদেশি নাগরিককে সহজে ও দ্রুততম সময়ে অত্যাধুনিক পাসপোর্ট প্রদান এবং বিদেশিদের বাংলাদেশে গমনাগমন/অবস্থান সহজিকরণের লক্ষ্যে ভিসা ইস্যু প্রক্রিয়া যুগোপযোগীকরণ এবং সর্বাধুনিক ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে সহজে ও দ্রুততম সময়ে ইমিগ্রেশন সম্পন্নকরণ।

কার্যাবলিঃ

১)	বাংলাদেশি নাগরিকদের অর্ডিনারি/অফিসিয়াল/ডিপ্লোমেটিক পাসপোর্ট প্রদান;
২)	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পাসপোর্ট বাতিল, আটক ও রহিতকরণ;
৩)	বিদেশি নাগরিকদের বিভিন্ন শ্রেণির ভিসা ইস্যু ও মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ এবং ভিসা এক্সেম্পশন চুক্তির আওতায় আগত বিদেশিদের অন-অ্যারাইভাল ভিসা প্রদান;
৪)	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সার্ক ভিসা অব্যাহতি স্টিকার প্রদান;
৫)	বাংলাদেশিদের পাসপোর্ট ইস্যুর ক্ষেত্রে কালোতালিকা সংরক্ষণ এবং ভিসার জন্য বিদেশি নাগরিকদের কালো তালিকাভুক্তকরণ;
৬)	বিদেশিদের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিচিতি সনদ (Certificate of Identity) প্রদান;
৭)	বিদেশি নাগরিকদের বাংলাদেশ হতে বহির্গমনের জন্য রুট পরিবর্তন সংক্রান্ত অনুমতি প্রদান;
৮)	বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের কনস্যুলার উইংয়ের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;
৯)	মুদ্রিত পাসপোর্ট, ভিসা স্টিকার, ট্রাভেল পারমিট সংগ্রহ ও সরবরাহ করা।
১০)	পাসপোর্ট ও ভিসা ইস্যু সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও ব্যাখ্যা প্রদানে সরকারকে সহায়তা প্রদান।

সময়ের সাথে অগ্রযাত্রা:

১৯৬২	:	পরিদপ্তর হিসেবে যাত্রা শুরু। জোনাল কার্যালয়, ঢাকা এর অধীনে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী ও খুলনা এ ৫টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
১৯৬২	:	পরিদপ্তর হিসেবে যাত্রা শুরু। জোনাল কার্যালয় ঢাকা এর অধীনে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী ও খুলনা এ ৫টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
১৯৭২	:	পরিদপ্তর হতে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়।
১৯৭৩	:	পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর হিসেবে কার্যক্রম শুরু হয়।
১৯৮১	:	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস রংপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও বরিশাল সৃজন করা হয়।
১৯৯৮	:	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নোয়াখালী, ফরিদপুর ও যশোর এবং হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকায় অন অ্যারাইভাল ভিসা সেল সৃজন করা হয়।
২০০১	:	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস হবিগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ সৃজন করা হয়।
২০১০	:	১৯টি নতুন আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ৬টি ভিসা সেল, ৯টি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট এবং পার্সোনালাইজেশন সেন্টার, ডাটা সেন্টার ও ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার সৃজন করা হয়। মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ও মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) প্রবর্তন করা হয়।
২০১১	:	নতুন ৩৩টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস সৃজন করা হয়। ফলে দেশের সকল জেলায় পাসপোর্ট অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়।
২০২০	:	দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে ২০২০ খ্রিঃ-এ বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন।

জনসাধারণের অধিকতর সেবা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বিভাজনক্রমে ২০১৭ সালে ১৯ জানুয়ারি তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগকে পৃথক বিভাগ হিসেবে গঠন করা হয়েছিল। নতুন বিভাগ গঠনের পর সরকারের নির্বাচনী ইস্তেহার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী জনসাধারণের সেবা বহুমুখীকরণ, এসডিজি বাস্তবায়ন, ভিশন-২০২১, রুপকল্প-২০৪১ ও ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নে বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দুর্যোগ মোকাবেলা, মাদকদ্রব্যের বিস্তাররোধে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়ন, সুষ্ঠু কারা ব্যবস্থাপনা, বিদেশে গমনাগমন আরো সহজ ও সময়োপযোগী করার মাধ্যমে নাগরিক সেবা ও নাগরিক মর্যাদা বৃদ্ধি ইত্যাদি হলো বর্তমানে সুরক্ষা সেবা বিভাগের মিশন। বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর এবং এ সরকারের অর্জন বিষয়ে একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নরুপ:

একনজরে উন্নয়নের তুলনামুলক বিবরণী :

বিবরণ	২০০৯	২০২১
পাসপোর্টের ধরন	হাতে লেখা পাসপোর্ট	ক.২০১০ সালে মেশিন রিডেবল পাসপোর্টের (এমআরপি) প্রবর্তন, খ. ২০২০ সালে অত্যাধুনিক ই-পাসপোর্ট চালুকরণ ।
ভিসা সম্পর্কিত	ম্যানুয়াল ভিসা	খ. ২০১০ সালে মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) প্রবর্তন, খ. ২০২১ সালে অত্যাধুনিক ই-ভিসার ডিপিপি প্রণয়নে কার্যক্রম গ্রহণ।
অধিদপ্তরের জনবল	৩ শত ৯৭ জন	১ হাজার ১ শত ৮৪ জন (আরো ৯৭৭ জনবল সৃষ্টির কার্যক্রম চলমান। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ইতোমধ্যে অনুমোদন পাওয়া গেছে)।
দেশের অভ্যন্তরে সৃজিত বিভাগীয় আঞ্চলিক অফিস	১৭টি	৬৯টি
অধিদপ্তরের নিজস্ব ভবন	১টি	৫২টি (আরো ১৭টি অফিস নির্মাণ চলমান)
সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীনে বিদেশে পাসপোর্ট ও ভিসা উইং স্থাপন।	শূণ্য	১৯টি

আইন ও বিধি : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান The Bangladesh Passport Order, 1973 ও Bangladesh Passport Rules, 1974 প্রবর্তন করেন। নিম্নোক্ত ৭টি আইনের ব্যবহারও পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন সেবা-র ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়:

১. The Passport Act, 1920
২. The Registration of Foreigners Act, 1939
৩. The Foreigners Act, 1946
৪. The Citizenship Act, 1951
৫. The Passport (Officers) Act, 1952
৬. The Control of Entry Act, 1952
৭. The Bangladesh Citizenship (Temporary Provisions) Order, 1972,

২০২০-২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি:

১। **ই-পাসপোর্ট কার্যাবলি:** মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ২২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম উদ্বোধনের পর হতে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতেও দেশের অভ্যন্তরে ৭০টি অফিসে ই-পাসপোর্ট সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত ৮, ৩৯, ৪৪১ টি ই-পাসপোর্ট বিতরণ করা হয়েছে। বিদেশস্থ ৮০টি মিশনে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম শুরুর প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় ধাপে ধাপে বিদেশস্থ মিশনসমূহে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে নিম্নোক্ত ৭টি বাংলাদেশ মিশনে (বার্লিন (জার্মানী), এথেন্স (গ্রিস), ওয়াশিংটন ডিসি (যুক্তরাষ্ট্র), নিউইর্য়ক (যুক্তরাষ্ট্র) ক্যালিফোর্নিয়া (যুক্তরাষ্ট্র), সিউল (দক্ষিণ কোরিয়া) এবং বুখারেস্ট (রোমানীয়া) ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু করা হচ্ছে।

২। **ই-গেইট স্থাপন**: ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও ২টি স্থল বন্দরে মোট ৫০টি ই-গেইট স্থাপনের লক্ষ্যেমাত্রা নির্ধারিত আছে। ইতোমধ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ১৫(পনেরো)টি ই-গেইট(১২টি Departure-এ এবং ৩টি Arrival-এ) স্থাপন করা হয়েছে। ৩০.০৬.২০২১ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ই-গেইট কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।

মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক ই-গেইট এর শুভ উদ্বোধন ।

৩। **নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ই-পাসপোর্ট বুকলেট তৈরীকরণ প্রসঙ্গে**: ই-পাসপোর্ট বুকলেট তৈরির জন্য উত্তরা পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্সে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির কুগলার মেশিন (Kugler Machine) স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কাঁচামাল ব্যবহার করে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় দৈনিক গড়ে ৯০০০/১০০০০ সংখ্যক ই-পাসপোর্ট বুকলেট তৈরি হচ্ছে।

জনাব মো: মোকাব্বির হোসেন, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক ই-পাসপোর্ট বুকলেট তৈরীর কার্যক্রম পরিদর্শন।

৪। **আন্তর্জাতিক মানের ডাটা সেন্টার ও ডিজেস্টার রিকোভারি সাইট (ডিআরএস) স্থাপন**: ই-পাসপোর্টের তথ্যের নিরাপত্তা ও সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পার্সোনালইজেশন কমপ্লেক্স, উত্তরা, ঢাকায় আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি মূল ডাটা সেন্টারের ব্যাক-আপ হিসেবে যশোরে (ডিআরএস) চালু করা হয়েছে।

৫। **ডিপ্লোমেটিক পাসপোর্ট সেন্টার চালুকরণ**: অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, আগারগাঁও, ঢাকায় ডিপ্লোমেটিক পাসপোর্ট সেন্টার চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে ডিপ্লোমেটিক পাসপোর্ট মুদ্রণ ও বিতরণ করা সম্ভব হচ্ছে।

৬। **''এ-চালান'' এ সংযুক্তি**: বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রনালয়ের উদ্যোগে চালুকৃত পেমেন্ট সিস্টেম ''এ-চালান'' এ ই-পাসপোর্টের ফি গ্রহণের কার্যক্রম যুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ই-পাসপোর্টের অর্জিত রাজস্ব সরাসরি সরকারের কোষাগারে জমা হচ্ছে।

৭। **অনলাইনভিত্তিক পুলিশ প্রতিবেদন**: সম্পূর্ণ অনলাইন ভিত্তিক পুলিশ প্রতিবেদন পদ্ধতি চালু করত: ৭২টি এসবি/ডিএসবি অফিসকে আধুনিক আইটি সরঞ্জামাদি ও সফটওয়্যার এর মাধ্যমে যুক্ত করা হয়েছে।

৮। **জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) এর সাথে অনলাইন ইন্ট্রিগ্রেশন**: জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) ডাটাবেজের সাথে ই-পাসপোর্টের ডাটাবেজের অনলাইন ইন্ট্রিগ্রেশন সম্পন্ন করা হয়েছে।

রাজস্ব বিষয়ক: পাসপোর্ট ও ভিসা ইস্যুর মাধ্যমে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ২০১০-১১ অর্থবছর হতে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত প্রায় ১১ হাজার ২১০ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করেছে। যার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ১ হাজার ৭ শত ২৮ কোটি টাকা।

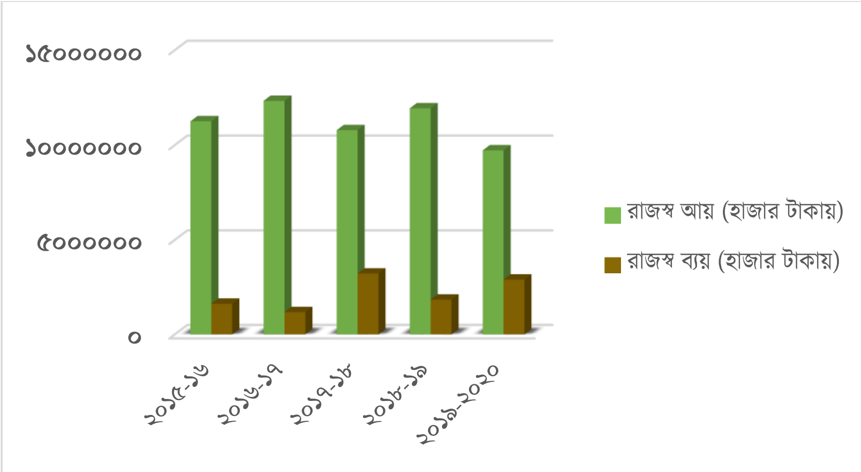

২০১৬ হতে ২০২০ পর্যন্ত অধিদপ্তরের রাজস্ব আয়-ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র।

চলমান উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

১। **ই-ভিসা ও ই-টিপি প্রনয়ণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ :** 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' শীর্ষক শিরোনামে নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে ই-ভিসা ও ই-ট্রাভেল পারমিট প্রণয়নের বিষয়ে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক অধিদপ্তরকে ধারণা পত্র ও প্রতিবেদন দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হয়। পরবর্তীতে সুরক্ষা সেবা বিভাগের স্মারক নং-৫৮.০০.০০০০.০৯৩.১৪.০০১.১৯-১২০; তারিখ: ১৯.০২.২০১৯ মোতাবেক "বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ভিসা (ই-ভিসা) ও ইলেকট্রনিক ট্রাভেল পারমিট (ই-টি.পি) চালুকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের নিমিত্ত কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়। গত ২৮.০২.২০২১ তারিখে ইলেকট্রনিক ভিসা (ই-ভিসা) এবং ইলেকট্রনিক ট্রাভেল পারমিট (ই-টি.পি) সংক্রান্ত কারিগরি কমিটির সুপারিশ সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

সুরক্ষা সেবা বিভাগের নির্দেশনানুসারে ইলেকট্রনকি ট্রাভেল পারমিট (ই-টি.পি) রেভিনিউ বাজেট থেকে একটি ছোট প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার কার্যক্রম চলমান আছে।

ইলেকট্রনিক ভিসা (ই-ভিসা) প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ২০ জুন ২০২১ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ৩টি বিদেশী প্রতিষ্ঠান Sharjah Investment and Development Authority(Shurooq) ও SITA, জার্মান কোম্পানী Veridos এবং ফ্রেঞ্চ কোম্পানী Thales Group] এর প্রস্তাব অত্র অধিপ্তরের প্রেরণ করত: মতামত প্রদানের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বর্ণিত ৩টি প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবের তুলনামুলক প্রতিবেদন সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণের নিমিত্ত ৬ সদস্য বিশিষ্টি সংশ্লিষ্ট কমিটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২। প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণের জন্য DPP পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ: ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনের সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত আধুনিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণের জন্য ডিপিপি প্রণয়ন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। জায়গা নির্বাচিত না হওয়ায় তা ফেরত প্রদান করা হয়। তবে, সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক 'ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট' নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের জন্য কেরাণীগঞ্জ ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক এর পাশে নোয়াদ্দা বাগের মৌজার ব্যক্তি মালিকাধীন ৫৮৬ শতক জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছ। তৎপ্রেক্ষিতে, জমি অধিগ্রহণ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকায় চলমান আছে।

৩। দ্বিতীয় পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স নির্মাণ বিষয়ক: পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স-২ নির্মাণের জন্য রাজউকের সম্প্রসারিত উত্তরা তৃতীয় পর্ব প্রকল্প এলাকায় ১৬/আই নং সেক্টরের ১ বিঘা আয়তনের ৩ নং প্রাতিষ্ঠানিক প্লটটি রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের অনুকূলে বরাদ্দ পেয়ে উহার মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন ও এতদসংক্রান্ত অন্যান্য সুবিধা সম্বলিত একটি আধুনিক বহুতল ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে স্থাপত্য নকশা ও ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান আছে।

৪। প্রধান কার্যালয় ভবন স্থানান্তরের নিমিত্ত জমির সংস্থান: প্রধান কার্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ করার জন্য রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে গণপূর্ত বিভাগের মালিকাধীন এফ-১৪/বি নং প্লটে ১০ কাঠা জমি ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বরাদ্দকৃত জমির মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। তবে উক্ত বরাদ্দকৃত জমি চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল হওয়ায় এফ-১৪/বি প্লটের সাথে পার্শ্ববর্তী এফ-১৪/এ/১ নম্বর (১০ কাঠার) প্লটটি বরাদ্দ গ্রহণের কার্যক্রম চলমান আছে।

৫। জনবল বৃদ্ধিকরণ: অধিদপ্তরের বিদ্যমান অর্গানোগ্রামে জনবল ১১৮৪ জন। নতুন আরও ৯৭৭ জনবলের অনুমোদন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে পাওয়া গেছে। উক্ত জনবলের বিষয়ে অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনগ্রহণসহ পরবর্তী কার্যক্রম সুরক্ষা সেবা বিভাগে চলমান আছে।

৬। ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট গঠন: 'ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী ওয়েলফোর ট্রাস্ট' গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

১। রোহিঙ্গা বিষয়ক : বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিজিবি, আনসার ও স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ হতে ৯টি ক্যাম্পে ৯৬টি ওয়ার্কস্টেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারী মিয়ানমারের নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) বায়োমেট্রিক্সসহ নিবন্ধন করা হয়।

২। মালয়েশিয়ায় পৃথক পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র স্থাপন : মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশিকে দ্রুততম সময়ে পাসপোর্ট সেবা প্রদান এবং কুয়ালালামপুরস্থ বাংলাদেশ মিশনকে এ সংক্রান্ত কাজে সহায়তা প্রদানের জন্য কুয়ালালামপুরে একটি পৃথক পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে যা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে।

চলমান প্রকল্পসমূহের বিবরণ:

১। **ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন প্রকল্প :** ২০১৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে জার্মানী এবং বাংলাদেশের মধ্যে ই-পাসপোর্ট বাস্তবায়নের বিষয়ে একটি এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় সরকারি অর্থায়নে ৪ **হাজার** ৬৩৫ কোটি ৯০ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৮ মেয়াদে 'ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন' শীর্ষক প্রকল্প ২১ জুন ২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। উল্লেখ্য আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO)-এর গাইডলাইন অনুযায়ী ০১ এপ্রিল ২০১০ তারিখে বাংলাদেশে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ও মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) প্রদান শুরু করা হয়। পরবর্তীতে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জন এবং সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ই-পাসপোর্ট প্রবর্তনের কার্যক্রম শুরু হয়।

ই-পাসপোর্টে একটি পলি কার্বোনেটেড ডাটা-পেইজ থাকে। ডাটা-পেইজে রক্ষিত মাইক্রো প্রসেসর চিপে পাসপোর্ট আবেদনকারীর সকল তথ্য, স্বাক্ষর, ছবি, চোখের কর্নিয়া এবং ফিঙ্গার প্রিন্ট সিল্ড অবস্থায় সুরক্ষিত থাকে বিধায় তা কোন ভাবেই পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এছাড়া, ডাটা-পেইজে ছবি, এম এল আই (মাল্টিপল লেজার ইমেজ), রয়েল বেঙ্গল টাইগারের জল ছবি এবং লেজার এলগ্রেড টেকনোলজিতে রঙ্গিন ছবি রয়েছে। পিকেডি (পাবলিক কি ডিরেক্টরি) পদ্ধতিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশ ই-পাসেপার্টের এনক্রিপশনের জন্য (প্রয়োজনীয় ফি পরিশোধ করে) International Civil Aviation Organization Public Key Director (ICAO PKD)-এর সদস্যপদ গ্রহণ করা হয়েছে । ৪৮ পাতা/৬৪ পাতা বিশিষ্ট ই-পাসপোর্টের মেয়াদ ৫ বছর /১০ বছর।

ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০ লক্ষ ই-পাসপোর্ট বুকলেট সরবরাহ, ই-পাসপোর্ট বুকলেট তৈরির নিমিত্ত একটি অ্যাসেম্বলি কারখানা স্থাপন, দেশের অভ্যন্তরে তিনটি বিমাবন্দর ও দুটি স্থলবন্দরে ৫০টি ই-গেইট স্থাপন, সকল সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার ও নেটওয়ার্কের বিষয়ে ১০ বছরের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ সেবা প্রদান, একটি নতুন স্বয়ংসম্পূর্ণ ডাটা সেন্টার ও একটি ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার স্থাপন, পার্সোনালাইজেশন সেন্টারে ই-পাসপোর্ট প্রিন্টের জন্য ৮টি প্রিন্টিং মেশিন স্থাপন, বাংলাদেশে ৭২টি পাসপোর্ট অফিস, ৭২টি এসবি/ডিএসবি অফিস, ২৭টি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট এবং বিদেশে ৮০টি মিশনে সকল প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট, সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার সরবরাহ ও নেটওয়ার্ক স্থাপন, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং বর্ণিত প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারিদের মধ্যে ১০০ জনকে জার্মানিতে দুই সপ্তাহব্যাপী হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার এর উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন/চলমান আছে।

২। **১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প: এই** প্রকল্পের আওতায় নাটোর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, নড়াইল, শেরপুর, গাইবান্ধা, বান্দরবান, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, ঝালকাঠি, লালমনিরহাট, জয়পুরহাট, কুড়িগ্রাম, খাগড়াছড়ি, নীলফামারী ও পিরোজপুর জেলায় ৮৭ কোটি ৩৫ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের সাথে আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, গাজীপুর যুক্ত করায় উক্ত প্রকল্পের শিরোনাম হয়েছে "**১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প**"।

এ পর্যন্ত সমাপ্ত প্রকল্প:

১। **৪টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প:** ২০১১ সালে যশোর, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ও চট্টগ্রাম এই ৪টি নিজস্ব ভবনের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। এই প্রকল্পের নির্মাণ ব্যায় ছিল ৩৫.৯৬ কোটি টাকা।

২। **১১টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প:** ২০১৪ সালে ১১টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। যার প্রাক্কলনব্যায় ৬৩.২০ কোটি টাকা। ঢাকা, সিলেট, বরিশাল, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ ও হবিগঞ্জ।

৩। **১৯টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প:** ২০১৭ সালে ১৯টি ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়। যার প্রকল্প ব্যায় ছিল ১৩১.৪২ কোটি টাকা। উত্তরা, যাত্রাবাড়ি, পটুয়াখালী, পাবনা, কুষ্টিয়া, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী, মৌলভীবাজার, দিনাজপুর, চট্টগ্রামের চাঁদগাও, ফেনী, চাঁদপুর, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, বগুড়া ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

৪। **পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প:** ২০১৯ সালে ৪১০১.২৮ লক্ষ টাকা ব্যায়ে পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়। ই-পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন সেন্টার, ডাটা সেন্টার, কুগলার মেশিনসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিস কক্ষ উক্ত ভবনে স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে সেখান থেকে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

৫। **১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প:** ২০২০ সালে ১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ১৬টি ভবনের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং তার প্রকল্প ব্যয় ১০৪.১৮ কোটি টাকা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭.১২.২০২০ তারিখে উক্ত প্রকল্পের ৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, নারায়ণগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা, বাগেরহাট, শরীয়তপুর এবং মাদারীপুর-এর নিজস্ব ভবনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৭.১২.২০২০ তারিখে ৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নতুন ভবন উদ্বোধন করেন।

৬। "ইন্ট্রোডাকশন অব মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ও মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি)" শীর্ষক প্রকল্প : ০১ এপ্রিল ২০১০ তারিখে শুরু হওয়া প্রকল্পটি ২৩ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত হয়। বাংলাদেশে এমআরপি ও এমআরভি প্রবর্তন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়ন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের অভ্যন্তরে ৬৪ জেলায় ৬৭টি বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ৬৫টি বাংলাদেশ মিশন ও ৭০টি এসবি/ডিএসবি অফিসে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন করে এমআরপি ও এমআরভি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে একটি আধুনিক ডাটা সেন্টার, পার্সোনালাইজেশন সেন্টার ও যশোরে একটি আপদকালীন ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে ।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ): প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির চালুর পর ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর থেকে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন করে আসছে। এর ধারাবাহিকতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করে তা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে কৌশলগত উদ্দেশ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কর্মসম্পাদন সূচক হলো অধিদপ্তরের আওতাধীন দেশের অভ্যন্তরীণ অফিসসমূহে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালুকরণ ও '১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের ভবন নির্মাণ' প্রকল্পের আওতায় উক্ত অফিস ভবন গুলোর নির্মাণ কাজ সম্পন্নকরণ। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ৩২টি কার্যক্রমের শতভাগ অর্জন হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান)

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে ৮ সদস্য বিশিষ্ট এপিএ টিমগঠন করা হয়েছে এবং ১ জনকর্মকর্তাকে এপিএ ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, প্রশিক্ষণ কারিকুলামে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। গত ২৭ জুন ২০২১খ্রি: তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সাথে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের চুক্তি সম্পাদন করে চুক্তির অনুলিপি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। বিভাগীয় অফিসসমূহের সাথে গত ২৩ জুন ২০২১ খ্রি: তারিখ ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।

(২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান)

শুদ্ধাচার পুরস্কার অর্জন ও পুরস্কার প্রদান: শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে ০১ জুলাই ২০১৬ তারিখ থেকে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করেছে। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কারিকুলামে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং উক্ত কমিটির মাধ্যমে ৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ূব চৌধূরী, এসজিপি, পিবিজিএমএস, এসডিসি, পিএসসি, মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর-কে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

ইনোভেশন:

২০২০-২০২১ অর্থবছরে গৃহিত ২টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে

ক) হেল্পলাইন (কল সেন্টার) চালুকরণ: টেন্ডার প্রক্রিয়া চলমান আছে;

খ) মোবাইল এনরোলমেন্ট ইউনিট চালু: ১টি অফিসে বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং ২০টি অফিসে মোবাইল এনরোলমেন্ট ইউনিট চালুর লক্ষ্যে সরঞ্জামাদি প্রেরণ করা হয়েছে।

উত্তমচর্চা:

নং	উত্তমচর্চা	বিবরণ
১.	**প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিকট কম সময়ে পাসপোর্ট প্রেরণ :**	কূটনৈতিক ব্যাগের মাধ্যমে বিদেশে পাসপোর্ট প্রেরণের ক্ষেত্রে পূর্বে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হতো। এ সমস্যা সমাধানকল্পে ০২ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি: তারিখ থেকে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বিদেশে পাসপোর্ট প্রেরণ করা হচ্ছে। এতে সময় লাগছে ২ থেকে ৫ দিন। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিগণ বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছেন। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ১২ লক্ষ ২৯ হাজার ৯ শত ৮টি এমআরপি এ ব্যবস্থায় বিদেশে প্রেরণ করা হয়েছে।
২.	**অনলাইনে পাসপোর্ট ফি গ্রহণ**	পাসপোর্ট ফি জমা প্রদানের ক্ষেত্রে সেবাপ্রার্থীদের হয়রানি রোধকল্পে সোনালী ব্যাংকের পাশাপাশি ঢাকা ব্যাংক, ট্রাস্ট ব্যাংক, ওয়ান ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক এবং ব্যাংক এশিয়ার মাধ্যমে অনলাইনে পাসপোর্ট ফি জমা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে জনগণের হয়রানি লাঘব হয়েছে এবং ফি সংক্রান্ত জালিয়াতি রোধ করা সম্ভব হয়েছে।
৩.	**মুক্তিযোদ্ধা, বৃদ্ধ এবং প্রতিবন্ধী সেবা প্রার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা :**	বিভাগীয় এবং আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসসমূহে বীর মুক্তিযোদ্ধা, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও প্রতিবন্ধী সেবা প্রার্থীদের জন্য অফিসের নীচতলায় পৃথক কাউন্টারের ব্যবস্থাসহ হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে উক্ত ক্যাটাগরির সেবাপ্রার্থীগণ সহজে পাসপোর্টের এনরোলমেন্ট সম্পন্ন করতে পারছেন।
৪.	**অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদন জমাকরণ :**	পাসপোর্ট সেবাপ্রার্থীগণ এখন অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদন দাখিল করতে পারেন। এতে ভুল হওয়ার সুযোগ কম থাকে এবং সময়ক্ষেপণও কম হয়।

নং	উত্তমচর্চা	বিবরণ
৫.	**গণশুনানি আয়োজন :**	প্রতিটি বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে সপ্তাহে অন্তত: ০১ দিন গণশুনানি আয়োজন করা হচ্ছে। গণশুনানির মাধ্যমে সেবাপ্রার্থীদের বিভিন্ন অভিযোগ ও সমস্যা সমাধানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।
৬.	**হেল্প ডেস্ক স্থাপন :**	প্রতিটি বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে হেল্প ডেস্ক চালু করা হয়েছে। হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে পাসপোর্ট সেবাপ্রার্থীগণকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।
৭.	**মোবাইল এসএমএস সার্ভিস :**	পাসপোর্টে আবেদনকারীগণ ২৬৯৬৯ নম্বরে এসএমএস করে আবেদনপত্রের অবস্থান এবং পাসপোর্ট ইস্যু সংক্রান্ত তথ্য সম্পর্কে জানতে পারেন। এছাড়া, পাসপোর্ট ইস্যুর কার্যক্রম সম্পন্ন হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেবাপ্রার্থীর মোবাইলে এসএমএস করা হয়।
৮.	**ওয়েবসাইটে এমআরপি/এমআরভি অনুসন্ধান :**	পাসপোর্ট ও ভিসা সেবাপ্রার্থীগণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট ভিজিট করে আবেদন পত্রের অবস্থান এবং পাসপোর্ট/ভিসা ইস্যু সংক্রান্ত তথ্যাদি জানতে পারেন। এর ফলে এতদসংক্রান্ত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৯.	**ফেইসবুক পেইজের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান :**	প্রতিটি বিভাগীয় এবং আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের ফেইসবুক পেইজ চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পাসপোর্ট ও ভিসা সংক্রান্ত সমস্যাবলি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ সহজে অবহিত হয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন।
১০.	**মোবাইল টিমের মাধ্যমে ভিভিআইপি ও গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তিবর্গের এনরোলমেন্ট সম্পন্নকরণ :**	বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, আগারগাঁও, ঢাকা হতে মোবাইল টিম প্রেরণের মাধ্যমে ভিভিআইপি ও গুরুতর অসুস্থ সেবা প্রার্থীদের আবেদন গ্রহণসহ প্রি ও বায়ো এনরোলমেন্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। ফলে ভিভিআইপিগণ ও অসুস্থ ব্যক্তিগণ অফিসে না এসে পাসপোর্ট সেবা গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছেন।
১১.	**ই-কিউ ব্যবস্থা চালুকরণ :**	ভিসা সেবাপ্রার্থীগণকে মানসম্মত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের ই-কিউ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ই-টোকেনের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল পরিবেশে ভিসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। কয়েকটি বিভাগীয় /আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে ই-কিউ ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে। এতে সেবা প্রার্থীগণের ভোগান্তি ও হয়রানি লাঘব হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল বিভাগীয় অফিসে ই-কিউ ব্যবস্থা চালু করা হবে।
১২.	**ওয়েটিং রুম স্থাপন :**	সকল বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে আগত সেবা প্রার্থীদের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রসহ পৃথক ওয়েটিং রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওয়েটিং রুমে স্থাপিত টিভির মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণে নির্মিত বিশেষ নাটিকা নিয়মিত প্রচার করা হয়ে থাকে। এতে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নং	উত্তমচর্চা	বিবরণ
১৩.	**সাপোর্ট সেল স্থাপন :**	প্রধান কার্যালয়ে সাপোর্ট সেল স্থাপন করা হয়েছে। সপ্তাহের প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা নেটওয়ার্ক কন্ট্রোল টিম ও সাপোর্ট সেলের মাধ্যমে অনলাইনে দেশে ৬৯টি অফিসে ও বিদেশস্থ ৭২টি বাংলাদেশ মিশনে এমআরপি ও এমআরভি কার্যক্রমে কারিগরি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে স্কাইপি ও ভাইবারও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।
১৪.	**আইপি ফোনের মাধ্যমে দাপ্তরিক যোগাযোগের ব্যবস্থা :**	আইপি (ইন্টারনেট প্রটোকল) ফোনের মাধ্যমে সকল বিভাগীয় ও আঞ্চলিক অফিসের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে অধীন মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের কার্যক্রম তদারকি করা সহজতর হয়েছে এবং অফিসে কর্মকর্তা/কর্মচারিদের যথাসময়ে হাজিরা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।
১৫.	**হজ্বযাত্রীদের জরুরি পাসপোর্ট সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষ বুথ স্থাপন :**	২০২০ সালে পবিত্র হজ্বে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জরুরিভিত্তিতে পাসপোর্ট প্রদানের লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ে বিশেষ সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এ কেন্দ্র হতে জরুরিভিত্তিতে পাসপোর্ট বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।
১৬.	**পানির ব্যবস্থা, শিশুদের ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার ও নামাজের কক্ষ স্থাপন :**	বিভিন্ন বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে সেবা গ্রহীতাদের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা, শিশুদের ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার ও নামাজের কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে।

নির্বাচনী ইশতেহার:

ক্র.	নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখিত পরিকল্পনা	মন্তব্য
১.	ই-পাসপোর্ট চালুকরণ	২২ শে জানুয়ারি ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ই-পাসপোর্ট উদ্ভোবনের পর দেশের অভ্যন্তরে ৭০টি অফিস ধাপে ধাপে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
২.	ই-ভিসা চালুকরণ	ডিপিপি প্রণয়নের নিমিত্ত ৩টি বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব যাচাই করা হচ্ছে।
৩.	একটি আধুনিক, প্রযুক্তি নির্ভর, দক্ষ, দুর্নীতি মুক্ত, দেশপ্রেমিক গণমুখী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ অব্যাহত রাখা।	ক) আধুনিক ও বিশেষায়িত প্রশিক্ষন কেন্দ্র নির্মাণ: এজন্য কেরানীগঞ্জে ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক এর পাশে নোয়াদ্দা বাগৈর মৌজার ব্যক্তি মালিকাধীন ৫৮৬ (পাঁচশত ছিয়াশী) শতক জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে তৎপ্রেক্ষিতে, জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকায় চলমান আছে।

		খ) জনবল বৃদ্ধি: প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রাম (৯৭৭ নতুন জনবল বৃদ্ধি) বাস্তবায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেছে, পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গ) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এর স্বতন্ত্র ভবন নির্মাণ: এজন্য রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে গণপূর্ত বিভাগের মালিকাধীন এফ-১৪/বি নং প্লটে ১০ কাঠা জমি ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বরাদ্দকৃত জমির মূল্য ০৮.০৬.২০২১ তারিখে পরিশোধ করা হয়েছে। তবে উক্ত বরাদ্দকৃত জমি চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল হওয়ায় এফ-১৪/বি প্লটের সাথে পার্শ্ববর্তী এফ-১৪/এ/১ নম্বর (১০ কাঠার) প্লটটি বরাদ্দ গ্রহণের পরবর্তী কার্যক্রম চলমান আছে।
৪.	নিশ্চিত করা হবে প্রশাসনের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায় পরায়ণতা এবং সেবা পরায়ণতা। প্রশাসনের দায়িত্ব হবে নির্ধারিত নীতিমালা ও নির্বাহী নির্দেশাবলি বাস্তবায়ন।	ক) ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে সব ধরনের ক্রয়কার্য সম্পাদন করা হচ্ছে। খ) অনলাইন Client satisfaction Register কার্যক্রম চলমান আছে। গ) অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
৫.	নিয়ামানুবর্তীতা এবং জনগনের সেবক হিসেবে প্রশাসনকে গড়ে তোলার কাজ অগ্রসর করে নেয়া হবে।	ক) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ই-হাজিরার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। খ) মোটিভেশন ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বছরে ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
৬.	সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা, দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং সর্বপ্রকার হয়রানির অবসান ঘটানোর কাজ অব্যাহত থাকবে। বিশেষভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নানাস্তর কঠোরভাবে সংকুচিত করা হবে।	ক) ই-ফাইলিং কার্যক্রমের গতিশীলতা আনয়ন করা হয়েছে। প্রায় ৮০% নথি ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। খ)প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, নতুন অর্গানোগ্রাম এর সাথে বাস্তবায়িত হবে। গ) হট লাইন স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে।
৭.	সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার গড়ে তোলা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হবে।	ক) সকল বিভাগী পাসপোর্ট ও ভিসা অফিসে ডে-কেয়ার সেন্টার গড়ে তোলা হবে। ইতোমধ্যে প্রধান কার্যালয়, আগারগাঁও, ঢাকায় ডে-কেয়ার সেন্টার গড়ে স্থাপন করা হয়েছে। খ) কয়েকটি পাসপোর্ট অফিসে মাতৃদুগ্ধ পান কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। অবশিষ্ট অফিসগুলোতে মাতৃদুগ্ধ পান কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা:

Eight Five Year Plan (FY2021-2025)

Targets, Activities and Indicative Costs

Ministry/Division: Security Services Division

Sl. No.	Name of the Activities (Policy/program/project/action)	Policy/program/project/action wise indicative cost (Lakh BDT at FY2019-2020 Prices)	Linked to	
			SDGs Target	BDT 2100 Measures
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Department of Immigration & Passports				
List of New Project Included in the ADP for 2019-2020				
1.	Introduction of E-Visa & E-TP in Bangladesh			-
List of new project				
2.	Establishment of Immigration & Passport training academy for skill development and enhancement of professional knowledge of DIP employees.			
3.	Construction of a separate building for head office			
4.	Construction of separate building for each divisional office to provide visa service to foreigners and controlling, monitoring & supervising regional Passport offices, Visa cell & Immigration check posts under the division.			
5.	Construction of a separate building for disaster recovery center in Joshore.			
6.	Establishment of additional offices (Four in Dhaka and one in each of the rest of the metropolitan areas/city corporations) for ensuring better & hassle free service.			
7.	Providing application receiving service to Hospitalized Patients & Senior Citizens in each district by mobile enrollment unit.			
8.	Construction of a separate building for passport booklet assembly line in Dhaka			
9.	Establish new offices in rest of the visa cell & Immigration Check posts.			
10.	Establishment of a well trained & professionally sound enforcement unit for inspection and verification of the legality and validity of visa issued to the			

	foreigners during their stay in Bangladesh.			

Eight Five Year Plan (FY2021-2025)

8FYP Implementation Progress Monitoring Indicators
(To be used in Development Results Framework)

Ministry/Division: Security Services Division

Sl. No.	8FPY target to attain	input indicators (program/project/action/resources, etc)	Output indicators (SMART*)	Impact indicators(if any)
1.	Construction 17 regional passport offices	Construction 17 regional passport offices.	17 Regional passport offices are constructed.	People will get prompt support
3.	Construction 16 regional passport offices	Construction 16 regional passport offices	16 Regional passport office are constructed.	People will get prompt support
4.	E-Passport and Automated Border Control Management	Introduction of e-passport and Automated Border Control Management System.	e-passport and Automated Border Control Management are introduced	People will get prompt support
5.	E-Visa & E-TP	Introduction of E-Visa & E-TP in Bangladesh.	E-Visa & E-TP are introduced	People will get prompt support
6.	Establishment of Immigration & Passport training academy	Construction of academic building, hostels, administrative building and other facilities.	A modern training academy is established.	DIP employees will develop skill and professional knowledge.

7.	Construction of a separate building for head office	Separate building for Head office to be constructed	Separate building for Head office is constructed	Strengthening functionality of DIP Head office
8.	Construction of separate building for each divisional office to provide visa service to foreigners and controlling, monitoring & supervising regional Passport offices, Visa cell & Immigration check posts under the division.	Separate building for each divisional office to be constructed	Separate building for each divisional office is constructed	People will get smooth & better service.
9.	Construction of a separate building for disaster recovery center in Joshore.	A separate building for disaster recovery center to constructed.	A building for disaster recovery center is constructed.	Data security will be ensured.
10.	Establishment additional offices (Four in Dhaka and one in each of the rest of the metropolitan areas/city corporations) for ensuring better & hassle free service.	Four in Dhaka and one in each of the rest of the metropolitan areas/City corporations to be established.	Four in Dhaka and one in each of the rest of the metropolitan areas/City corporations are established.	People will get smooth & better service.
11.	Providing application receiving service to Hospitalized Patients & Senior Citizens in each district by mobile enrollment unit.	Procurement of equipments and vehicles for mobile unit for each district offices.	Procurement of equipments and vehicles for mobile unit for 64 district offices are done.	People will get prompt service
12.	Construction of a separate building for passport assembly line in Dhaka.	A separate building for passport assembly line to be constructed.	A separate building for passport assembly line is constructed	Efficient passport production management.

13.	Establish new offices in rest of the visa cell & Immigration Check posts.	New offices in rest of the visa cell & Immigration Check posts to be established.	New offices in rest of the visa cell & Immigration Check posts is established.	People will get smooth & better service.
14.	Establishment of a well trained & professionally sound enforcement unit for inspection and verification of the legality and validity of visa issued to the foreigners during their stay in Bangladesh.	A enforcement unit for inspection and verification of the legality and validity of visa to be established.	A enforcement unit for inspection and verification of the legality and validity of visa is established.	National Security is ensured.

অধিদপ্তরের ভবিষ্যত পরিকল্পনা: নতুন অর্গানোগ্রাম বাস্তবায়ন, আধুনিক প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউট নির্মাণ, সর্বাধুনিক সুবিধা সম্বলিত পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স-২ নির্মাণ, কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন, ইলেকট্রনিক ভিসা (ই-ভিসা) ও ইলেকট্রনিক ট্রাভেল পারমিট (ই-টি.পি) প্রবর্তনসহ ই-পাসপোর্ট ও ই-গেইটের কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে বাংলাদেশ পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন সেবা-কে বিশ্বমানে উন্নীতকরণ ।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

“মাদক বিষয়ে হই সচেতন,
বাঁচাই প্রজন্ম, বাঁচাই জীবন।”

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

পটভূমি : স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ খ্রি:-এ দেশকে একটি উন্নত দেশে রূপান্তরের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। উন্নত দেশ বিনির্মাণে মাদকমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা একটি অন্যতম নির্ণায়ক। অবৈধ মাদকের ছোবল থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার লক্ষ্যে মাদক অপরাধীদের বিরুদ্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছেন এবং ইতোমধ্যে একটি অ্যাকশন প্লান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদক নিয়ন্ত্রণে এদেশে নোডাল এজেন্সি হিসেবে কাজ করছে।

ক্রমবিকাশ :

১৮৫৭: আফিম ব্যবসাকে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে এনে প্রথম আফিম আইন প্রবর্তন করা হয়;

১৮৭৮: আফিম আইন সংশোধন করে আফিম ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়;

১৯০৯: বেঙ্গল এক্সাইজ অ্যাক্ট প্রণয়ন ও বেঙ্গল এক্সাইজ ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়;

১৯৩০: The Dangerous Drug Act 1930 প্রণয়ন করা হয়;

১৯৩২: The Opium Smoking Act 1932 প্রণয়ন করা হয়;

১৯৩৯: The Dangerous Drug Rules 1939 প্রণয়ন করা হয়;

ষাটের দশকে বেঙ্গল এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টকে এক্সাইজ অ্যান্ড ট্যাক্সেশন ডিপার্টমেন্ট হিসেবে নামকরণ করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়;

১৯৭৬: এক্সাইজ অ্যান্ড ট্যাক্সেশন ডিপার্টমেন্টকে পুনর্বিন্যাসকরণের মাধ্যমে নারকটিকস অ্যান্ড লিকার পরিদপ্তর নামে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে ন্যস্ত করা হয়;

১৯৮৯: বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধ, মাদকের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জনসচেতনতার বিকাশ এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনকল্পে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ জারি করা হয়;

১৯৯০: ২ জানুয়ারি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ প্রণয়ন করা হয় এবং নারকটিকস অ্যান্ড লিকার পরিদপ্তরের স্থলে একই বছর তৎকালীন রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের অধীনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়;

১৯৯১: ৯ সেপ্টেম্বর অধিদপ্তরকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়;

২০১৭: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগে অধিদপ্তরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়;

২০১৮: বর্তমান সরকার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নতুন আইনে মাদক ব্যবসায়ীর পৃষ্ঠপোষকদের শাস্তির বিধানসহ ইয়াবা ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয় যা ২৭ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে।

২০১৯: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে কর্মরত ১০ম গ্রেড ও তদনিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রেশন সামগ্রী প্রদানের লক্ষ্যে "মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে কর্মরত ১০ম গ্রেড ও তদনিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রেশন নীতিমালা-২০১৯" প্রণয়ন করা হয়েছে।

২০১৯: বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, ২০১৮-এ প্রতিটি জেলায় বেসরকারি মাদকসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন এবং কেন্দ্রসমূহকে অনুদান প্রদানের বিষয়টি অর্ন্তভূক্ত রয়েছে। সে মোতাবেক বেসরকারি মাদকসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য "বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯" প্রণয়ন করা হয়েছে।

২০২০: মাদক অপরাধের মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি এবং পূর্বের আইনে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনকল্পে মাদকদ্রব্য অপরাধসমূহ ট্রাইব্যুনালের পরিবর্তে অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী 'এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত' কর্তৃক বিচার্য হবার প্রবিশন রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ সংশোধন করে 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে।

২০২১: সিপাই হতে অতিরিক্ত পরিচালক পর্যন্ত সবার জন্য ইউনিফর্মের বিধান রেখে "মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (কর্মচারীদের পোশাক ও সামগ্রীর প্রাধিকার) বিধিমালা-২০২১" প্রণয়ন করা হয়েছে যা ২৩ মে ২০২১ তারিখ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

রূপকল্প (Vision): মাদকাসক্তি মুক্ত বাংলাদেশ গড়া।

অভিলক্ষ্য (Mission): দেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধে এনফোর্সমেন্ট ও আইনি কার্যক্রম জোরদার, মাদকবিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে দেশে মাদকের অপব্যবহার কমিয়ে আনা।

কার্যাবলি (Functions):

১. বুলেটিন, স্যুভেনির ও বার্ষিক ড্রাগ রিপোর্ট নিয়মিত প্রকাশকরণ;
২. মাদকবিরোধী প্রচারণা, লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ;
৩. মাদকবিরোধী শর্ট ফিল্ম তৈরি ও প্রদর্শন;
৪. ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ায় মাদকবিরোধী আলোচনা ও প্রচার সম্প্রসারণ;
৫. শিক্ষা কারিকুলামে মাদক সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ;
৬. মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও তদূর্ধ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
৭. কারাগারসমূহে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
৮. মাদক পাচার প্রতিরোধে অভিযান পরিচালনা ও নিয়মিত মামলা রুজুকরণ;
৯. ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মাদক ব্যবসায়ীদের তালিকা হালনাগাদকরণ;
১০. বিভাগীয় পর্যায়ে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন;
১১. ইউনিভার্সেল ট্রিটমেন্ট কারিকুলাম অনুযায়ী চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ, কাউন্সিলর ও মনোবিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

১২. সকল জেলায় বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন;
১৩. দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান;
১৪. ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/উন্নয়ন; এবং
১৫. প্রিকারসর কেমিক্যালসহ অন্যান্য লাইসেন্সিদের সেবা প্রদান।

জনবল (সর্বশেষ অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী) :

ক্রম	গ্রেড	মঞ্জুরিকৃত জনবল	কর্মরত জনবল	শূন্যপদ
১	১ম-৯ম	৩০৮	১১৪	১৯৪
২	১০ম	২৯৭	১৬১	১৩৬
৩	১১তম-১৬তম	২১৪৩	৯৫৬	১১৮৭
৪	১৭তম-২০তম	৩১১	১০০	২১১
	মোট =	৩০৫৯	১৩৩১	১৭২৮

মাঠ পর্যায়ের অফিস :

অফিসের নাম	২০১৫ সালের সাংগঠনিক কাঠামো	২০১৯ সালে পুনর্গঠিত সাংগঠনিক কাঠামো
জেলা কার্যালয়	৬৪টি জেলায় (১৩টি জেলায় অফিস প্রধান উপপরিচালক এবং ৫১টি জেলায় সহকারী পরিচালক)	৬৪টি জেলায় উপপরিচালক অফিস প্রধান
মেট্রো কার্যালয়	২টি (ঢাকা ও চট্টগ্রাম)	৪টি (ঢাকা-২ ও চট্টগ্রাম-২)
বিভাগীয় কার্যালয়	৬টি (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট)	৮টি (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ)
বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়	৬টি (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট)	৮টি (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ)
কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার	১টি	১টি
রাসায়নিক পরীক্ষাগার	-	৭টি
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	১টি (৪০ বেড)	১টি (১২৪ বেড)
বিভাগীয় নিরাময় কেন্দ্র	৪টি	৭টি
সমুদ্রবন্দর	২টি	২টি
স্থলবন্দর	১টি	১টি
বিমানবন্দর	১টি	২টি

বর্তমান সকারের আমলে অধিদপ্তরের অর্জন (২০০৯ ও ২০২১ এর তুলনামূলক চিত্র) :

ক্রম	বিবরণ	২০০৯ খ্রিস্টাব্দ	২০২১ খ্রিস্টাব্দ
১.	জনবল বৃদ্ধি	১২৭৭ জন	৩০৫৯ জন
২.	অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, লজিস্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধি	যানবাহন-৫১টি ও কম্পিউটার সামগ্রি অপ্রতুল	• যানবাহন- ১০২টি • কম্পিউটার- ৩৬৮টি • ল্যাপটপ-১৭টি

			• ড্রাগ ডিটেকটিং মেশিন- ১৩টি • ওয়াকিটকি সেট-৩৮৮টি • কার মোবাইল সেট-৪৫টি • রিপিটার-৭৪টি • টাওয়ার-০৪টি • ফটোকপি মেশিন-১০৪টি
৩.	সামগ্রিক তথ্যের ডাটাবেজ তৈরি	ছিল না	• অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদেয় সেবাসমূহকে অনলাইনে প্রদানসহ মাদক অপরাধীদের ডাটাবেজ সংরক্ষণ করা হচ্ছে। • "I Dreamt it" নামক চলমান প্রকল্পের মধ্যমে ৩৭টি সেবা সহজীকরণ করা হয়েছে।
৪.	অধিদপ্তরের অফিস স্থাপন	৩৯টি	১০৬টি (টেকনাফে ১টি বিশেষ জোনসহ)
৫.	ড্রাগ এডিকশন প্রফেশনালদের দক্ষতা বৃদ্ধি	ছিল না	• এডিকশন প্রফেশনালদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মাদকদ্রব্য ব্যবহার, রোগ ও চিকিৎসা বিষয়ের উপর জানুয়ারি, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২১ পর্যন্ত মোট ১ হাজার ৮৩৮ জনকে ইকো প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
৬.	মাদকবিরোধী প্রচারণা		
	মাদকবিরোধী পোস্টার তৈরি ও বিতরণ	১০৪,৪৫০টি	---
	লিফলেট বিতরণ	১৫,২০০টি	১১৮,০০,০০০ট
	স্টিকার বিতরণ	১৩,৯৫০টি	১০,০০০টি
	সভা/সেমিনার	৬,৪৮৬টি	৩,৬৬৪টি
	স্যুভেনির প্রকাশ ও বিতরণ	১৫০০	৩০০০টি
	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন	৫,৯৭৯টি	১৭৮টি
	মাদকবিরোধী এ্যাম্বুশ PVC পোস্টার	---	৩২৭৭৫টি
	ডিসপ্লে স্ট্যান্ড	---	৩,৭৭৩টি
	কলেজ ও স্কুলে মাদকবিরোধী শ্রেণি বক্তৃতা	---	৩১৭২টি
	হ্যান্ড সেনিটাইজার	---	১,০০,০০০টি
	কারাগারে মাদকবিরোধী প্রচারণা	---	১৮৬টি
	ভলান্টিয়ার টিম গঠন	---	১৬৮টি
	মাদকবিরোধী টকশো	---	২৪টি
	প্রিন্ট মিডিয়ায় মাদকবিরোধী বিজ্ঞাপন প্রদান	---	১৮টি

৭.	ফেসবুক পেস ও ইউটিউব ইত্যাদির মাধ্যমে মাদকবিরোধী প্রচারণা	ছিল না	সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ও ইউটিউব এবং কিয়স্ক, এলইডি বিলবোর্ড, টিভি, ওয়েবিনার ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিপুলসংখ্যক মানুষ মাদক সচেতনতার আওতাভুক্ত হয়েছেন। বর্তমানে অধিদপ্তরের ফেসবুক পেজের ফলোয়ারের সংখ্যা ১ লক্ষ ২৫ হাজার ২১৩ এবং লাইক এর সংখ্যা ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৬৪১টি
৮.	হটলাইন সেবা	ছিল না	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সেবাসমূহ সম্পর্কে পরামর্শ/অভিযোগ/মতামত প্রদানে একটি হটলাইন নম্বর (০১৯০৮-৮৮৮৮৮৮) স্থাপন করা হয়েছে। ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত এ নম্বরে ১১৬০টি কল এসেছে।
৯.	অবকাঠামোগত উন্নয়ন	প্রধান কার্যালয় ভাড়াকৃত ভবনে (রমনা, বোরাক টাওয়ার) পরিচালিত হয়েছিল। এছাড়া বিভাগীয় কার্যালয়সমূহও ভাড়াকৃত বাড়িতে পরিচালতি হয়ে আসছিল	প্রধান কার্যালয়ের বহুতল ভবন এবং ০৫টি বিভাগীয় শহরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিজেস্ব অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।
১০.	রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপন	১টি	ঢাকা ও চট্টগ্রামে রাসায়নিক পরীক্ষাগারে কার্যক্রম চলছে। এছাড়া বরিশাল, রাজশাহী ও সিলেটে ভবন নির্মাণ প্রকল্প ২০২২ সালে সমাপ্ত হবে।
১১.	মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন	---	কক্সবাজারে জমি অধিগ্রহণের উদ্দ্যেশে ১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
১২.	বাজেট বরাদ্দ	১৮,৯৪,৯৬,০০০/-	১৯৫,১৪,৯১,০০০/-
১৩.	আদায়কৃত রাজস্ব	৫৩,৫৮,০০,৪০২/-	লাইসেন্স, পারমিট, মাদকশুল্ক ও বিবিধ খাত থেকে আদায়কৃত রাজস্ব ৭৮,৬৫,৩০,০০০/-
১৪.	আইন বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন	পূর্বে এক্সাইজ ম্যানুয়াল প্রভিশন রুলস ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ কার্যকর ছিল।	• মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ সংশোধন করে ‘মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০’ প্রণয়ন করা হয়েছে। **প্রণীত বিধিমালা ও নীতিমালা** : • “বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯” ২০২০: • “মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (কর্মচারীদের পোশাক ও সামগ্রীর প্রাধিকার) বিধিমালা-২০২১” • “মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে কর্মরত ১০ম গ্রেড ও তদনিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রেশন নীতিমালা-২০১৯”

			‘মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০’ এর ৬৮(২) ধারার বিধান মোতাবেক নিম্নবর্ণিত খসড়া বিধিমালাসমূহ প্রণয়ন করে চূড়ান্ত করণের জন্য মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন রয়েছে : • ১. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা-২০২১। • ২. আটক ও জব্দকৃত বস্তু সংরক্ষণ ও নিষ্পত্তি বিধিমালা-২০২১। • ৩. লাইসেন্স ও পারমিট ফিস এবং মাদকশুল্ক বিধিমালা-২০২১। • ৪. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল) বিধিমালা, ২০২১। • ৫. ডোপ টেস্ট বিধিমালা, ২০২১ প্রণয়ন। • এছাড়া, (ক) বেসরকারি মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার সংশোধিত বিধিমালা ২০২১ এবং (খ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতিত) বিধিমালা, ২০২১ প্রণয়ন র্কাযক্রম চলমান।
১৫.	ডোপটেস্ট ব্যবস্থা প্রবর্তণ	ছিল না	উচ্চ শিক্ষাঙ্গণ/ক্রীড়াঙ্গণে ভর্তি এবং সকল চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ধারা-২৪/৪ মোতাবেক বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ডোপটেস্ট চালু করা হয়েছে।
১৬.	প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ	ছিল না	অধিদপ্তরের নিজস্ব প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের ডিপিপি প্রণয়নের লক্ষ্যে কুষ্টিয়া জেলার সদর উপজেলায় ২০.৩৪৮০ একর জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। জমি অধিগ্রহণের জন্য ০৮.০৩.২০২১ তারিখ জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া’র অনুকূলে ২৩,৫৭,০০,০০০/- টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান।
১৭.	সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	১টি (৫৫ বেড)	১টি (১২৪ বেড)
১৮.	সরকারি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	৩ হাজার ৭৯৩ জন	১৮ হাজার ২০ জন
১৯.	মাসকাসক্ত পথশিশুদের চিকিৎসা সেবা	ছিল না	২০২০-২১ অর্থবছরে ৭০ পথশিশুকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।
২০.	বেসরকারী মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের বেড সংখ্যা।	বেসরকারি পর্যায়ে ৩৭টি মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনার	বেসরকারি পর্যায়ে ৩৬৫টি মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, যেগুলোর মোট বেড সংখ্যা ৪ হাজার ৭০১টি

		লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, যেগুলোর মোট বেড সংখ্যা ৫৮০টি	
২১.	মাদক মামলায় দ্রুত বিচার নিশ্চিতকল্পে আদালা আদালত গঠন।	ছিল না	মাদক অপরাধের মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি এবং পূর্বের আইনে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনকল্পে মাদকদ্রব্য অপরাধসমূহ ট্রাইব্যুনালের পরিবর্তে অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী 'এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত' কর্তৃক বিচার্য হবার প্রবিশন রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ সংশোধন করে 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে।
২২.	মাদকের অপব্যবহার রোধকল্পে কমিটি।	মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সভাপতিত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড ছিল।	মাদকদ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ, সরবরাহ ও চাহিদাহ্রাস, অপব্যবহার ও চোরাচালান প্রতিরোধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধনী) আইন, ২০২০ এর ৬৩ (১) ধারা মোতাবেক (ক) মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটি; (খ) সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ এর সভাপতিত্বে জাতীয় মাদকবিরোধী কমিটি; (গ) জেলা প্রশাসক এর সভাপতিত্বে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটি; এবং (ঘ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার-এর সভাপতিত্বে উপজেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিগুলোর নিয়মিত সভা হচ্ছে।
২৩.	উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের পরিমান :		

মামলা	৭৭৬৪	১,৭১,৩৩টি
আসামী	৭৯৬৬	১৬,২৫৪ জন
ইয়াবা	৪০৫১ পিস	২৭,৯১,৩৯১ পিস
হেরোইন	২১.১৮৯ কেজি	১১.৮৮২ কেজি
কোকেন	০.১৫ কেজি	--
গাঁজা	২১০১.০১৯ কেজি	৩৮১৫.৭৭ কেজি
গাঁজা (গাছ)	৫০৬ টি	৭২০ টি
ফেন্সিডিল	৫৮৬৭৫ বোতল	৩২,০২০ বোতল
ফেন্সিডিল	১৭৩.৭ লিটার	১৮.৮০৮ লিটার
ইনজেকটিং ড্রাগ	১৮৬৯২ এ্যাম্পুল	২৪,৬৩৫ অ্যাম্পুল
বিদেশী মদ	৪৭৪৬ বোতল	১৮০৬ বোতল

বিধিমালা প্রণয়ন :

‘মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০’ এর ৬৮(২) ধারার বিধান মোতাবেক নিম্নবর্ণিত বিধিমালাসমূহের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে :

১. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা-২০২১।
২. আটক ও জব্দকৃত বস্তু সংরক্ষণ ও নিষ্পত্তি বিধিমালা-২০২১।
৩. লাইসেন্স ও পারমিট ফিস এবং মাদকশুল্ক বিধিমালা-২০২১।
৪. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল) বিধিমালা, ২০২১।
৫. ডোপ টেস্ট বিধিমালা, ২০২১ প্রণয়ন।

এছাড়া, (ক) বেসরকারি মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার সংশোধিত বিধিমালা ২০২১ এবং (খ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতিত) বিধিমালা, ২০২১ প্রণয়ন র্কাযক্রম চলমান।

প্রশিক্ষণ :

গ্রেড	প্রশিক্ষণার্থী	মোট
১ম-৯ম	**১১৪ জন**	**১১৪ জন**
১০ম	১৬১ জন	১৬১ **জন**
১১তম-১৬তম	৯৫৬ জন	৯৫৬ **জন**
১৭তম-২০তম	১০০ জন	১০০ **জন**
মোট	**১৩৩১ জন**	**১৩৩১ জন**

২৮ জুন ২০২১ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে আয়োজিত ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

১৪ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে সেবা সহজিকরণের সক্ষমতাবৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ।

২৩ নভেম্বর ২০২০ অনুষ্ঠিত "আইন ও বিধিবিধান অবহিতকরণ এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ।

০৯-১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৮তম ইকো প্রশিক্ষণ।

রাজস্ব আদায় : লাইসেন্স, পারমিট, মাদকশুল্ক ও বিবিধ খাত থেকে আদায়কৃত রাজস্ব :

	২০১৮-১৯	**২০১৯-২০**	২০২০-২১
রাজস্ব আদায় (টাকা)	**৭৬,৭৭,৮২,১৪২/-**	**৭৪,৮৯,৩২,৮৩৯/-**	**৭৮,৬৫,৩০,০০০/-**

মাদকনির্মূলে অধিদপ্তরের কার্যক্রমের পদ্ধতি : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদকের মতো জটিল সংকট মোকাবিলায় বিজ্ঞানসম্মত বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। অধিদপ্তর মূলতঃ নিম্নবর্ণিত তিনটি পদ্ধতিতে মাদকবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ঃ-

(ক) চাহিদা হ্রাস (Demand Reduction)

(খ) সরবরাহ হ্রাস (Supply Reduction)

(গ) ক্ষতি হ্রাস (Harm Reduction)।

চাহিদা হ্রাসে (Demand Reduction) : চাহিদার সঙ্গে সরবরাহের সম্পর্ক রয়েছে। চাহিদা কমাতে পারলে মাদকের সরবরাহও কমে যায়। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এ লক্ষ্যে মাদকের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে।

১. **জনসচেতনতায় সবশ্রেণি পেশার মানুষকে সম্পৃক্তকরণ:** মাদকবিরোধী জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে। ধারাবাহিকভাবে সারাদেশে ব্যাপক পরিসরে মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় সংসদ সদস্য, সম্মানিত জনপ্রতিনিধি, মিডিয়া ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, শিক্ষক, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে এতে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। প্রচারাভিযানে নানা ধরনের কর্মসূচির সাথে মাদকবিরোধী উঠান বৈঠক, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, গোলটেবিল বৈঠক, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, জুমার নামাজের খুতবার আগে মাদকবিরোধী বয়ানের মতো ব্যতিক্রমধর্মী কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

২. **মাদকবিরোধী প্রচারণা** : মাদকবিরোধী প্রচারণা কাজের অংশ হিসেবে অধিদপ্তর কর্তৃক পোস্টার, লিফলেট, স্টিকার বিতরণ করা হচ্ছে এবং সভা, সেমিনার, শ্রেণিবক্তৃতা ইত্যাদিও আয়োজন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনমানুষের সচেতনতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২০ খ্রিঃ হতে ৩০.০৬.২০২১ পর্যন্ত পরিচালিত এ সব কার্যক্রমের তুলনামূলক পরিসংখ্যান নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলোঃ

ক্রম	বিবরণ	২০২০	২০২১
১	মাদকবিরোধী পোস্টার তৈরি ও বিতরণ	--	---
২	মাদকবিরোধী ফেস্টুন তৈরি ও বিতরণ	১১,৯৪৮টি	৩৫৮৬১টি (পিভিসি)
৩	মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ	--	৮০,০০০টি
৪	মাদকবিরোধী স্টিকার বিতরণ	--	১,০০,০০০টি
৫	মাদকবিরোধী আলোচনা সভা/সেমিনার	১২৮৬টি	৫,১৪৬টি
৬	কলেজ ও স্কুলে মাদকবিরোধী শ্রেণি বক্তৃতা	১৪৩০টি	৪,৩৫৩টি
৭	স্যুভেনির প্রকাশনা ও বিতরণ	---	৩০০০টি
৮	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন	৫৬০টি	১৭০টি
৯	বুলেটিন প্রকাশ ও বিতরণ	১৫০০টি	
১০	কিয়স্ক বিতরণ	২০০টি	৪৫৬টি
১১	এলইডি বিল বোর্ড বিতরণ	--	
১২	মাদকবিরোধী স্লোগান সম্বলিত জ্যামিতি বক্স	২,৩৯,০০০টি	
১৩	মাদকবিরোধী স্লোগান সম্বলিত স্কেল	২,৩০,০০০টি	
১৪	কার্ড হোল্ডার বিতরণ	--	
১৫	ছাতা বিতরণ	--	
১৬	ব্যাগ বিতরণ	--	
১৭	ক্যাপ বিতরণ	--	
১৮	টিশার্ট বিতরণ-	--	
১৯	কলমদানি বিতরণ	--	
২০	টকশো প্রচার	--	৩০টি
২১	উপজেলাভিত্তিক মাদকবিরোধী ভলান্টিয়ার টিম গঠন	--	২৩২টি
২২	হ্যান্ড সেনিটাইজার বিতরণ	--	১,০০,০০০টি
২৩	সোসাল মিডিয়ায় মাদকবিরোধী ফিলার ও ডিজিটাল কন্টেন্ট	--	১০০টি
২৪	কারাগারে মাদকবিরোধী সেমিনার/সভা/বক্তব্য প্রদান	--	২০০টি

৩. **মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সংবলিত ফেস্টুন বিতরণ : ২০২০-২১- অর্থবছরে 'মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব' সম্বলিত ৩৫ হাজার ৮৬১টি অ্যাম্বুশড পোস্টার, ১ লক্ষ হ্যান্ড সেনিটাইজার এবং ৩২ হাজার ৭৭৫টি পিভিসি পোস্টার বিতরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গঠিত মাদকবিরোধী কমিটির কর্মপরিধি এবং সুনির্দিষ্ট বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক এসব কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।**

মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব
ইয়াবা সেবনে ঃ
●স্মরণশক্তি ও মনোযোগ দেয়ার ক্ষমতা নষ্ট হয়।
●আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দেয়।
●যৌনশক্তি নষ্ট হয় ও বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়।
●মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়।
●লিভার ও কিডনী নষ্ট হয়ে যায়।
●রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় ও হার্ট এ্যাটাক হয়।
●কলহ প্রবণতা, আগ্রাসী ও আক্রমণাত্মক মনোভাব পরিলক্ষিত হয়।
গাঁজা সেবনে ঃ
●ভাল-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা হ্রাস পায়।
●দৃষ্টিশক্তি ও স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায়।
●মতিভ্রম হয়।
ফেন্সিডিল/ হেরোইন সেবনে ঃ
●পুরুষত্বহীনতা ও বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়।
●ফুসফুস ও হার্টে প্রদাহ হয়।
মদ্য পানে ঃ
●গ্যাস্ট্রিক ও আলসার হয়।
●লিভার সিরোসিস ও ক্যান্সার হয়।
ধূমপানে ঃ
●মুখে ঘা ও ক্যান্সার হয়।
●ফুসফুসে ক্যান্সার হয়।
●হার্ট এ্যাটাক ও মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়।
ইনজেকশনের মাধ্যমে ঃ
●মাদক গ্রহণ করলে এইডস, হেপাটাইটিস বি ও হেপাটাইটিস সি হয়।
মাদকাসক্তির পরিণতি অকাল মৃত্যু
সকল মাদক গ্রহণেই স্বাস্থ্যের দ্রুত ক্ষতি হয়।
“ জীবনকে ভালবাসুন, মাদক থেকে দূরে থাকুন ”
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৪. **সেমিনার, সভা-সমাবেশ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটিঃ** মাদকবিরোধী সেমিনার, সভা-সমাবেশ আয়োজন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গঠিত মাদকবিরোধী কমিটির মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে মাদকের কুফল সর্ম্পকে সচেতন করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অধিদপ্তরের বিভাগীয় ও জেলা/মেট্রো কার্যালয় কর্তৃক জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪ হাজার ৩৫৩টি, বিভিন্ন কারাগারে ২০০টি ও অন্যান্য স্থানে ৫ হাজার ১৪৬টি মাদকবিরোধী সভা-সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণার জন্য অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয় ও জেলা/মেট্রো কার্যালয়সমূহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জনসমাগমস্থলে মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ করে থাকে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৮ লক্ষ মাদকবিরোধী লিফলেট মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও গণগ্রন্থাগারে ৩ হাজার স্যুভেনির বিতরণ করা হয়েছে।

কারাগারে মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টিমূলক কার্যক্রম।

- মাদকবিরোধী আন্দোলন সফল করার লক্ষ্যে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করার জন্য ৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। জুন, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে ৩১ হাজার ৮০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠনের পরিসংখ্যান [২০২১ পর্যন্ত] :

বিভাগের নাম	মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটির সংখ্যা	অবশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠনের শতকরা হার (%)
১	২	৫	৬	৭
ঢাকা	৪,৯২১টি	৪,৯২১টি	----	১০০%
চট্টগ্রাম	৪,৮৩৩টি	৪,৮৩২টি	১টি	৯৯.৯৭%
রাজশাহী	৫,১১৯টি	৫,১১৯টি	----	১০০%
খুলনা	৪,৪৯৭টি	৪,৪৯৭টি	----	১০০%
বরিশাল	৩,০১৮টি	৩,০১৮টি	----	১০০%
সিলেট	১,৪৯১টি	১,৪৯১টি	----	১০০%
রংপুর	৪,৮০০টি	৪,৭০২টি	৯৮টি	৯৭.৯৫%
ময়মনসিংহ	২,৪৮৪টি	২,৪৮৪টি	----	১০০%
মোটঃ	**৩১,১৬৩টি**	**৩১,০৬৪টি**	**৯৯টি**	**৯৯.৬৮%**

৫. **দেশব্যাপী মাদকবিরোধী দেয়াল লিখন, ডিজিটাল প্রচারণা :** মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদকবিরোধী গতানুগতিক প্রচারণা থেকে বেরিয়ে সৃজনশীল প্রচারণামূলক কার্যক্রমে জোর দিচ্ছে। এর অংশ হিসেবে অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকাসহ সারা দেশে মাদকবিরোধী দেয়াল লিখন কর্মসূচি, ৪৫৬টি ক্রয়কৃত অত্যাধুনিক ডিজিটাল ডিভাইস (কিয়স্ক) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জেলা ও দায়রা জজ আদালত এবং দেশের উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ কারাগারসহ এবং ৫টি বিভাগীয় ও জেলা শহরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, কক্সবাজার ও কুষ্টিয়া) "Full Coloured Outdoor LED Display Billboard" এর মাধ্যমে সার্বক্ষণিক মাদকবিরোধী বিভিন্ন শ্লোগান, টিভিসি, শর্টফিল্ম, নাটক-নাটিকা, ডকুড্রামা, থিম সং এবং সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম প্রচার করা হচ্ছে।

৬. **ডকুমেন্টারি, শর্টফিল্ম নির্মাণ ও টিভি-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন :** মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রচারণামূলক কাজের ক্ষেত্রে মাদকবিরোধী শর্টফিল্ম, টিভি স্পট ও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করে থাকে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ২০২০-২১ অর্থবছরে এ পর্যন্ত মোট ১টি মাদকবিরোধী থিমসং, ১টি শর্ট ফিল্ম নির্মাণ এবং ৩০টি টকশো বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচার করা হয়েছে। জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নির্মিত আধুনিক ও আকর্ষণীয় ফিলার, টিভিসি, শর্টফিল্ম, নাটক-নাটিকা, ডকুড্রামা, থিম সং বিভিন্ন টিভি চ্যানেল, ইউটিউব এবং ফেসবুক পেজ-এর মাধ্যমে প্রচার হওয়ায় জনসচেতনতা বাড়ছে।

৭. **সোশ্যাল মিডিয়া ও ইন্টারনেটভিত্তিক কার্যক্রম :** সোশ্যাল মিডিয়াকে গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে নিয়েছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। বিশেষ করে তরুণরা সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত। তাই জনসম্পৃক্ততা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৫ সালের আগস্ট থেকে Facebook page (Department of Narcotics Control)-এর মাধ্যমে অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের কার্যক্রমের তথ্য ও ছবি প্রচার করা হচ্ছে। যে কোনো ব্যক্তি তার মতামত, অভিজ্ঞতা, পরামর্শ অধিদপ্তরের ফেসবুক পেইজ-এর মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারছে, যা সহজে কর্তৃপক্ষের নজরে আসছে এবং ফেসবুকে সংযুক্ত অন্য ব্যক্তিবর্গ তা জানতে পারছেন। ফলে যে কোনো তথ্য দ্রুততম সময়ে ফেসবুকে সংযুক্ত সবার মধ্যে প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়া ও ইন্টারনেটভিত্তিক কার্যক্রমের ফলে বিপুলসংখ্যক মানুষ মাদক সচেতনতার আওতাভুক্ত হয়েছেন। বর্তমানে এই পেজের ফলোয়ারের সংখ্যা ১ লক্ষ ২৫ হাজার ২১৩ এবং লাইক এর সংখ্যা ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৬৪১।

৮. **ধর্মীয় মূল্যবোধ-এর আলোকে মাদকবিরোধী কার্যক্রম :** মাদকের আগ্রাসন কমাতে ধর্মীয় মূল্যবোধ বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। মসজিদের ইমামগণের মাধ্যমে জুমার নামাজের খুতবার পূর্বে মাদকবিরোধী বয়ানের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় কমিশনার

ফেসবুক পেজে প্রচারিত মাদকবিরোধী ডিজিটাল কনটেন্ট

সম্মেলনেও এ বিষয়টি নিয়মিত ফলোআপ করা হচ্ছে। ইমামদের প্রশিক্ষণ মডিউলে মাদকবিরোধী কী ধরণের বক্তব্য বা বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যায় এবং মসজিদে মাদকবিরোধী আলোচনার বিষয় এবং কৌশল নির্ধারণের বিষয়ে গত ০১.১২.২০২০ তারিখে মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইমাম প্রশিক্ষণ মডিউলে মাদকের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে তা হালনাগাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

সরবরাহ হ্রাসে(Supply Reduction) : মাদকের সরবরাহ বন্ধ করা বা কমিয়ে আনার বিষয়টি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। মাদক কারবারীরা নিত্যনতুন কৌশলও অবলম্বন করছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর তাদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে। দেশে মাদকের সরবরাহ হ্রাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ২০২০-২১ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি গ্রহণ করেছেঃ

১. দেশে মাদকদ্রব্যের উৎপাদন, বিপণন, চোরাচালান ও অপব্যবহার সংক্রান্ত গোপন সংবাদ সংগ্রহ ও রিপোর্ট প্রণয়ন;

২. মাদকের সরবরাহ ও চাহিদা নিয়ন্ত্রণের জন্য মাদক অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা ও তল্লাশী করা;

৩. মাদক কারবারীদের গ্রেপ্তার, অবৈধ মালামাল আটক, মামলা রুজুকরণ, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে তদন্ত পরিচালনা, সাক্ষ্য দান ও বিচারকার্যে সহায়তা প্রদান;

৪. মোবাইল কোর্ট পরিচালনা;

৫. অভিযানিক কার্যক্রম মনিটরিং ও পরিদর্শন;

৬. মাদক ও মাদকজাতীয় উদ্ভিদ বিনষ্টকরণ (Crop eradication and destruction of drugs);

৭. INCB, UNODC, SAARC, BIMSTEC, DEA, COLOMBO PLAN, সহ সকল আন্তর্জাতিক,

আঞ্চলিক ও বৈদেশিক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ ও মাদক অপরাধ সম্পর্কিত তথ্য বিনিময় এবং কাজের সমন্বয় সাধন;

৮. দেশের অভ্যন্তরে সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন;

৯. মাদক অপরাধ সংক্রান্ত ডাটাবেজ সংরক্ষণ;

১০. ঢাকায় ১টি এবং টেকনাফের জন্য ১টি বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে;

১১. মিয়ানমার হতে টেকনাফ হয়ে বাংলাদেশে ইয়াবার অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি পাওয়ায় তা প্রতিহত করার জন্য স্থায়ীভাবে ২৯ জনবলের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অফিস স্থাপন করা হয়েছে। টেকনাফের নাফ নদীতে অভিযান পরিচালনার জন্য ২টি স্পিড বোট সংগ্রহ করা হয়েছে। আরও ২টি স্পিড বোট সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলছে। টেকনাফ জোনে মোট ১০টি স্পিড বোট সংযোজন করার অধিদপ্তরের পরিকল্পনা রয়েছে।

১২. সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক পাক্ষিকভাবে ৭২টি ইউনিটের কার্যক্রম নিয়মিতভাবে মনিটর করা হচ্ছে;

১৩. মাদক পাচারের রুট চিহ্নিত করে নিয়মিত মাদকবিরোধী অভিযান, টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে;

১৪. মাদক পাচারকারী ও অবৈধ মাদক ব্যবসায়ীদের তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে এবং তালিকাভুক্তদের গ্রেফতারপূর্বক বিচারে সোপর্দ করার জন্য অব্যাহতভাবে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

১৫. এসব কাজ সম্পাদনের জন্য দেশের ৮টি বিভাগ, ৬৪টি জেলা, ৪টি মেট্রো কার্যালয় ও ৮টি বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সীমান্ত দিয়ে যাতে মাদকদ্রব্য আসতে না পারে সেজন্য বিজিবি ও কোস্টগার্ড নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ট্রেনে, বাসে, স্টিমারে, লঞ্চে, ট্রাকে বা অন্য কোনো যানবাহনে যাতে মাদক পরিবহণ হতে না পারে সেজন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ সব আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে।

১৬. সমুদ্রবন্দর, বিমানবন্দর ও স্থলবন্দর যাতে মাদক পাচারের রুট হিসাবে ব্যবহৃত হতে না পারে মংলা সমুদ্রবন্দর, চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর, বেনাপোল স্থলবন্দর, হযরত শাহজালাল বিমানবন্দর, ঢাকা এবং হযরত আমানত শাহ্ বিমানবন্দর, চট্টগ্রামে জনবল পদায়নের মাধ্যমে নজরদারী বৃদ্ধি করা হয়েছে।

নিয়মিত অভিযান পরিচালনা ও আলামত উদ্ধারঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন প্রকার মাদক আটকসহ মাদক অপরাধীদেরকে গ্রেফতার ও মামলা রুজু করে থাকে। ২০২১ পর্যন্ত এ জাতীয় অভিযান পরিচালনার পরিসংখ্যান নিম্নের ছকে দেখানো হলোঃ

বছর	মামলার সংখ্যা	আসামির সংখ্যা
২০১৭	১১,৬১২	১২,৬৫১
২০১৮	১৩,৭৯৩	১৫,১১৬
২০১৯	১৭,৩০৫	১৮৩৪৬
২০২০	১৭,৩০৪	১৮,৩২১
২০২১	৯৮৮৬	১০৪৭৪

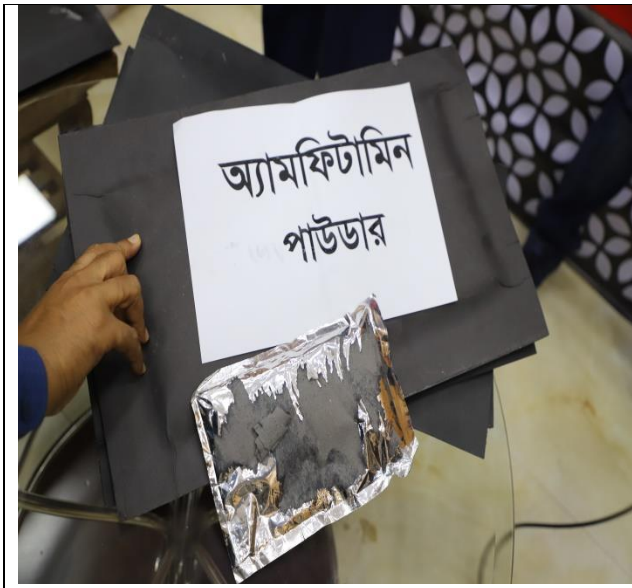

১. ২০২০-২১ পর্যন্ত সময়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক উদ্ধারকৃত মাদকের বিবরণঃ

সাল	কোকেন (কেজি)	কোডিন (ফেন্সিডিল - বোতল)	কোডিন (ফেন্সিডিল - লিটার)	হেরোইন (কেজি)	বিদেশী মদ (বোতল)	গাঁজা (কেজি) গাঁজা গাছ (টি)	ইনজেকটিং ড্রাগ এ্যাম্পুল	মেথামফিটামিন (ইয়াবা) টি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২০২০	-	৩০,৬৩২২	২৯.৭	৮.৯৫০	২৩১৭	২৭৪২.২৫০কেজি ২৬৪টি	২১০৮৫	২০,২৬,৪৯৮
২০২১	-	১০,৬২০	১.১০৮	৬.৪২১	৮৯০	১৯৪৩.৮২ কেজি ৫৫৩টি	১১,০৪২	১২,২১,৮৫১

নিয়মিত অভিযান পরিচালনা ও আলামত উদ্ধার।

২. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব ও কোস্টগার্ড কর্তৃক ২০২০-২১ পর্যন্ত সময়ে আটককৃত উল্লেখযোগ্য মাদকদ্রব্যের বিবরণঃ

সাল	কোকেন (কেজি)	কোডিন (ফেন্সিডিল - বোতল)	কোডিন (ফেন্সিডিল - লিটার)	হেরোইন (কেজি)	বিদেশী মদ (বোতল)	গাঁজা (কেজি)	ইনজেকটিং ড্রাগ এ্যাম্পুল	মেথামফিটামিন (ইয়াবা) টি
২০২০	৩.৮৯৩	১০০৭৯৭৭	১২৯.৪	২১০.৪৩৮	১৩২৫৩৯	৫০,০৭৮.৫৪৯	১২৪৬০৮	৩৬৩৮১০১৭
২০২১	.৫৮	৩,৫০,২৪১	৯৭.৬০৮	২১১.১২৭	১,০৯,৩৩৭	৩৬৪০৯.২	৪৬০৮৩	২৩৪০২১১৫

৩. ২০২০-২১ পর্যন্ত পরিচালিত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মোবাইল কোর্টের পরিসংখ্যানঃ

সাল	অভিযানের সংখ্যা	মামলার সংখ্যা	গ্রেফতারের সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত আসামির সংখ্যা
২০২০	২৩১৯৩টি	১০৪৭১ টি	১০৪৯৮ জন	১০৪৯৮ জন
২০২১	১৩৯০৫টি	৫৯০০টি	৫৯০২ জন	৫৯০২ জন

৪. ২০২০-২১ পর্যন্ত দায়েরকৃত মাদকঅপরাধ সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির বিবরণ :

বছর	বিচার নিষ্পন্ন মামলা			সাজা/খালাসপ্রাপ্ত আসামি			বিচারাধীন মামলা
	সাজা	খালাস	মোট	সাজাপ্রাপ্ত	খালাসপ্রাপ্ত	মোট	
২০২০	৩১০(৪৩%)	৪১২	৭২২	৩৩৩(৪৩%)	৪৩৩	৭৬৬	
২০২১	১৫৯ (৪৬%)	১৯০	৩৫৯	১৭৬ (৪৭%)	২০৬	৩৮২	

বিভিন্ন প্রকার মাদকের উল্লেখযোগ্য ক্ষতিকর দিক :

ক্রম	মাদকের নাম ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ অনুযায়ী শ্রেণি	উপাদান	ক্ষতিকর প্রভাব
১.	ক্রিস্টাল মেথ (Crystal Meth) /আইস (Ice) ক-শ্রেণির মাদক	Methyl Amphetamine	• শক্তিশালী আসক্তি সৃষ্টিকারী মাদক • ক্ষুধামন্দা • প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস • অতিরিক্ত উত্তেজনা সৃষ্টি করে উচ্চ রক্তচাপ • সহিংস আচরণ ইত্যাদি।
২.	এলএসডি (LSD) খ-শ্রেণির মাদক	Lysergic acid Diethylamide (precursor)	• শক্তিশালী মতিভ্রম সৃষ্টিকারী মাদক • অলীক ভাবনা • বিষণ্ণতা • আত্মহত্যার প্রবণতা • দৃষ্টিভ্রম • ক্ষুধামন্দা ইত্যাদি।
৩.	ক্যানাবিস ব্রাউনিস কেক (Cannabis Brownies Cake) খ-শ্রেণির মাদক	গাঁজার নির্যাস (extract) হতে তৈরি	• স্মৃতিশক্তি হ্রাস • অলীক ভাবনা • মস্তিষ্কের স্থায়ী ক্ষতি হওয়া • জননাঙ্গে ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি থাকে ইত্যাদি
৪.	খাত (Khat) খ-শ্রেণির মাদক	Cathine & Cathinone	• ক্ষুধামন্দা • অনিদ্রা সৃষ্টিকারী • ওজন হ্রাস • স্নায়ু উত্তেজনা সৃষ্টিকারী মাদক • মুখে ও গলায় ক্যান্সার সৃষ্টিকারী ইত্যাদি
৫.	ফেনইথাইলএ্যামিন (Phenethylamine) খ-শ্রেণির মাদক	Methamphetamine এর raw materials	• মস্তিষ্ক বিকৃতি • নিদ্রাহীনতা • খিঁচুনি • রক্তচাপ বৃদ্ধি • অস্বাভাবিক হৃদস্পন্দন • হার্ট অ্যাটাক • ঘুমের ব্যাঘাত • কিডনি বিকল • ফুসফুসের প্রদাহসহ ফুসফুসে টিউমার ও ক্যান্সার হতে পারে।

ক্রম	মাদকের নাম ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ অনুযায়ী শ্রেণি	উপাদান	ক্ষতিকর প্রভাব
৬.	সিসা (Shisha) খ-শ্রেণির মাদক	Nicotine	• যক্ষ্মাসহ বক্ষব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ • স্ট্রোক • মুখ ও ফুসফুসের ক্যান্সার • মুখে ঘাঁ • শারীরিক রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদি।
৭.	হেরোইন (Heroine) ক-শ্রেণির মাদক	Diacetyl Morphine	• শক্তিশালী আসক্তি সৃষ্টিকারী মাদক • লিভার ক্যান্সার • ফুসফুস ক্যান্সার • তীব্র কোষ্ঠকাঠিন্য • কিডনি ও হার্ট রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ • অবসাদ • দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া • প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস • বিকলাঙ্গ সন্তান জন্মদান • ওজন হ্রাস
৮.	কোকেন (Cocaine) ক-শ্রেণির মাদক	Erythroxylum novogranatense	• শক্তিশালী স্নায়ু উত্তেজনা সৃষ্টিকারী মাদক • অতিরিক্ত উত্তেজনা সৃষ্টি করে • মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে • অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন • স্ট্রোক হয়, • হার্ট অ্যাটাক • নিদ্রাহীনতা • মাথা ঘোরা • আত্মহত্যার প্রবণতা • সহিংস আচরণ ইত্যাদি।
৯.	ইয়াবা (Yaba) ক-শ্রেণির মাদক	Methyl Amphetamine	• শক্তিশালী আসক্তি সৃষ্টিকারী মাদক • সহিংস আচরণ • ক্ষুধামন্দা • অতিরিক্ত উত্তেজনা সৃষ্টি করে • ফুসফুস ক্যান্সার • হার্ট অ্যাটাক

ক্রম	মাদকের নাম ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ অনুযায়ী শ্রেণি	উপাদান	ক্ষতিকর প্রভাব
			• উচ্চ রক্তচাপ • প্রজনন ক্ষমতা হ্রাসইত্যাদি
১০.	গাঁজা (Cannabis) খ-শ্রেণির মাদক	Tetrahydrocannabinol	• শক্তিশালী মতিভ্রম সৃষ্টিকারী মাদক • স্মৃতিশক্তি হ্রাস • অলীক ভাবনা • মুখে ও ফুসফুসে ক্যান্সার • স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি হয় ইত্যাদি।
১১.	ম্যাজিক মাশরুম (Psilocybin) খ-শ্রেণির মাদক	Psilocybin mushroom	• শক্তিশালী মতিভ্রম সৃষ্টিকারী মাদক • দৃষ্টিভ্রম • ক্ষুধামন্দা • অতিরিক্ত উত্তেজনা সৃষ্টি করে • মাথা ব্যাথা • অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন • উচ্চ রক্তচাপ • প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস • অলীক ভাবনা
১২.	ফেনসিডিল (Phensidyl)/ এসকাফ (Eskuf) ক-শ্রেণির মাদক	Codeine Phosphate	• শক্তিশালী আসক্তি সৃষ্টিকারী মাদক • প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস • কিডনি বিকল • লিভার ক্যান্সার • তীব্র কোষ্ঠকাঠিন্য • বিকলাঙ্গ সন্তান জন্মদান

ক্ষতি হ্রাসে (Harm Reduction) কার্যক্রম :

- মাদকনির্ভরশীলতা শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার নামান্তর মাত্র। মাদকদ্রব্য বারবার গ্রহণের মধ্য দিয়ে ওই মাদকের প্রতি রোগীর শারীরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। ফলে মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তি না চাইলেও তাকে পুনরায় মাদক গ্রহণ করতে হয়। ক্রমাগত মাদক গ্রহণের ফলে মাদকাসক্তকে ব্যক্তির ওজন হ্রাসসহ জটিল শারীরিক সমস্যায় ভূগতে হয়।

- ক্ষতি হ্রাসের অংশ হিসেবে মাদকাসক্তদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। দেশে মাদকাসক্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য সরকারিভাবে ৪টি নিরাময় কেন্দ্র আছে, যা মোট মাদকাসক্ত রোগীর তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল। এছাড়া জুন, ২০২১ সাল পর্যন্ত বেসরকারি পর্যায়ে ৩৬৫টি

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, এগুলোতে সর্বমোট ৪ হাজার ৭০১টি বেড রয়েছে।

- সাম্প্রতিক সময়ে জানা যায় কুরিয়ার সার্ভিস/এক্সপ্রেস কার্গো-কে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে মাদক ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবং বিদেশ থেকে দেশের অভ্যন্তরে মাদক পাচার করছে। এতে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হওয়ার পাশাপাশি জনশক্তি রপ্তানিতেও সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। মাদকের বিরুদ্ধে সরকারের জিরো টলারেন্স বাস্তবায়ন করতে ঢাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, কুরিয়ার সার্ভিসগুলোর প্রতিনিধি, র‍্যাব, পুলিশ, বিজিবিসহ অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে এ বিষয়ে কর্মপন্থা নির্ধারণ ও সচেতনা তৈরি করতে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

১৫ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ অনুষ্ঠিত কুরিয়ার সার্ভিস/এক্সপ্রেস কার্গো ব্যবহার করে অবৈধ মাদক পাচাররোধ শীর্ষক কর্মশালা।

১. আধুনিক নিরাময় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ :

- দেশের মাদকাসক্তদের শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসার জন্য সরকারিভাবে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে ১টি করে মোট ৪টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র রয়েছে, যার বর্তমান বেড সংখ্যা ১৯৯টি। এছাড়াও সরকারিভাবে দেশের প্রতিটি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যার মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে ৪৫টি জেলায় ৩৬৫টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

- সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে বিনামূল্যে রোগীদের থাকা, খাওয়া, ওষুধপত্র ও চিকিৎসা দেয়া হয়ে থাকে। এমনকি সব সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে রোগীর পাশাপাশি অভিভাবকদেরও বিশেষ কাউন্সিলিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। কারণ এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসার পাশাপাশি রোগী ও অভিভাবকদের সচেতনতা খুবই জরুরি।

- ১৯৮৮ সালে তেজগাঁও শিল্প এলাকায় ২৫ শয্যার একটি নন-পেয়িং ওয়ার্ড এবং গুলশান এলাকায় ১৫ শয্যার একটি পেয়িং ওয়ার্ড সম্বলিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৯৯০ সালে তেজগাঁও শিল্প এলাকায় অবস্থিত মাদকাসক্তি নিরাময়

কেন্দ্রকে কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়, যার বেড সংখ্যা ছিল ৪০টি। তন্মধ্যে ২৫টি নন-পেয়িং এবং ১৫টি পেয়িং। ১০.১২.২০১৩ তারিখে কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্ত শিশু/পথশিশুদের চিকিৎসার জন্য ১০টি বেড বৃদ্ধি করে এটিকে ৫০ বেডে উন্নীত করা হয়। ১৮ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে ৫০ বেডের নিরাময় কেন্দ্রকে ১০০ বেডে উন্নীত করা হয়। নারী মাদকাসক্তদের চিকিৎসা সুবিধাসহ বর্তমানে কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রটি ১২৪ বেডে উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়া বরিশাল ও সিলেটে বিভাগে সরকারিভাবে নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম চলমান। নিরাময় কেন্দ্রের অনুকূলে ৪১ জনবলের মঞ্জুরি পাওয়া গেছে।

২. বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে অনুদান প্রদানঃ

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, ২০১৮-এ প্রতিটি জেলায় বেসরকারি মাদকসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন এবং কেন্দ্রসমূহকে অনুদান প্রদানের বিষয়টি অর্ন্তভূক্ত রয়েছে। সে মোতাবেক বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে অনুদান প্রদানের নিমিত্ত নীতিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। ১৬.০৩.২০২০ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নির্বাচিত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের মান উন্নয়নে আর্থিক অনুদান প্রদান কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। প্রাথমিকভাবে ৯১টি বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে তাদের কাজের স্বীকৃতিস্বরুপ ৯৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৩৭টি নিরাময় কেন্দ্রকে ১,৫০,০০,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে।

২১.০৬.২০২১ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর মান উন্নয়নে সরকারি অনুদান প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব, জনাব মো: মোকাব্বির হোসেন ।

৩. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের বিবরণ :

ক্রম	নিরাময় কেন্দ্রের নাম	বেড সংখ্যা	অবস্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদবি ও ফোন নং	মন্তব্য
১.	কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	১২৪ (মহিলা: ২৪, পুরুষ: ৯০ শিশু: ১০)	৪৪১ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮	চিফ কনসালটেন্ট ফোন : ০২-৮৮৭০৬২০	
২.	বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	২৫	রোড নং-৩, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম	তত্ত্বাবধায়ক ফোন : ০৩১-৬৫৪০৬১	

৩.	বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	২৫	৪৩৯ উপ-শহর, তেরখাদিয়া, রাজশাহী	তত্ত্বাবধায়ক ফোন : ০৭২১-৭৬০২১৮	
৪.	বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	২৫	আইডিয়াল নার্সিং হোম ১২৬ এম এ বারী সড়ক, সোনাডাঙ্গা বাইপাস, গল্লামারী, খুলনা	তত্ত্বাবধায়ক ফোন : ০৪১-৭২১১৪৯	

মাদকাসক্ত যে কোনো ব্যক্তি সরকারি ও বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারেন। সরকারি নিরাময় কেন্দ্রে দরিদ্র মাদকাসক্তদের বিনামূল্যে এবং অন্যান্য মাদকাসক্তদের স্বল্পমূল্যে আবাসিক ও অনাবাসিক চিকিৎসা ও পরামর্শ সেবা প্রদান করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র হতে আন্তঃবিভাগে ৭ হাজার ৪২৫ জন এবং বহি:বিভাগে ১০ হাজার ৮৬৬ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

১৪.০৬.২০২০ তারিখে সরকারি/বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র হতে চিকিৎসাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত কর্মশালা

৪. সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে রোগীদের পরিসংখ্যান :

সাল	আন্তঃবিভাগ		বহিঃবিভাগ		মোট রোগী	নতুন রোগী	পুরাতন রোগী
	পুরুষ	শিশু/মহিলা	পুরুষ	শিশু/মহিলা			
২০২০	৪৩৩৫	৪৯৬	৯৩৭৫	৭৪৬	১৪৯৫২	৯১৭৯	৫৭৭৩
২০২১	৪১৮৯	২৩৮	৫৪১২	১৭৫	১০০১৪	৫৭৬৯	৪২৪৫

৫. বেসরকারি লাইসেন্স প্রাপ্ত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা :

সাল	রোগীর সংখ্যা
২০২০	১৫১৮১
২০২১	৯৮৭৬

৬. মাদকাসক্ত রোগী ও পরিবারের জন্য কাউন্সেলিং সেবা প্রদান : মাদকাসক্ত রোগী ও পরিবারগুলোকে কাউন্সেলিং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে গত ৭ অক্টোবর ২০১৫ হতে পুনরায় পারিবারিক কাউন্সেলিং সেবা চালু করা হয়েছে। সপ্তাহের প্রতি বুধবার কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে বেলা ১১.০০টা হতে বেলা ১টা পর্যন্ত পারিবারিক কাউন্সেলিং সেবা দেওয়া হচ্ছে। সপ্তাহে প্রায় ৩০-৩৫ জন পারিবারিক কাউন্সেলিং সেবা গ্রহণ করে থাকে। জুন, ২০২০ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ৭

হাজার ৯৫২ জনকে এ সেবা প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১১ হাজার ৭৭৯ জনকে কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হয়েছে।

৭. ইকো প্রশিক্ষণ : Colombo Plan Gi Aaxb International Centre for Certification and Education of Addiction Professionals (ICCE) এর ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের চিকিৎসায় নিয়োজিত চিকিৎসক, মনোচিকিৎসক ও কাউন্সিলরগণকে ৯টি কারিকুলামের উপর ২০১৩ সালে Training of Trainers (TOT) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়। ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে ২৩টি কারিকুলামের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান শেষ হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১৪ জন জাতীয় প্রশিক্ষক (National Trainers) দেশে নিবন্ধিত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত এডিকশনাল প্রফেশনালদের প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন। ২০১৩ সালে ৩টি ব্যাচে ৬০ জন, ২০১৪ সালে ৩টি ব্যাচে ৬৭ জন, ২০১৫ সালে ১টি ব্যাচে ২৫ জনকে এবং ২০১৬ সালে ৫টি ব্যাচে ১৪৩ জন এবং ২০১৭ সালে ১১টি ব্যাচে ৩৩৬ জন এডিকশনাল প্রফেশনালদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৯৬ জন ৮টি কারিকুলাম সম্পন্ন করেছেন, যাদের মধ্যে ৬৯ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং ২৪ জন কৃতকার্য হন। আসক্তি পেশাজীবীদের জন্য মাদকদ্রব্য ব্যবহার, রোগ ও চিকিৎসা বিষয়ের উপর জানুয়ারি, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত মোট ১হাজার ৬৬২ জনকে ইকো প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৭৬ জনকে ইকো প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সর্বশেষ ৪৯তম ব্যাচে ৪২ জনকে ১০ দিনব্যাপী ইকো প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরাধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মধ্য থেকে ৩৮ জন মালিক বা পরিচালক অংশগ্রহণ করেন। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ৪ জন সহকারী পরিচালকসহ মোট ৪২ জন অংশগ্রহণ করেন।

ইকো প্রশিক্ষণ

৮. ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্ত শিশুদের চিকিৎসা প্রদান : বিগত ২০১৩ সালে ঢাকার তেজগাঁওস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্ত শিশু/পথশিশুদের জন্য ১০ শয্যার চিকিৎসা সুবিধা চালু করা হয়। শিশু মাদকাসক্তদের চিকিৎসার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মধ্যে ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়। উক্ত স্মারক অনুযায়ী আহ্ছানিয়া মিশন কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্ত শিশুদের প্রেরণ করে। কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে তাদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে এক মাস চিকিৎসা শেষে পুনর্বাসনের জন্য তাদেরকে আবার আহ্ছানিয়া মিশনের কাছে ফেরত দেয়া হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০৬ জন এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ৭০ পথশিশুকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার আধুনিকীকরণ এবং বিভাগীয় পর্যায়ে সম্প্রসারণ : অধিদপ্তরের অধীন কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার মাদক মামলায় জব্দকৃত আলামতের নমুনা রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য দেশের একমাত্র স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ছাড়াও দেশে মাদক অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক জব্দকৃত মাদক আলামতের নমুনার রাসায়নিক পরীক্ষণ রিপোর্ট বিনা ফি-তে স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রদান করা হয়। প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৫০ থেকে ৬০ হাজার মাদক মামলার নমুনার পরীক্ষার রিপোর্ট প্রদান করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এ জাতীয় ১৫ হাজার ৮৭২টি রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে।

১. মাদকদ্রব্যের পরীক্ষণ রিপোর্টসমূহ দ্রুত প্রদান এবং সরকারের ব্যয় সাশ্রয়ের জন্য সরকার দেশের প্রতিটি বিভাগীয় কার্যালয়ে রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপন করার লক্ষ্যে কাজ করছে। চট্টগ্রামে নবনির্মিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভাগীয় ভবনের চতুর্থ তলায় রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপনে চলমান। উক্ত পরীক্ষাগারে কার্যক্রম চালুকরণের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরির ২১টি পদ সৃজন করা হয়েছে। চট্টগ্রামে রাসায়নিক পরীক্ষাগারে কার্যক্রম চালু হয়েছে।

২. মাদকদ্রব্যের নমুনা পরীক্ষণের যন্ত্রপাতি GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrophotometer), HPLC (High Performance Liquid Chromatography), UV-VIS (Ultra-Violet Spectrophotometer), FTIR (Fourier Transform Infra-Red) Spectrophotometer, Drug Dectecting Device ক্রয়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, ঢাকার কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার ব্যতীত অপর ৭টি বিভাগের প্রতিটিতে ১১ জনবলের পদ সৃজন করা হয়েছে।

৩. ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারের ১টি এবং চট্টগ্রামস্থ রাসায়নিক পরীক্ষাগারের ১টিসহ মোট ২টি ল্যাবরেটরি কক্ষকে KOICA’র সহায়তায় আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।

৪. চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল ও রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ে রাসায়নিক পরীক্ষাগার নির্মাণ প্রকল্প চলমান রয়েছে।

৫. মাদকদ্রব্যের তাৎক্ষণিক পরীক্ষণের জন্য দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদিত আন্তর্জাতিক মানের ‘ড্রাগ টেস্টিং কিট বক্স’ আইন-শৃংখলা বাহিনীসহ অধিদপ্তরের ৬৪টি জেলা কার্যালয়ে সরবরাহ ও ব্যবহারের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৬. পরীক্ষাগার তথা প্রযুক্তিতে আধুনিকায়ন হওয়ায় এ সরকারের সময় রাসায়নিক পরীক্ষণ রিপোর্ট মেন্যুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে মোবাইল মেসেজের মাধ্যমে দ্রুত সময়ে প্রদান করার ফলে মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলাসমূহের বিচার কার্যক্রম ত্বরান্বিত হচ্ছে।

৬.১ ২০২০-২১ পর্যন্ত অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে আলামতের পরীক্ষণ ও রিপোর্ট প্রণয়নের পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া হলো :

সাল	নমুনা পরীক্ষণ ও রিপোর্ট প্রণয়নের সংখ্যা		
	পজেটিভ	নেগেটিভ	মোট
২০২০	২১৩৯৮	০০	২১৩৯৮
২০২১	১৪৭৫	০০	১৪৭৫

বহি:বিশ্বের দেশ ও সংস্থার সাথে অধিদপ্তরের কার্যক্রম :

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে এ পর্যন্ত মহাপরিচালক পর্যায়ে নিয়মিত দ্বি-পাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পাশাপাশি ইয়াবা পাচার রোধকল্পে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি সভাতেই মিয়ানমারকে ইয়াবার উৎপাদন ও প্রবাহ বন্ধ করার জন্য এবং মিয়ানমার সীমান্তে অবস্থিত ইয়াবা তৈরির কারখানা সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এ লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন-

১. ২০০৬ সালে স্বাক্ষরিত বাংলাদেশ-ভারত মাদক চোরাচালান ও মাদকের অপব্যবহার বিরোধী দ্বিপাক্ষিক চুক্তির অধীনে উভয় দেশের নোডাল এজেন্সির মহাপরিচালক পর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক ৬টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ বৈঠক ১০-১১ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যে ১৯৯৪ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় এ পর্যন্ত ৩টি দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উভয় দেশের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের প্রথম সভা ১৫-১৭ নভেম্বর, ২০১১ ইয়াংগুনে, দ্বিতীয় দ্বিপাক্ষিক সভা ২০১৫ সালের ৫-৬ মে ঢাকায় এবং তৃতীয় সভা ২০১৭ সালের ২০-২২ আগস্ট তারিখে ইয়াংগুনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ এবং সিসিডিএসি, মিয়ানমারের মধ্যে ৪র্থ সভা দ্বিপক্ষীয় আলোচনা (অনলাইন প্ল্যাটফর্ম-জুম) ১৫ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

The 4th Bilateral Talks (Online Platform-Zoom) between DNC, Bangladesh and CCDAC, Myanmar on 15 December, 2020

৩. বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া ২০১৩ সালে The Supreme Prosecutors Office (SPO), Republic of Korea-এর Narcotics Division বাংলাদেশের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সাথে সহযোগিতামূলক আন্তঃসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। দুই দেশের দুই নোডাল এজেন্সির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় Republic of Korea মাদকদ্রব্য

নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি, আধুনিক প্রযুক্তি ও লজিস্টিক সরবরাহ ও কোরিয়াতে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বহুমূখী সহযোগিতার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে KOICA-এর সহযোগিতায় "The Illicit Drug Eradication and Advance Management through IT (I DREAM it)" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৭টি সেবাকে অনলাইনে প্রদানের কার্যক্রম চলছে।

৪. ১৯৯৫ সালে ইরাকের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়। ২০১৩ সালে নয়াদিল্লীস্থ যুক্তরাষ্ট্রের DEA অফিসের সাথে MoU সম্পাদন হয়েছে। এ সকল চুক্তি ও সমঝোতা স্মারকের অধীনে প্রয়োজন অনুযায়ী মাদক চোরাচালান ও মাদকের অপব্যবহার বিরোধী দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন তথ্য আদান-প্রদান করা হয় এবং প্রাপ্ত তথ্যেরভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

মাদক নির্মূলে গৃহীত পদক্ষেপসমূহঃ

১. মাদকবিরোধী গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও মাদকের অপব্যবহার রোধকল্পে কমিটি পুনর্গঠনঃ মাদকদ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ, সরবরাহ ও চাহিদাহ্রাস, অপব্যবহার ও চোরাচালান প্রতিরোধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধনী) আইন, ২০২০ এর ৬৩ (১) ধারা মোতাবেক সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ১৮.১১.২০১৯ তারিখে বিদ্যমান কমিটিসমূহকে হালনাগাদ করে (ক) মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটি; (খ) সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ এর সভাপতিত্বে জাতীয় মাদকবিরোধী কমিটি; (গ) জেলা প্রশাসক এর সভাপতিত্বে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটি; এবং (ঘ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার-এর সভাপতিত্বে উপজেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিগুলোর নিয়মিত সভা হচ্ছে।

২. এনফোর্সমেন্ট কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সমন্বয়ে কোর কমিটি এবং কক্সবাজার ও টেকনাফে ইয়াবা পাচার বিরোধী টাস্কফোর্স গঠিত হয়েছে। বর্ণিত কমিটি সময়ে সময়ে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করছে।

৩. মিয়ানমার হতে টেকনাফ হয়ে বাংলাদেশে ইয়াবার অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি পাওয়ায় তা প্রতিহত করার জন্য স্থায়ীভাবে ২৯ জনবলের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অফিস স্থাপন করা হয়েছে। মূলত নৌপথে নাফ নদী ও বঙ্গোপসাগর এবং সড়কপথে পাহাড়ি ৪৬.৫ কিলোমিটার সীমান্ত হয়ে বাংলাদেশে ইয়াবা অনুপ্রবেশ রোধকল্পে স্থাপিত 'টেকনাফ বিশেষ জোন' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। টেকনাফ এলাকায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে ১টি টাওয়ার স্থাপন করা হয়েছে। টেকনাফের নাফ নদীতে অভিযান পরিচালনার জন্য ২টি স্পিড বোট সংগ্রহ করা হয়েছে। আরও ২টি স্পিড বোট সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলছে। সময়ের সাথে সঙ্গতি রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ প্রণীত হয়েছে এবং আইনটি ২৭.১২.২০১৮ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে। এ আইনে মাদক ব্যবসার নেপথ্যে ভূমিকা পালনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান রাখা রয়েছে। ইয়াবা ব্যবসায়ী ও ব্যবসায় পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে এ আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বিধান রাখা হয়েছে। এ আইনের আওতায় মোবাইল কোর্টের আওতাও বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০২০২-১ অর্থবছরে পরিচালিত মোবাইল কোর্টের সংখ্যা ২১ হাজার ১৭২টি। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ সংশোধন করে 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনে আদালতের পেন্ডিং মামলার সংখ্যা হ্রাসে এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতের বিধান রাখা হয়েছে।

৪. ইন্টারোগেশন ইউনিট স্থাপন, ক্রিমিনাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ, উন্নত গোয়েন্দা যন্ত্রপাতি ক্রয়, মোবাইল ট্র্যাকার স্থাপন, মাদক সনাক্তকরণ যন্ত্রপাতি ক্রয়, নৌ ইউনিট স্থাপন, ডগ স্কোয়াড ইউনিট স্থাপন, ডিজিটাল ফরেনসিক ইনভেস্টিগেশন ল্যাব স্থাপনের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। জুলাই, ২০১৭ হতে এ পর্যন্ত রিপিটার-২৫টি, কম্পিউটার-১৬৮টি, ল্যাপটপ-১২টি, প্রজেক্টর-২টি, গাড়ি-৮৭টি, টাওয়ার নির্মাণ-৪টি এবং সিপাই হতে অতিরিক্ত পরিচালক

পর্যন্ত সবার জন্য ইউনিফর্মের বিধান রেখে“মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (কর্মচারীদের পোশাক ও সামগ্রীর প্রাধিকার) বিধিমালা-২০২১” ২৩ মে ২০২১ তারিখ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

৫. অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ১ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সংযুক্ত করা হয়েছে, যিনি গোপন তথ্যের ভিত্তিতে মাদক অপরাধীদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে তাৎক্ষণিক শাস্তি প্রদান করেন।

৬. ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে প্রণীত ডিপিপি যাচাই বাছাইক্রমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ৮ জুলাই পিইসি সভার তারিখ নির্ধারিত হয়েছে।

৭. ৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করা হচ্ছে । ৮ জুলাই পিইসি সভার তারিখ নির্ধারিত হয়েছে।

৮. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিজস্ব প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের ডিপিপি প্রণয়নের লক্ষ্যে কুষ্টিয়া জেলার সদর উপজেলায় .২০৩৪৮০ একর জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। জমি অধিগ্রহণের জন্য গত ০৮.০৩.২০২১ তারিখ জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া'র অনুকূলে ২৩,৫৭,০০,০০০ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই, ২০২০- জুন, ২০২৫)

সপ্তম পরিকল্পনার সময়কালে সরকার মাদকবিরোধী অভিযানে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি প্রত্যক্ষ করেছে এবং বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের মূল উপাদান হিসাবে রয়ে গেছে। সুতরাং 8FYP এর আওতায় সরকারের গৃহীত কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

কর্ম পরিকল্পনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
● এটি দেশে মাদকের সহজলভ্যতা ও ব্যবহার হ্রাস করতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে (ডিএনসি) আরও জোরদার করবে। বিশেষত, সীমান্তে মাদক পাচার বন্ধে শক্তিশালী নজরদারি দল তৈরি করা হবে, যাতে অঞ্চলগুলির বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মাকদ প্রবেশের জন্য সহায়তা সরবরাহকারী চেইনগুলি ব্যাহত হয়;	● মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন করে জনবল ১৭১৩ হতে ৩০৫৯ এ উন্নীত করা হয়েছে। অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো মোতাবেক লজিস্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'মর্ডানাইজেশন অব ডিএনসি' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ● প্রতিটি জেলায় সরবরাহের জন্য ৩৪টি ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয় করা হয়েছে। ● ইয়াবা পাচার রোধে টেকনাফে একজন উপ-পরিচালক এর নেতৃত্বে ২৯ জনবলের সমন্বয়ে বিশেষ জোন স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া UNODC-এর সহায়তায় ২টি স্পিড বোট সংগ্রহ করা হয়েছে।

	● মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ এবং সিসিডিএসি, মিয়ানমারের মধ্যে ৪র্থ সভা দ্বিপক্ষীয় আলোচনা (জুম-অনলাইন প্ল্যাটফর্ম) ১৫ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত মহাপরিচালক পর্যায়ের বৈঠক অক্টোবর-নভেম্বর, ২০২১ এ অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
● শিক্ষার্থীরা যাতে মাদক ব্যবহারের বিরূপ পরিণতি বুঝতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য সরকার বেসরকারী ও পাবলিক স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় উভয় ক্ষেত্রেই সচেতনতা বাড়ানোর প্রচারকে জোরদার করবে;	● শিক্ষার্থীরা যাতে মাদক ব্যবহারের বিরূপ পরিণতি বুঝতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য স্কুলকলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে - বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কর্মসূচি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদেরমাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করার জন্য ৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। জুন, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে ৩১ হাজার ৮০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন করা হয়েছে। ● উচ্চ শিক্ষাঙ্গণ/ক্রীড়াঙ্গণে ভর্তি এবং সকল চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ধারা-২৪/৪ মোতাবেক বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ডোপটেস্ট চালু করা হয়েছে।
● দেশে মাদকাসক্তদের সাশ্রয়ী মূল্যের চিকিৎসা ও কার্যকর পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনে সরকার এনজিওদের সাথে অংশীদারিত্ব তৈরি করবে।	● দেশের সকল সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি মাদকসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে বিনামূল্যে কাউন্সিলিং সেবা প্রদান করা। ● বেসরকারি মাদকসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলোকে সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালার আলোকে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ১৩৭টি বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রকে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG)

SDG Implementation Review

Targets and Indicators	**Baseline Data (Year) 2012**	**Milestone for 2021**	**2020-2021**	**Source of Data**	**Remarks**
Target 3.5: Strengthen the prevention and treatment of substance abuse, including narcotic drug abuse and harmful use of alcohol **Indicator:** 3.5.1 Coverage of treatment interventions (pharmacological, psychosocial and rehabilitation and aftercare services) for substance use disorders	9908	39,000	37033	Government and Private drug treat-ment Centers all over the country.	Yearwise number of patients mentioned, who were under the coverage of treatment interventions for substance use disorder.

Indicator: 3.5.2 Harmful use of alcohol, defined according to the national context as alcohol per capita consumption (aged 15 years and older) within a calendar year in litres of pure alcohol.	-	-	0.041 (Ltr)		Alcohol consumption is very restricted in Bangladesh. Only foreign people, Bangladeshi permit holder, non-muslims and doctor prescribed sick Muslims are allowed to drink alcohol. Because of corona pandemics, bars were closed from April, 2020 to June-2020. And so there is alcohol consumption in 2020-2021 (FY).

মাদকাসক্তদের চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়নে অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা :

১) অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ছাড়াও সিভিল সার্জন এবং উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তাগণ স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রের আওতাভূক্ত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করে উক্ত কেন্দ্রের সেবার মান বৃদ্ধির বিষয়ে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করবেন;

২) কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, তেজগাঁও-এ প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার ও নার্স পদায়ন করা হবে;

৩) প্রতি মাসে কর্মর্তাদের জেলাভিত্তিক তাঁর অধীন অফিসসমূহ পরিদর্শণের জন্য প্রমাপ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। পরিদর্শন প্রতিবেদন মাসিকভিত্তিতে মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক নিরাময় কেন্দ্রের মান উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

৪) মাদকাসক্ত ব্যক্তির চিকিৎসা সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা সদর হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ওয়ার্ড সংরক্ষণ ও জনবল পদায়নের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও সুরক্ষা সেবা বিভাগের প্রতিনিধি সমন্বয়ে নিম্নরূপে ১টি কমিটি গঠন করা হয় :

ক) অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ), সুরক্ষা সেবা বিভাগ -আহবায়ক

খ) পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর -সদস্য

গ) পরিচালক, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট -সদস্য

ঘ) মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি -সদস্য

ঙ) কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের প্রতিনিধি -সদস্য

চ) মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারীর প্রতিনিধি -সদস্য

কর্মপরিধিঃ

১) গঠিত কমিটি আগামী এক মাসের মধ্যে বিদ্যমান আইন/বিধি পর্যালোচনা করে মাদকাসক্ত ব্যক্তির চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, তত্ত্বাবধান ও অন্যান্য বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ একটি স্বল্প মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। উক্ত কর্মপরিকল্পনার আলোকে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;

২) এই সাথে কমিটি দেশে মাদকাসক্ত ব্যক্তির চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।

নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ বাস্তবায়নঃ

৭ **মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিজস্ব নীতি/পরিকল্পনা :** Domicile, citizenship and naturalisation of foreigners and aliens.

- Admission of persons to and departure of persons from Bangladesh including policies regarding (a) Immigration, (b) Passports, visa, permits, etc
- Prisons and reformatories.
- Administration and control of subordinate offices and organisations under this Division. Prevention of entry and transit of Narcotics and Drugs.
- (১.৫.১) মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ এবং বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম মূল্যায়ন; (২.১.১) বাংলাদেশে আগত বিদেশী নাগরিকবৃন্দের ভিসার শ্রেণি পরিবর্তনকরণ; (২.২.১) বিদেশী নাগরিকবৃন্দের অনুকূলে নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদান; (২.৯.১) বিভাগীয়/ আঞ্চলিক অফিসের পাসপোর্ট/ই-পাসপোর্ট ইস্যু কার্যক্রম পরিদর্শন;

৮ **এসডিজি Goal-৩:** Ensure healthy lives and promote well-being for all at all stage. Target-3.5: Strengthen the prevention and treatment of substance abuse, including narcotic drug abuse and harmful use of alcohol.(৪.২.১)সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের অনুকূলে অনুদান প্রদান; (৪.২.২) সরকারি/বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা প্রদান।

৯ **নির্বাচনী ইশতেহার, ২০১৮: মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি ও চলমান অভিযান অব্যাহত রাখা;**

- মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারি অর্থায়নে সংশোধনাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা;
- বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান বাড়ানো;
- ই-ভিসা চালুকরণ। (৪.২.১)সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের অনুকূলে অনুদান প্রদান; (৪.৪.১) আটককৃত ও জব্দকৃত বস্তু সংরক্ষণ ও নিষ্পত্তি বিধিমালা লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ।

ইনোভেশন (Innovation):

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ২০২০-২০২১ সালের ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম :

ক্রম	উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ	উদ্যোগের বিবরণ
১	প্যাথেডিন/মরফিন প্রাপ্তি স্থানের তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ	দেশের বিভিন্ন জেলায় কোকন প্রতিষ্ঠান/ফার্মেসীর অনুকূলে প্যাথেডিন/মরফিন বিক্রয়ের লাইসেন্স রয়েছে তা সংশ্লিষ্টদের জানা থাকে না। জরুরিভিত্তিতে এ ঔষধের প্রয়োজন হলে ভোগান্তিতে পড়তে হয় এবং খরচ বেড়ে যায়। এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণে অধিদপ্তর থেকে জেলাভিত্তিক প্যাথেডিন/মরফিন বিক্রয়ের লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/ফার্মেসির নাম, ঠিকানা ও যোগাযোগ নম্বর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা যেতে পারে। ফলে জরুরি প্রয়োজনে ন্যায্যমূল্যে লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/ফার্মেসীর নিকট হতে তা সংগ্রহণ করতে পারবে।

ক্রম	উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ	উদ্যোগের বিবরণ
২	অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স অন নারকোটিক্স	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রমের উপর এক/একাধিক ভিডিওচিত্র নির্মাণ করা হবে। ভিডিও শেষে নৈব্যক্তিক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিজয়ীকে অনলাইনে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য এবিষয়ে 'মুক্তপাঠে' বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অধিদপ্তরের ২৭টি প্রোগ্রাম চালু রয়েছে।
৩	মাদকবিরোধী অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অন্যতম কাজ হচ্ছে মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি করা। এ ধরণের সচেতনতা সৃষ্টিতে অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের মাধ্যমে কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন করা যেতে পারে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন : শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে ০১ জুলাই ২০১৬ থেকে অধিদপ্তর শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করছে। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। শুদ্ধাচারের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো: নৈতিকতা কমিটির সভা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন, কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন, এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন, প্রকল্পের PSC ও PIC সভা আয়োজন, প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ বিধি মোতাবেক হস্তান্তর, অভিযোগ প্রাপ্তির জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে স্বচ্ছ অভিযোগ বক্স স্থাপন, ফিল্ড ফোর্স লোকেটরের মাধ্যমে কার্যক্রম মনিটরিং, গণশুনানি আয়োজন, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের অনুকূলে প্রদানকৃত অনুদান কার্যক্রম মূল্যায়ন ইত্যাদি। ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় ১৭টি কর্মসম্পাদন সূচক অন্তর্ভুক্ত করা হয়।জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কারিকুলামে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে।

০৮ এপ্রিল ২০২১ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করেন সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মোকাব্বির হোসেন।

উত্তম চর্চা (Best Practices):

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক নিম্নবর্ণিত উত্তমচর্চাসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং উত্তম চর্চা অনুসরণসহ বহুল প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১.কারাগারে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন**:** দেশের কারাগারসমূহে আটক বন্দিদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মাদকাসক্ত কিংবা মাদকসেবী। এ অবস্থায় মাদকাসক্ত কারা বন্দিদেরকে মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করে তোলার কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতেও এ কাযক্রম অন্তর্ভুক্ত আছে। উল্লেখ্য, ২০২০-২১ অর্থ বছরে বিভিন্ন কারাগারে মোট ২০০টি সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

২. ডোপটেস্ট**:** উচ্চ শিক্ষাঙ্গণ/ক্রীড়াঙ্গণে ভর্তি এবং সকল চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ধারা-২৪/৪ মোতাবেক বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ডোপটেস্ট চালু করা হয়েছে।

৩. অস্থায়ী চেকপোস্ট**:** দেশের সীমান্তবর্তী জেলাসমূহে মাদকের অবৈধ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে নিয়মিতভাবে অস্থায়ী চেক পোস্ট স্থাপন করে তল্লাশী করা হয়ে থাকে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ১৫৯৭টি অস্থায়ী চেকপোস্টের মাধ্যমে মাদকবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

৪. প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন : প্রতিবছর বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে অধিদপ্তরের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ৩১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও উপকারভোগী :

ক্রম	শিরোনাম	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	উপকারভোগী
১	৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ	• বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে জনগণকে নিকটতম/সুবিধাজনক স্থান থেকে উন্নতমানের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য বিভাগীয় নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ। • প্রস্তাবিত ০৭ (সাত)টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে দেশের মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও সেবা প্রদান করে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা।	মাদকে আসক্ত রোগীদের একটি বিশাল অংশ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ এবং প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ
২	মর্ডানাইজেশন অব ডিএনসি	• আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহের মাধ্যমে দেশের ৮টি বিভাগে অবস্থিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে বিভাগ ও জেলা কার্যালয়, সদরদপ্তর, নিরাময় কেন্দ্র এবং রাসায়নিক পরীক্ষাগারসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তর/কাযৃঅলয়সমূহ আধুনিকায়নের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি।	সকলস্তরের প্রকৌশলীসহ অন্যান্য প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি

		• মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি। • মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার মাধ্যমে অধিদপ্তরের সেবাসমূহ দ্রুত সহজীকরণ করা।	
৩	ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ	• মাদকাসক্ত রোগীদের জন্য বর্তমান ১০০ শয্যার ডি-এডিকশন কার্যক্রমসহ অতিরিক্ত ১৫০ শয্যার পুনবাসন কার্যক্রম চালু করা। • বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ জনবল সৃষ্টির জন্য মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদাণের লক্ষ্যে অত্র কেন্দ্রটিকে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা। • মাদকাসক্ত রোগীদের জন্য চিকিৎসাত্তোর পুনর্বাসনে বহুমুখী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা। • মাদকাসক্ত রোগীদের চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ যেম-কম্পিউটার গ্রাফিক্স, ওয়েব ডিজাইন, ইলেক্ট্রিকাল এবং ইলেক্ট্রনিক্স ইত্যাদির মাধ্যমে কর্মক্ষম জনবলে পরিণত করা। • মাদকাসক্ত রোগীদের বিনোদনের জন্য টেলিভিশন, মিউজিক, আর্ট ইত্যাদি সুবিধা প্রদানে মাধ্যমে সুস্থ ধারায় ফিরিয়ে আনা। • লাইব্রেরী সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে জ্ঞানচর্চায় সম্পৃক্ত করা।	মাদকাসক্তদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের আওতা বৃদ্ধি পাবে।
৪	৪টি বিভাগীয় শহরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরী স্থাপন	• মাদক সনাক্তকরণের মাধ্যমে অবৈধ মাদক পাচার রোধ কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করা। • মাদক মামলা নিষ্পত্তিতে কার্যকর ভূমিকা রাখা।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের সহযোগী সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ তথা প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ

		• **অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিও অত্যাধুনিক নিয়ন্ত্রণ সংগ্রহের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি।** • **মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের সহযোগী সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন-পুলিশ, র‌্যাব, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, বিজিবি, কোস্টগার্ড ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমে সহায়তা করা।** • **দেশের তরুণ সমাজকে মাদকের বর্তমান ভয়াবহ আগ্রাসন থেকে রোধকল্পে অধিদপ্তরের কার্যক্রমে জোরালো ভূমিকা রাখা।**	

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর চ্যালেঞ্জসমূহ :

১. **প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিকায়ন :** মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সমৃদ্ধ করা।

২. **জনবল :** অত্যাধুনিক বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও জনবলের অভাব রয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অনুমোদিত জনবল ৩০৫৯ জন থাকলেও বর্তমানে কর্মরত ১,৩৩১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী। এনফোর্সমেন্টের জন্য কর্মরত জনবল ৮৬৬ জন। দেশে মাদকের ব্যাপকতা ও প্রাদুর্ভাবের তুলনায় অধিদপ্তরে জনবলের স্বল্পতা রয়েছে।

৩. **সমন্বয় :** মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত আন্তঃবাহিনী ও সংস্থার সমন্বয় নিশ্চিত করা বড় চ্যালেঞ্জ। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে চাহিদা হ্রাস, সরবরাহ হ্রাস এবং ক্ষতি হ্রাসের বহুমুখী ও বিচিত্র কাজে প্রায় ১১টি মন্ত্রণালয় জড়িত। এদের মধ্যে সুসমন্বয় প্রয়োজন।

৪. **নতুন মাদক :** প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন মাদকের আবির্ভাব ঘটছে। সিনথেটিক ও সেমি-সিনথেটিক জাতীয় ড্রাগস (ইয়াবা, কিটামিন, ক্রিস্টাল ম্যাথ, এলএসডি)-এর অনুপ্রবেশ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে নতুন ভাবনার। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের গবেষণা সেল ভয়ঙ্কর এ মাদক ঠেকাতে এবং প্রতিবেশি দেশগুলোর সঙ্গে বিশাল সীমান্তবর্তী এলাকা হয়ে মাদকদ্রব্যের অনুপ্রবেশ রোধের কৌশল নিয়েও কাজ করছে।

৫. **ইয়াবার আগ্রাসন :** মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ তথা দেশবাসীর জন্য বর্তমানে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ইয়াবা নামক মাদকটির প্রসার রোধ করা। এর বিস্তার শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত ঘটেছে। ইয়াবা বহন করা সহজসাধ্য, বিধায় এর বিস্তার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইয়াবার প্রসার ঘটেছে। শুধু ছেলেরা নয়, মেয়েরাও ইয়াবায় আসক্ত হচ্ছে এবং ইয়াবা ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ছে।

৬. **লজিস্টিক :** ড্রাগ ডিটেকশন যন্ত্রপাতি, মোবাইল ট্রাকার, জলপথের লজিস্ট্রিক সাপোর্ট, উন্নত মানের ড্রাগ ডিটেকশন স্ক্যানারের অভাব।

৭. **রোহিঙ্গা সমস্যা : বর্তমানে রোহিঙ্গা সমস্যা ইয়াবার প্রসারের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।**

৮. **মাদক পাচারে অভিনব কৌশল : মাদক পাচারের ক্ষেত্রে শিশু কিশোর, নারী ব্যবহারের পাশাপাশি অভিনব কৌশল ও পদ্ধতি ব্যবহার।**

অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণঃ

স্বল্প মেয়াদী কর্মপরিকল্পনাঃ

১. আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অধিদপ্তরের যথাযথ ভূমিকা রাখার প্রয়াসে সাংগঠনিক কাঠামো যুগোপযুগি করা।

২. অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজেশন এর আওতায় আনা।

৩. অধিদপ্তরের সংযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেট এর মাধ্যমে স্ট্রাইকিং ফোর্স-কে কার্যকর করা।

৪. অধিদপ্তরের শূন্যপদে নিয়োগ প্রদান;

৫. ইসলামিক ফাউন্ডেশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থার স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে মাদকবিরোধী কর্মশালার আয়োজন;

৬. অধিদপ্তরের অপারেশন ও গোয়েন্দা শাখার আধুনিকায়নঃ মোবাইল ট্র্যাকিং সুবিধা পাওয়ার জন্য অধিদপ্তরকে বিটিআরসির সংশ্লিষ্ট শাখায় অন্তর্ভুক্ত করা এবং মাদকপ্রবণ এলাকায় আলাদা মোবাইল ট্র্যাকিং যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা;

৭. 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০' এর ৬৮(২) ধারার বিধান মোতাবেক সংশ্লিষ্ট সকল বিধিমালা চূড়ান্তকরণ;

৮. উচ্চ শিক্ষাঙ্গণ/ক্রীড়াঙ্গণে ভর্তি, ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এবং চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ধারা-২৪/৪ মোতাবেক বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ডোপ টেস্ট **পুরোপুরি** চালুকরণ; এবং

৯. কারাগারে মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা।

মধ্যমেয়াদী কর্মপরিকল্পনাঃ

১. মাদকের অপব্যবহার ভিত্তিক মাদকবিরোধী শর্টফিল্ম, টিভি ফিলার, প্রামাণ্য চিত্র ও মাদকবিরোধী অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার;

২. মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণায় ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াকে সম্পৃক্তকরণ;

৩. মাধ্যমিক হতে তদুর্ধ্ব পর্যায়ের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন;

৪. অধিদপ্তরের অপারেশন ও গোয়েন্দা শাখার আধুনিকায়নঃ গোয়েন্দা সংস্থা ও পুলিশ বিভাগের সহায়তায় অধিদপ্তরের সকল এনফোর্সমেন্ট সদস্যকে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ দেয়া ও ডাটাবেজ তৈরির জন্য দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা;

৫. অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ একাডেমি স্থাপন ।

দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনাঃ

১. অধিদপ্তরকে আধুনিক ও যুগোপযোগী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা;

২. প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গঠিত কমিটির ফোকাল পয়েন্ট শিক্ষককে মাদক সচেতনতামূলক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;

৩. ৭টি (রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, খুলনা, চট্টগ্রাম, রংপুর ও ময়মনসিংহ) বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন;

৪. প্রতিটি জেলায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ের জন্য নিজস্ব ভবন নির্মাণ এবং

৫. বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের জরিপ করা।

মাদকসমস্যা ও সমাধানে করণীয়ঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সমাজকে মাদকমুক্ত করার প্রত্যয় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্বজুড়ে মাদককে এখন ভয়ঙ্কর বিপদ হিসেবে দেখা হচ্ছে। গভীর এই বিপদ রাতারাতি কাটিয়ে ওঠা যাবে না। সমূলে উৎপাটন করাও সহজ নয়। তবে বাস্তবভিত্তিক ও কৌশলী পদক্ষেপে মাদক সমস্যা নিরসনে দ্রুত সাফল্য আসতে পারে। বৈশ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কিছু পদক্ষেপ হতে পারে নিম্নরূপ-

১. **বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান :** মাদক আগ্রাসন ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্র-বৃটেনের মতো উন্নত দেশগুলোর আদলে পৃথক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে গড়ে তুলতে পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়টি ভাবতে হবে। সারকথা হলো, এ অধিদপ্তরকে বিশ্বমানে উন্নীত করতে হবে;

২. **স্ট্রাইকিং ফোর্স :** অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট শক্তিশালী করার জন্য বিভাগীয় শহর এবং সিটি কর্পোরেশনসমূহে র‍্যাব-এর মতো স্ট্রাইকিং ফোর্স সৃষ্টি করা যেতে পারে;

৩. **বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ :** জনসচেতনামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার প্রয়োজনে এনজিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিটি লিডারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

৪. **মিডিয়ার ভূমিকা :** ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াকে মাদকবিরোধী জনসচেতনতা সৃষ্টিতে সম্পৃক্ত করা;

৫. **জেলাভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানের নিরাময় কেন্দ্র :** মাদকাসক্তদের চিকিৎসা প্রদানের জন্য প্রতিটি জেলায় আন্তর্জাতিক মানের নিরাময় কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে;

৬. **সীমান্ত ও সেফটি নেটওয়ার্ক :** সীমান্ত এলাকায় মাদক পাচারে জড়িত অতি দরিদ্রদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সেফটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনা;

৭. **একাডেমিক শিক্ষা :** পাঠ্যবইয়ে আরও গুরুত্ব দিয়ে মাদকের উপর বিষয় সন্নিবেশ করতে হবে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদক আগ্রাসনের মতো বহুমুখী ও জটিল একটি সমস্যা সমাধানে কাজ করে যাচ্ছে । প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট রয়েছেন। ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন তারা। কিন্তু শুধু আইনের প্রয়োগ করে কোনো একক সংস্থার পক্ষে এ জটিল সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ, সমাজের সর্বস্তরের বিশেষ করে শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা, বিভিন্ন পেশাজীবী এবং গণমাধ্যমের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মাদকবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। দেশে মাদকের প্রবাহ রোধ করে সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ, জনসচেতনতা সৃষ্টি করে চাহিদা হ্রাস এবং ক্ষতি কমাতে আসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে অধিদপ্তর সর্বোচ্চ নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে। ব্যাপক পরিসরের এ কার্যক্রম আরো বেগবান ও ফলপ্রসূ করতে প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি, কর্মীদের দক্ষতা ও মানোন্নয়ন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সবার আন্তরিক সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরি। তাহলেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত মাদকমুক্ত দেশ গড়ার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হবে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

ভূমিকা: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সরকারের একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। দুর্জয় সাহস, অমিত মনোবল আর দৃঢ়প্রত্যয়ে গতি, সেবা ও ত্যাগের মূল মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণ সর্বদা মানব সেবায় নিয়োজিত। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট সকল দুর্যোগে সরকারের প্রথম সাড়াদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর বর্তমানে অগ্নিপ্রতিরোধ ও নির্বাপণসহ অন্যান্য বহুমাত্রিক সেবায় নিয়োজিত। বর্তমান সরকার এ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বাস্তবমুখী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করায় একদিকে প্রতিষ্ঠানটির সেবার গুণগতমান উন্নীত হয়েছে, অপরদিকে প্রতিষ্ঠানটির সেবামূলক কার্যক্রমও সম্প্রসারিত হয়েছে।

ক্রমবিকাশ: প্রদানের লক্ষ্যে পদক নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়।

১৯৩৯-৪০ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক অবিভক্ত ব্রিটিশ ভারতে কলকাতা শহরের জন্য কলকাতা ফায়ার সার্ভিস এবং অবিভক্ত বাংলার জন্য (কলকাতা ব্যতীত) বেঙ্গল ফায়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্তির পর বেঙ্গল ফায়ার সার্ভিস পূর্ব পাকিস্তান ফায়ার সার্ভিস নামে আত্মপ্রকাশ করে। তৎকালীন ঢাকার সদরঘাট ফায়ার স্টেশন পূর্ব পাকিস্তান ফায়ার সার্ভিস হেডকোয়ার্টার্স হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং মিঃ এম আর ভূঁইয়া পূর্ব পাকিস্তান ফায়ার সার্ভিস-এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে স্বাধীনতা লাভের পর পূর্ব পাকিস্তান ফায়ার সার্ভিস বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস পরিদপ্তরে রূপ লাভ করে। সে সময় পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মিঃ নূরুল করিম জুনায়েদ।

১৯৭৮ সালে ফায়ার সার্ভিসের সদর দপ্তর ঢাকার সদরঘাট থেকে ঢাকার কাজী আলাউদ্দীন রোডে স্থানান্তর করা হয়।

১৯৮১ সালের ৯ এপ্রিল সরকারি উদ্যোগে ফায়ার সার্ভিস পরিদপ্তর এবং সিভিল ডিফেন্স পরিদপ্তরের সমন্বয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরে সড়ক ও জনপথ বিভাগের রেসকিউ ইউনিটকে এর সাথে সংযুক্ত করা হয়।

২০১৩ সালের ৬ ফ্রেব্রুয়ারি ‘ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স নারী কল্যাণ সমিতি’ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নিবন্ধন লাভ করে।

২০১৬ সালের ৬ ডিসেম্বর ফায়ার সার্ভিস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট গঠন করা হয়। ২০১৮ সালের ৪ নভেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুগ্রহপূর্বক ফায়ার সার্ভিস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টে ২০ কোটি টাকা সিডমানি প্রদান করেন।

২০১৮ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর স্টেশন অফিসার ও সমমান পদ এবং ওয়্যারহাউজ ইন্সপেক্টর পদের বেতন ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়।

২০২০ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি লিডার এবং ফায়ারম্যান ও সমমান পদগুলোর বেতন ১৮তম গ্রেড থেকে ১৭তম গ্রেডে উন্নীত করা হয়।

২০২০ সালের ২৬ জুলাই সরকারি কর্মচারী কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবার ৮ লাখ এবং স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে ৪ লাখ টাকা প্রাপ্তি সংক্রান্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আর্থিক অনুদান নীতিমালায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২০২০ সালের ২৩ আগস্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর ব্যবহৃত ৩ রঙের ইউনিফরমের ডিজাইন, রং ও পেটেন্ট-এর নিবন্ধন স্বত্ব লাভ করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স।

২০২০ সালের ২৬ নভেম্বর অপারেশনাল কাজে বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে অপারেশনাল কর্মীদের জন্য রাষ্ট্রীয় পদক প্রদানের লক্ষ্যে পদক নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়।

রূপকল্প : অগ্নিকান্ডসহ সকল দুর্যোগ মোকাবিলা ও নাগরিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সক্ষমতা অর্জন।

অভিলক্ষ্য : দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় জীবন ও সম্পদ রক্ষার মাধ্যমে নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

আইন ও বিধি:

Fire Service Ordinance-1959 রহিত করে ২০০৩ সালে প্রণীত ‘অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন-২০০৩’ দ্বারা বর্তমানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। কার্যকর রয়েছে সিভিল ডিফেন্স অ্যাক্ট-১৯৫২-ও। এছাড়া ‘অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা’-এর সংশোধন প্রক্রিয়া চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

মহান মুক্তিযুদ্ধে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অবদানঃ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেনঃ ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’ তখন পলাশী ফায়ার স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ নূরুল ইসলাম স্থানীয় ছাত্র-জনতাকে ‘অগ্নিনিরাপত্তা’ বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়ার নামে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করেন। এতে প্রচন্ড ক্ষিপ্ত হয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পলাশী ফায়ার স্টেশনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে অগ্নিসেনা ও সংগ্রামী ছাত্র-জনতার ওপর ব্রাশ ফায়ার করে। এতে ঘটনাস্থলেই শহিদ হন পলাশী ফায়ার স্টেশনের ৯ জন অগ্নিসেনা ও স্থানীয় ৭ জন ছাত্র-জনতা।

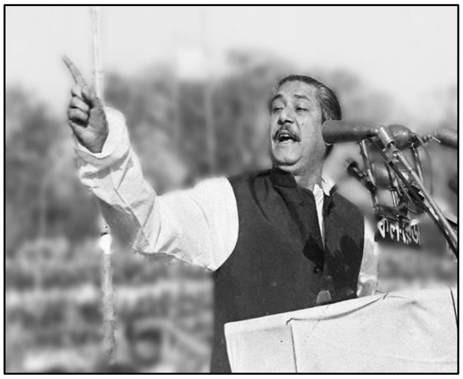

জাতির পিতা এবং বীর শহিদদের স্মরণে নির্মিত মিরপুর ট্রেনিং কমপ্লেক্সের শহিদ স্মৃতিস্তম্ভে বিনম্র শ্রদ্ধা

একইভাবে সারাদেশের বিভিন্ন ফায়ার স্টেশনের অগ্নিসেনারা মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। ফায়ার সার্ভিস ফুটবল দলের তদানীন্তন খেলোয়াড় মুক্তিযুদ্ধে শাহাদত বরণকারী শহিদ চান্দুর নামে পরে বগুড়ায় গড়ে ওঠে শহিদ চান্দু স্টেডিয়াম। নাম না জানা আরো অনেক অগ্নিসেনাই মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মাহুতি দিয়েছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিসের আত্মাহুতি দেয়া এসব অগ্নিসেনা বীর শহিদদের স্মরণে ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত ফায়ার সার্ভিসের ট্রেনিং কমপ্লেক্সে বর্তমান সরকারের সময়ে গড়ে উঠেছে 'শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ'।

মুক্তিযুদ্ধে সারাদেশে শহিদ অগ্নিসেনা ও ছাত্র-জনতাদের মধ্যে শাহাদত বরণকারী ৩২ জনের নামের তালিকা পাওয়া যায়। এরা হলেন ১. শহিদ আলমাস আলী, ফায়ারম্যান, পলাশী ব্যারাক ফায়ার স্টেশন, ঢাকা; ২. শহিদ আবদুল হাকিম, ফায়ারম্যান, পলাশী ব্যারাক ফায়ার স্টেশন, ঢাকা; ৩. শহিদ আওলাদ হোসেন, ফায়ারম্যান, পলাশী ব্যারাক ফায়ার স্টেশন, ঢাকা; ৪. শহিদ অখিল উদ্দিন, ফায়ারম্যান, পলাশী ব্যারাক ফায়ার স্টেশন, ঢাকা; ৫. শহিদ হাবিব খান, লিডার, পলাশী ব্যারাক ফায়ার স্টেশন, ঢাকা; ৬. শহিদ আক্কেল আলী, ড্রাইভার, পলাশী ব্যারাক ফায়ার স্টেশন, ঢাকা; ৭. শহিদ আবুল হাসেম, ড্রাইভার, পলাশী ব্যারাক ফায়ার স্টেশন, ঢাকা; ৮. শহিদ ওয়াজুদ্দিন, ড্রাইভার, পলাশী ব্যারাক ফায়ার স্টেশন, ঢাকা; ৯. শহিদ আব্দুল হালিম, ড্রাইভার, পলাশী ব্যারাক ফায়ার স্টেশন, ঢাকা; ১০. শহিদ আহেদ আলী জাহিদ, ফায়ারম্যান, তেজগাঁও ফায়ার স্টেশন, ঢাকা; ১১. শহিদ মজিবর রহমান, ফায়ারম্যান, সদরঘাট ফায়ার স্টেশন, ঢাকা; ১২. শহিদ শফিউদ্দিন বেপারি, ফায়ারম্যান, আদমজী (ডেমরা) ফায়ার স্টেশন, ঢাকা; ১৩. শহিদ দেবাশীষ বড়ুয়া, ফায়ারম্যান, আগ্রাবাদ ফায়ার স্টেশন, চট্টগ্রাম; ১৪. শহিদ আব্দুল গফুর, ফায়ারম্যান, বায়েজীদ বোস্তামী ফায়ার স্টেশন, চট্টগ্রাম; ১৫. শহিদ আমিনুল ইসলাম, ফায়ারম্যান, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ফায়ার স্টেশন; ১৬. শহিদ মকবুল হোসেন, স্টেশন অফিসার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ফায়ার স্টেশন; ১৭. শহিদ আবুল হোসেন (সপরিবারে), স্টেশন অফিসার, নওগাঁ ফায়ার স্টেশন; ১৮. শহিদ মোঃ শফিউল্লাহ, ড্রাইভার, নওগাঁও ফায়ার স্টেশন, রাজশাহী; ১৯. শহিদ আবুল হোসেন, ফায়ারম্যান, রাজশাহী সদর ফায়ার স্টেশন, রাজশাহী; ২০. শহিদ আবু সুফিয়ান, ফায়ারম্যান, সৈয়দপুর ফায়ার স্টেশন; ২১. শহিদ নূরুল হুদা, ফায়ারম্যান, সৈয়দপুর ফায়ার স্টেশন; ২২. শহিদ আবদুল মান্নান, ফায়ারম্যান, বগুড়া ফায়ার স্টেশন; ২৩. শহিদ আবদুর রহিম, ফায়ারম্যান, লালমনিরহাট ফায়ার স্টেশন; ২৪. শহিদ আবুল কালাম আজাদ, ড্রাইভার, লালমনিরহাট ফায়ার স্টেশন; ২৫. শহিদ মাসুদুল আলম খান চান্দু, ফায়ার সার্ভিস ফুটবল দলের খেলোয়াড়। এছাড়া পলাশী ফায়ার স্টেশনের অগ্নিসেনাদের সাথে শহিদ হন ৭ ছাত্র-জনতা। এরা হলেন ১. শহিদ কামাল উদ্দীন, সংগ্রামী ছাত্র, পলাশী ব্যারাক ফায়ার স্টেশন, ঢাকা; ২. শহিদ আব্দুল হাদি, সংগ্রামী ছাত্র, পলাশী ব্যারাক ফায়ার স্টেশন, ঢাকা; ৩. শহিদ মোঃ শামসুদ্দিন, সংগ্রামী ছাত্র, পলাশী ব্যারাক ফায়ার স্টেশন, ঢাকা; ৪. শহিদ হেদায়েত উল্লাহ, সংগ্রামী জনতা, পলাশী ব্যারাক ফায়ার স্টেশন, ঢাকা; ৫. শহিদ মোঃ মজনু মিয়া, সংগ্রামী জনতা, পলাশী ব্যারাক ফায়ার স্টেশন, ঢাকা; ৬. শহিদ মমতাজ উদ্দিন, সংগ্রামী জনতা, পলাশী ব্যারাক ফায়ার স্টেশন, ঢাকা; ৭. শহিদ তাজ উদ্দিন, সংগ্রামী জনতা, পলাশী ব্যারাক ফায়ার স্টেশন, ঢাকা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুদানঃ সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারাদেশের প্রতিটি উপজেলায় ন্যূনতম একটি করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন নির্মাণের যুগান্তকারী ঘোষণা দেন। এর আগে ফায়ার সার্ভিস সপ্তাহ-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অনুগ্রহপূর্বক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে তিনি ফায়ার সার্ভিসকে ঢেলে সাজানোর নির্দেশনা দেন। তিনি ফায়ার সার্ভিস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টকে ২০ কোটি টাকার অনুদান (সিড মানি) দিয়েছেন। এছাড়া তিনি সম্প্রতি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে ৩টি জাম্বু কুশন হস্তান্তর করেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু ফায়ার একাডেমি করার বিষয়ে সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ফায়ার সার্ভিস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টকে সম্প্রতি ২০ কোটি টাকার সিডমানি প্রদান করেন

সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ফায়ার সার্ভিসকে ৩টি জাম্বু কুশন হস্তান্তর করেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২০টি ফায়ার স্টেশনের শুভ উদ্বোধন: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৭ ডিসেম্বর ২০২০ অনুগ্রহপূর্বক সারা দেশে নির্মাণসম্পন্ন ২০টি ফায়ার স্টেশনের শুভ উদ্বোধন করেন। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ২০টি ফায়ার স্টেশনের শুভ উদ্বোধন করেন তার মধ্যে ১৯টি ফায়ার স্টেশন ১৫৬ প্রকল্পের এবং ১টি ফায়ার স্টেশন সংশোধিত ৪৬ প্রকল্পের। ১৫৬ প্রকল্পের ফায়ার স্টেশনগুলো হলোঃ নওগাঁ জেলার রাণীনগর ফায়ার স্টেশন; মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর; রাজশাহী জেলার মোহনপুর; চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল; পাবনা জেলার আটঘরিয়া; বি.বাড়িয়া জেলার নবীনগর; শরিয়তপুর জেলার জাজিরা; কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ; বগুড়া জেলার শাহজাহানপুর ও আদমদিঘী; জয়পুরহাট জেলার ক্ষেতলাল; সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি ও কলারোয়া; নেত্রকোণা জেলার বারহাট্টা; বরিশাল জেলার হিজলা; মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর; পিরোজপুর জেলার ইন্দুরকানী; চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ, পাবনা জেলার সাঁথিয়া এবং সংশোধিত ৪৬ প্রকল্পের সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর ফায়ার স্টেশন।

২৭ ডিসেম্বর ২০২০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ২০টি ফায়ার স্টেশনের শুভ উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন হওয়া মানিকগঞ্জের হরিরামপুর ফায়ার স্টেশন

২০২০ সালের ২৭ ডিসেম্বর ২০টি ফায়ার স্টেশনের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন হওয়া রাজশাহীর মোহনপুর ফায়ার স্টেশন।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০২০ উদযাপন: ১৯ থেকে ২১ নভেম্বর ২০২০ সারা দেশে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত কর্মসূচি নিয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ পালিত হয়। ২০২০ সালের ১৯ নভেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০২০-এর শুভ উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি। এ সময় সপ্তাহের উদ্বোধন ভেন্যু ফায়ার সার্ভিষ ও সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং কমপ্লেক্স, মিরপুরে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও পরিচালকগণসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। জনসচেতনতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং জনসম্পৃক্ততার উদ্দেশে প্রতিবছর এই কর্মসূচি পালন করা হয়ে থাকে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফায়ার সার্ভিস সপ্তাহ-২০২০-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন

বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে রাষ্ট্রীয় পদক প্রদান: ২০২০ সালের ২১ নভেম্বর ফায়ার সার্ভিস সপ্তাহের সমাপনী দিবসে বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ৪৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে রাষ্ট্রীয় পদক প্রদান করা হয়। অপারেশনাল কাজে সাহসীকতা ও বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য এদের মনোনিত করা হয়। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০২০ এর সমাপনী দিবসে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সুরক্ষা সেবা বিভাগের তৎকালীন সচিব জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান অনুগ্রহপূর্বক পদকপ্রাপ্তদের পদক পরিয়ে দেন। উল্লেখ্য, বর্তমান সরকার রাষ্ট্রীয় পদকের সংখ্যা প্রতি বছরের জন্য ৪টি থেকে বৃদ্ধি করে ৫০টি এবং সম্মানী ১০,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকায় নির্ধারণ করেছে। পদকপ্রাপ্তদের মাসিক সম্মানীর পরিমাণও ১৫০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৫০০ টাকা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ২৬ নভেম্বর এই পদক প্রদানের বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়।

পেশাগতকাজে অসীম সাহসিকতার স্বীকৃতি রাষ্ট্রীয় পদক পরিয়ে দিচ্ছেন সুরক্ষা সেবা বিভাগের তৎকালীন সচিব জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান।

ফায়ার সার্ভিসের কার্যাবলি:

(১) অগ্নিনির্বাপণ, অগ্নিপ্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করা এবং যেকোনো দুর্ঘটনা/দুর্যোগে অনুসন্ধান ও উদ্ধারকার্য পরিচালনা করা;

(২) দুর্ঘটনা ও দুর্যোগে আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান, গুরুতর আহতদের দ্রুত হাসপাতালে প্রেরণ এবং রোগীদের অ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান;

(৩) অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয়সাধনপূর্বক অগ্নিদুর্ঘটনাসহ যে কোন দুর্যোগ মোকাবেলা ও জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা;

(৪) বহুতল ভবন, বাণিজ্যিক ভবন, শিল্প কারখানা ও বস্তি এলাকায় অগ্নিদুর্ঘটনা রোধকল্পে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, পরামর্শ প্রদান ও মহড়া পরিচালনা করা;

অগ্নিনিরাপত্তা বৃদ্ধিতে গাউছিয়া মার্কেটে ফায়ার সার্ভিসের সচেতনতুমূলক মহড়া।

উন্নয়ন মেলায় ফায়ার সার্ভিসের সরঞ্জাম প্রদর্শনী।

(৫) অধিদপ্তরের কর্মীদের অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;

(৬) বহুতল ভবনের অগ্নিনিরাপত্তামূলক ছাড়পত্র প্রদান ও ছাড়পত্রের শর্তসমূহ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;

(৭) আন্তর্জাতিক অগ্নিনির্বাপণ ও বেসামরিক প্রতিরক্ষা সংস্থাসমূহের সংগে যোগাযোগ রক্ষা এবং এতদসংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সভা-সেমিনারে প্রতিনিধিত্ব করা;

(৮) অগ্নিনির্বাপণ ও বেসামরিক প্রতিরক্ষা বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;

(৯) অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকারী সাজ-সরঞ্জাম মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(১০) জাতীয় জরুরি সেবা-৯৯৯ এ পুলিশ বাহিনীর সাথে সম্মিলিতভাবে দায়িত্ব পালন করা;

(১১) অগ্নিপ্রতিরোধসহ যে-কোনো দুর্যোগ মোকাবেলায় জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ;

(১২) জান-মালের নিরাপত্তা বৃদ্ধিসহ দুর্যোগ মোকাবেলায় স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করা;

(১৩) সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারী, জনসাধারণ ও শিক্ষার্থীদের অগ্নিনির্বাপণ, অগ্নিপ্রতিরোধ ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;

(১৪) ওয়্যারহাউজ ও ওয়ার্কশপসমূহ পরিদর্শন, পরামর্শ ও শর্ত সাপেক্ষে নতুন ফায়ার লাইসেন্স প্রদান ও বিদ্যমান লাইসেন্স নবায়ন করা;

(১৫) যুদ্ধকালীন সময়ে বিমান হামলার হাত থেকে রক্ষার জন্য হুঁশিয়ারি সংকেতের মাধ্যমে সরকারি, আধাসরকারি ও সকল বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করা।

নারায়ণগঞ্জের হাশেম ফুডের অগ্নিনির্বাপণ এবং এ বিষয়ে গণমাধ্যমে কথা বলেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক

ফায়ার সার্ভিসের নতুন নতুন কার্যক্রমে অংশগ্রহণঃ বর্তমান সরকার এ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বাস্তবমুখী নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করায় প্রতিষ্ঠানটির সেবার মান যেমন উন্নত হয়েছে, তেমনি এর সেবাক্ষেত্রও অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে। নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি এ প্রতিষ্ঠানের কর্মীবাহিনী জঙ্গিবিরোধী যৌথ অভিযানে অংশ নিচ্ছে। এ পর্যন্ত মোট ১৯৯ জনকে এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশে করোনাভাইরাস সংক্রমিত হওয়ার প্রাক্কালে তা প্রতিরোধে এবং এ বিষয়ে

জনসচেতনতা সৃষ্টিতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে ফায়ার সার্ভিস। এছাড়া, দুর্যোগ/দুর্ঘটনা কবলিত হতাহতের পাশাপাশি পশু-পাখি-প্রাণী উদ্ধার, অসুস্থ/বৃদ্ধ/প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর চলাচলে সহায়তা ইত্যাদি কার্যক্রমও বাস্তবায়ন করছে। ঈদ ও নানা অনুষ্ঠান-উৎসবে ঘরমুখো মানুষের নিরাপত্তায় লঞ্চ টার্মিনালগুলোতে ইউনিট মোতায়েন, ঝড়ে বিপর্যস্ত রাস্তা যান চলাচলের উপযোগীকরণ ইত্যাদি বহুমাত্রিক সেবাকাজে নতুন করে যুক্ত হচ্ছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স। বহুমুখী পেশাগত দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এখন গণমানুষের আস্থা আর নির্ভরতার প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

ঝড়ে বিপর্যস্ত রাস্তা যানচলাচল উপযোগী করছেন ফায়ার সার্ভিস-এর কর্মীরা।

অগ্নিনিরাপত্তার জন্য অমর একুশে গ্রন্থমেলায় স্থাপিত ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ।

ফায়ার স্টেশনের পরিসংখ্যানঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিটি উপজেলায় একটি করে ফায়ার স্টেশন নির্মাণের সানুগ্রহ নির্দেশনা অনুসরণে গৃহীত প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুশাসন বাস্তবায়নের জন্য ফায়ার স্টেশন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নতুন নতুন ফায়ার স্টেশন নির্মাণ শেষে চালু করা হচ্ছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে সারাদেশে ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি এ বিভাগের সেবার মানও সম্প্রসারিত হবে। বর্তমানে সারাদেশে চালু ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা ৪৫৬টি। চলমান প্রকল্পের কাজ শেষ হলে ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা হবে ৫৬৭টি।

বর্তমানে চালু ফায়ার স্টেশনের পরিসংখ্যানঃ

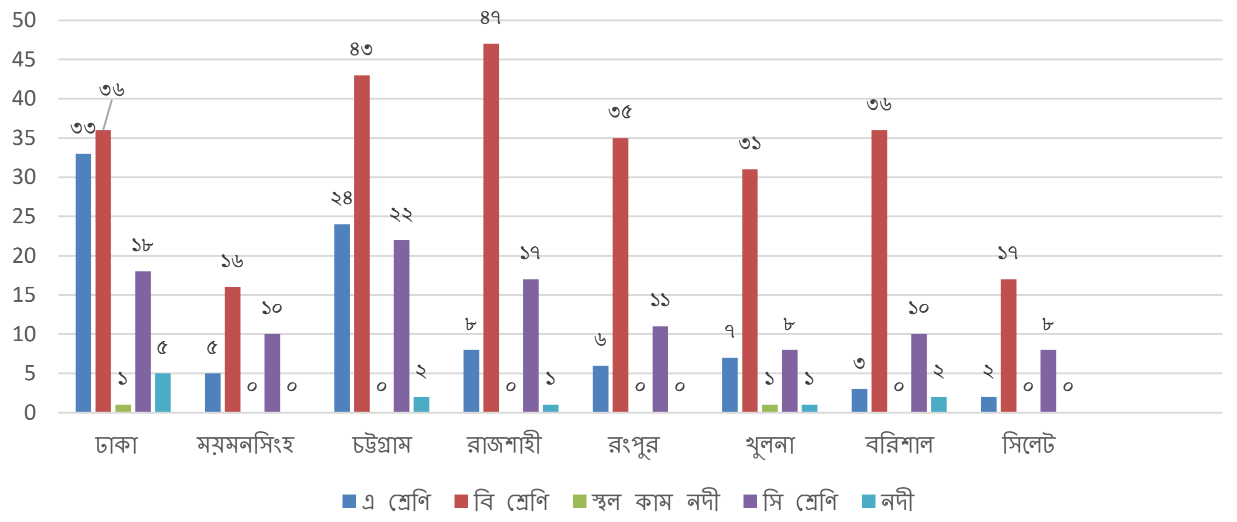

নতুন ২০টি ফায়ার স্টেশন চালুকরণঃ

২৭ ডিসেম্বর ২০২০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন হওয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর ফায়ার স্টেশন।

২৭ ডিসেম্বর ২০২০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন হওয়া ২০টি ফায়ার স্টেশনের নামফলক।

চলমান উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ অগ্নিঝুঁকি সফলভাবে মোকাবেলার লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, স্থাপনা নিয়মিত জরিপ করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে,

শপিংমল ও হাটবাজারে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবং বস্তিসমূহে বছরব্যাপী মহড়া পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এসব মহড়া ও গণসংযোগে স্টেকহোল্ডারগণও অংশ নেন। এতে দুর্যোগ-ঝুঁকি কমে আসার পাশাপাশি দুর্যোগে সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। নিচে গত আর্থিক বছরে মহড়ার পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলোঃ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহড়া	শপিংমল/ হাটবাজারে মহড়া	বহুতল ও বাণিজ্যিক ভবনে মহড়া	হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মহড়া	বস্তিতে মহড়ার সংখ্যা	সরকারি প্রতিষ্ঠানে মহড়া	বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে মহড়া	মোট মহড়ার সংখ্যা
১৯৬৪	৫৪৯২	৭১৮	৮৩২	৭১০	৬৩৭৯	৭৯৯৬	২৪,০৯১

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে তাঁর বাসভবনে অগ্নিনিরাপত্তা বিষয়ক মহড়া।

জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবসের মহড়া শেষে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের বক্তব্য।

বিদ্যমান ও প্রস্তাবিক বহুতল/বাণিজ্যিক ভবনের ছাড়পত্র প্রদানঃ অগ্নিনিরাপত্তা জোরদারের লক্ষ্যে বিভিন্ন শর্তে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত বহুতল ভবন বা বাণিজ্যিক ভবনের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়ে থাকে। সেবা গ্রহণকারীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সেফটি প্লান যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে নির্ধারিত নিরাপত্তা শর্তপূরণের শর্তে এসব ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রদানকৃত ছাড়পত্রের পরিসংখ্যান নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

ক্রমিক	বিষয়	আবেদনের সংখ্যা	ছাড়পত্র প্রদানের সংখ্যা
১	বিদ্যমান বহুতল ও বাণিজ্যিক ভবন	৭৩৬টি	৫২৯টি
২	প্রস্তাবিত বহুতল বা বাণিজ্যিক ভবন	৭৪২টি	৭০৩টি

মৌলিক সাধারণ প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন: ২০২০-২১ অর্থবছরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক অগ্নিকান্ড ও দুর্ঘটনা রোধে ৩,১৩৮টি প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ১,০৬,৪৬০ জন সাধারণ নাগরিককে মৌলিক সাধারণ প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে ১৩,০১০টি গণসংযোগ সম্পন্ন করা হয়েছে। ৯১৬টি বহুতল ভবন এবং ৪,৭৯৪টি অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়েছে।

পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ, মহড়া ও সার্ভে: পোশাকশিল্প প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে সেখানে কর্মীদের সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে প্রশিক্ষণ সুবিধা চালু করেছে ফায়ার সার্ভিস। বেশ কয়েক বছর ধরে এ বিষয়ে বিপুল সাড়া লক্ষ্য করা গেছে। নামমাত্র সার্ভিস চার্জের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে পেশাকশিল্প প্রতিষ্ঠানে ২৩৬১টি কোর্সের (প্রতিটি কোর্স ২ দিনব্যাপী) মাধ্যমে মোট ৯৪,৪৪০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অগ্নিনিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া এই সেবা সুবিধার আওতায় মোট ১০৬৮টি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানে মহড়া পরিচালনা করা হয়েছে এবং অগ্নিনিরাপত্তা বিষয়ে ৭০টি পোশাকশিল্প প্রতিষ্ঠানের ভবসমূহে সার্ভে পরিচালনা করা হয়েছে।

কমিউনিটি ভলান্টিয়ার প্রশিক্ষণ ও ভলান্টিয়ার্স ডে পালন: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতি হিসেবে ৬২ হাজার ভলান্টিয়ার প্রস্তুতের অংশ হিসেবে এ পর্যন্ত ৪৭,৪১৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরেও ১,৩৮৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ১৩০০ জন পূর্বে প্রশিক্ষিত ভলান্টিয়ারকে সতেজকরণ কোর্স করানো হয়েছে। বিভিন্ন দুর্যোগে ভলান্টিয়ারদের অনেকেই ফায়ার সার্ভিসের সাথে অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকাজে অংশগ্রহণ করছেন।

গত ৫ ডিসেম্বর ২০২০ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উদ্যোগে মিরপুর ট্রেনিং কমপ্লেক্সে ইন্টারন্যাশনাল ভলান্টিয়ার্স ডে পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে সীমিত পরিসরে স্বাস্থ্যবিধি মেনে শোভাযাত্রাসহ দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি পালন করা হয় এবং বিভিন্ন দুর্যোগে স্বঃতস্ফূর্তভাবে সাড়া প্রদান ও সাহসীকতা প্রদর্শনের স্বীকৃতি হিসেবে সারা দেশ থেকে নির্বাচিত ভলান্টিয়ারদের সম্মাননা প্রদান করা হয়।

৫ ডিসেম্বর ২০২০ ফায়ার সার্ভিসের উদ্যোগে মিরপুর ট্রেনিং কমপ্লেক্সে আন্তর্জাতিক ভলান্টিয়ারর্স ডে পালন করা হয়।

ফায়ার সেফটি ম্যানেজার ও ফায়ার সায়েন্স অ্যান্ড অকুপেশনাল সেফটি কোর্স: দেশে অগ্নিনিরাপত্তা বৃদ্ধিতে দক্ষ জনশক্তি তৈরির উদ্দেশ্যে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের ৬ মাস ব্যাপী "Fire Safety Manager Course" এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে "Fire Scince & Occupational Safety Course" নামের দুটি ট্রেনিং কোর্স চালু করা হয়েছে, যেখানে বিপুল সাড়া লক্ষ্য করা গেছে। ইতোমধ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রামে এ দু ধরনের মোট ২০টি কোর্স সম্পন্ন হয়েছে, যেখানে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ১,৮৪৪ জন প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। বর্তমানে ১১তম ব্যাচের ৩ শিফটে চলমান কোর্সে আরো ১৮০ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন।

অন্যান্য প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান: প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ২০২০-২১ অর্থবছরেও সারা দেশে ফায়ার সার্ভিসের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত ছিল এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নাগরিককে এ সময় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এই অর্থবছরে মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন দপ্তরে ৬৪টি ব্যাচে মোট ৩,৬৮৬ জনকে অগ্নিনিরাপত্তাসহ পেশাগত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৯৭৫টি সেমিনার ও ওয়ার্কশপে (বেশিরভাগ অনলাইনে) অংশগ্রহণ করা হয়েছে। ১৫,৭৩১ জনকে অগ্নিনিরাপত্তা বিষয়ে মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় জরুরি সেবা-৯৯৯-এর কার্যক্রম: জাতীয় জরুরি সেবা-৯৯৯ এর মাধ্যমে অ্যাম্বুলেন্স সেবা নিশ্চিত করাসহ যে কোন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে তাৎক্ষণিক সাড়া প্রদান করা হচ্ছে। এ সেবার সুবিধা ব্যবহার করে সাধারণ মানুষ ২০২০-২১ সালে ২১,২৩১টি কলের মাধ্যমে বিভিন্ন জরুরি সেবা গ্রহণ করেছেন। এসব কলের মধ্যে ৭,১৩২টি ছিল অগ্নিকান্ড সম্পর্কে, ৭,৪১৪টি ছিল বিভিন্ন রকম উদ্ধারকাজ সংক্রান্ত এবং ১,৩৩৯টি কল ছিল অ্যাম্বুলেন্স সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত। এর বাইরে ফায়ার সাার্ভিসের অন্যান্য নানা ধরনের জরুরি সেবা গ্রহণের জন্য জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ আরো ৫,৩৪৬টি কল রিসিভ করা হয়েছে। এসব দুর্ঘটনার সংবাদ গ্রহণ করে তাৎক্ষণিক সাড়া প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে। এ সার্ভিসের আওতায় সেবা প্রদানের নিমিত্ত রাজস্ব খাতে বিভিন্ন ক্যাটাগরির মোট ৩৪টি পদ সৃজনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সাময়িক ব্যবস্থাপনা হিসেবে পুলিশ সদস্যদের সাথে ফায়ার সার্ভিসের ১০ জন ফায়ারফাইটারকে জাতীয় জরুরি সেবার নিয়ন্ত্রণ কক্ষে পালাক্রমে সার্বক্ষণিক ডিউটিতে নিয়োজিত রাখা হয়েছে।

অ্যাম্বুলেন্স: প্রতিটি উপজেলায় ফায়ার সার্ভিসের অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে ৩৫৭টি অ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়ে ইতোমধ্যে ফায়ার সার্ভিসের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা ৫০টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৫টি হয়েছে। এই ১৮৫টি অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে দেশব্যাপী জরুরি রোগী হাসপাতালে স্থানান্তরের সেবা দেয়া হচ্ছে। গত অর্থবছরে ক্রয়কৃত আরো ১০টি অ্যাম্বুলেন্স সেবা দেয়ার জন্য শিগগিরই কাজ শুরু করবে। দুর্যোগকালীন ও শান্তিকালীন দুই সময়েই এই সেবা ২৪ ঘন্টা দেয়া হয়ে থাকে। প্রতি কি.মি. ৯ টাকা হিসেবে ১ম ০৮ কি.মি. ১০০/- এবং ১ম ১৬ কি.মি. ১৫০/- সার্ভিস চার্জ নিয়ে এ সেবা দেয়া হয়ে থাকে। ২০২০-২১ অর্থবছরে অ্যাম্বুলেন্স কল হয়েছে সর্বমোট ১৩,৬৬৮টি, রোগী পরিবহন করা হয়েছে ১৩,৫০৯ জন এবং সার্ভিস চার্জ বাবদ আদায় হয়েছে ৪১,২১,৬২০/- (একচল্লিশ লক্ষ একুশ হাজার ছয় শত বিশ) টাকা।

নতুন ফায়ার লাইসেন্স প্রদান ও বিদ্যমান লাইসেন্স নবায়ন: বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান এর অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে নির্ধারিত ফিস প্রদান সাপেক্ষে ফায়ার লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নতুন লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে ১৫,৮৮৮টি ও নবায়ন করা হয়েছে ৫২,১১৭টি এবং এ বাবদ মোট রাজস্ব আদায় হয়েছে ১০,৭৭,৬৪,৫৯২ টাকা। এর মধ্যে নতুন লাইসেন্স ইস্যু বাবদ আদায় হয়েছে ১,৭৪,৯৬,৩৪১ টাকা এবং লাইসেন্স নবায়ন বাবদ আদায় হয়েছে ৯,০২,৬৮,২৫১ টাকা।

অনলাইনে ই-ফায়ার লাইন্সেস আবেদন গ্রহণ কার্যক্রম শুরুঃ শিল্প প্রতিষ্ঠানে অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ও জোরদার করার লক্ষ্যে ফায়ার লাইসেন্স প্রদানের যে প্রচলিত পদ্ধতি চালু রয়েছে তাতে প্রযুক্তি সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে। ডিজিটালাইজেশনের অংশ হিসেবে নাগরিক সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে গতানুগতিক পুরনো পদ্ধতির পরিবর্তে ই-ফায়ার লাইসেন্স চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাইলট প্রকল্পের আওতায় ঢাকায় এই পদ্ধতি চালু করা হয়। ২০২০-২১ আর্থিক বছরে ঢাকা জেলার অধীনে সরবরাহকৃত ফায়ার লাইসেন্স-এর ১০০% আবেদন অনলাইনে গ্রহণ করা হয়েছ। ই-ফায়ার লাইসেন্স প্রদান প্রক্রিয়াও পর্যায়ক্রমে সারাদেশে শতভাগ চালু করে তা চলমান রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

অনলাইনে অন্যান্য সেবা কার্যক্রমঃ সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ই গভর্নেন্স অধিশাখার নির্দেশনা অনুসরণে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিভিন্ন ধরনের সেবাকে সহজীকরণ ও অনলাইন করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ ই-ফায়ার অ্যান্ড সেফটি সেবা, বহুতল ভবনের অনাপত্তি সনদ প্রদান সেবা, অনলাইন স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ, ফায়ার সেফটি ম্যানেজার কোর্সে ভর্তি, ফায়ার সাইন্স অ্যান্ড অকুপেশনাল কোর্সে ভর্তি, প্যাকেজ সেলের মাধ্যমে পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রশিক্ষণ সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে অনলাইনে আবেদন ও তথ্যসেবা প্রাপ্তি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ফায়ার সার্ভিসের অপারেশনাল সেবার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য এখন আর কাউকে অধিদপ্তরে বা বিভাগীয় অফিসে যেতে হয়না, আমাদের ওয়েবসাইটে এসব তথ্য হালনাগাদ আকারে দেয়া আছে বিধায় দেশের যেকোনো প্রান্তে বসে সবাই এই সেবা গ্রহণ করতে পারেন।

ন্যাশনাল হাইওয়ের ৯০টি পয়েন্টে টহল ইউনিট মোতায়েনঃ দুর্ঘটনায় বিশেষ করে সড়ক দুর্ঘটনায় সাড়া প্রদানের সময় হ্রাস করার লক্ষ্যে হাইওয়েসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৯০টি স্থানে ফায়ার সার্ভিস এর র‍্যাপিড রেসকিউ ইউনিট মোতায়েন করা হয়েছে, যা সংক্ষেপে টহল ইউনিট নামে পরিচিত। দ্রুততম সময়ে অগ্নিকাণ্ড/দুর্ঘটনায় সাড়া প্রদানের জন্য বর্তমানে এ ইউনিটের কার্যক্রম সর্বত্র প্রশংসিত হচ্ছে। শুধু সড়ক দুর্ঘটনা নয়, বরং বিভিন্ন সময় অগ্নিদুর্ঘটনাসহ অন্যান্য দুর্ঘটনায়ও দ্রুততম সময়ের মধ্যে এসব ইউনিট থেকে রেসপন্স করা হয়ে থাকে। সার্বক্ষণিক গাড়ি-পাম্প ও জনবল নিয়ে প্রস্তুত এবং স্টেশন থেকে গ্যাপ এরিয়াগুলোতে নিয়োজিত থাকার কারণে দুর্ঘটনার সময় সাড়া প্রদানে সময়ক্ষেপণ হয় না। আধুনিক সাজসরঞ্জামে সজ্জিত অগ্নিনির্বাপণ যান, উদ্ধার যান, টু-হুইলার ওয়াটার মিস্ট ও অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে টহল ডিউটির ব্যবস্থা করায় অগ্নিকাণ্ড/দুর্ঘটনায় সাথে সাথেই এই ইউনিটের মাধ্যমে সেবা প্রদান নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। র‍্যাপিড রেসকিউ ইউনিটের সাফল্যের প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যতে এসব গ্যাপ এলাকায় নতুন নতুন ফায়ার স্টেশন স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সামনে এসেছে এবং এ জন্য প্রকল্প গ্রহণের চেষ্টা চলছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৭ ডিসেম্বর ২০২০ সারা দেশে ২০টি ফায়ার স্টেশন উদ্বোধনের সময় এ বিষয়ে সানুগ্রহ অনুশাসন দিয়েছেন। বর্তমানে সেই প্রেক্ষাপটকে সামনে নিয়ে প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম চলছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে টহল ইউনিটের কার্যক্রমের পরিসংখ্যান:

বিষয়	ঢাকা	চট্টগ্রাম	সিলেট	বরিশাল	ময়মনসিংহ	খুলনা	রাজশাহী	রংপুর
অগ্নিদুর্ঘটনা	৬৮	৬৪	০৪	০৪	৩৬	১৯	০৭	৫৬
সড়ক দুর্ঘটনা	২২৩	৬৯	০৩	৬৩	১৫২	৬৪	১৮৪	৫০
অন্যান্য দুর্ঘটনা	৪৫	০৪	-	১৩	১০	০৩	২৩	৩৯

২০২০-২১ অর্থবছরে টহল ইউনিটের কার্যক্রম চার্ট

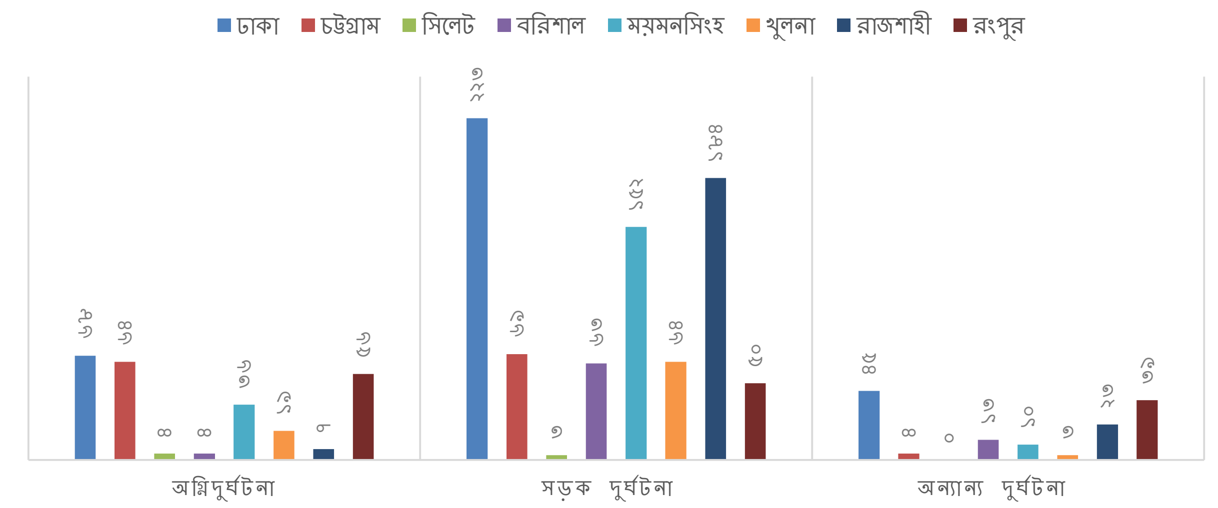

বিডা ও ওয়াসার সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরঃ ২০২০-২১ অর্থবছরে অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে সেবা প্রদান প্রক্রিয়াকে সহজ করতে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর সাথে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করেছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর। ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ বৃহস্পতিবার সকাল ১১-০০টায় ঢাকার আগারগাঁও শের-ই-বাংলা নগরে অবস্থিত বিডা কার্যালয়ে এই চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়। ফায়ার সার্ভিসের পক্ষে পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) লে. কর্নেল জিল্লুর রহমান, পিএসসি এবং বিডা-এর পক্ষে পরিচালক (ওয়ান স্টপ সার্ভিস অ্যান্ড রেগুলেটরি রিফর্ম) জনাব জীবন কৃষ্ণ সাহা রায় চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী এখন থেকে সেবা গ্রহণকারী সাধারণ জনগণ ওএসএস সিস্টেমের মাধ্যমে অগ্নিনিরাপত্তার জন্য নতুন ফায়ার লাইসেন্স সংগ্রহ, বিদ্যমান ফায়ার লাইসেন্স নবায়ন, বহুতল ভবনের ছাড়পত্র ইত্যাদি সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। এছাড়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অগ্নিদুর্ঘটনার সময় অগ্নিনির্বাপণ কাজে প্রত্যাশিত মাত্রায় পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ পেতে ওয়াসার সাথেও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।

সেবাসহজীকরণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিডা'র সাথে ফায়ার সার্ভিসের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

সেবাসহজীকরণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ওয়াসা'র সাথে ফায়ার সার্ভিসের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

ঘূর্ণিঝড় ইয়াস-এ গৃহীত কার্যক্রমঃ গত অর্থবছরে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড় 'ইয়াস'-এর সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি কমাতে বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করে ফায়ার সার্ভিস। সকল ছুটি বাতিল করে দুর্যোগপ্রবণ এলাকার সকল ফায়ার স্টেশন স্ট্যান্ডবাই ডিউটিতে রাখা হয়। কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খুলে সার্বিক অবস্থা মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ। ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী উদ্ধারকাজে অংশ নেয় ফায়ার সার্ভিস। এছাড়া এসব ঘূর্ণিঝড়ের ফলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হওয়ার অংশ হিসেবে রাস্তাঘাটে জনমানব ও যান চলাচল বাঁধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ঘূর্ণিঝড় 'ইয়াস'-এর সময় ১৮টি উপকূলীয় জেলায় ১০৮টি ফায়ার স্টেশন কর্তৃক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ সময় ওয়াটার রেসকিউ টিম গঠন করা হয় এবং উক্ত ফায়ার স্টেশনের জনবলকে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত রাখা হয়। উক্ত উপকুলীয় জেলায় ৩০১৩ জন ভলান্টিয়ার প্রস্তুত রাখা হয়। ৭২টি টোয়িং ভেহিক্যাল, ৩০টি অ্যাম্বুলেন্স, ০৮টি ওয়াটার রেসকিউ বোট, ০৭টি ডুবুরি টিম ও ১০৫ সেট উদ্ধার সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখা হয়। পানিবন্দি মোট ৩৩ জন লোক সহ অন্যান্য জীবজন্তু প্রশাসনের সাথে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে সহযোগিতা প্রদান করা হয়। ঘূর্ণিঝড় ইয়াস-এ গাছ উপড়ে পড়ে রাস্তা যান চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়লে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার ফায়ার সার্ভিসের কর্মীগণ গাছ অপসারণ করে রাস্তা জনমানব ও যান চলাচলের উপযোগী করে তুলে।

ডেঙ্গুপ্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রমঃ অর্থবছরের মাঝামাঝি থেকে ঢাকায় ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়তে থাকে। সবসময় শিশুরাই এই রোগে আক্রান্তের আশঙ্কা থাকলেও এ বছর প্রাপ্তবয়স্কদেরও ডেঙ্গুতে আক্রান্ত এবং মারা যাওয়ার ঘটনা ঘটতে থাকে। ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়ার সাথে সাথে সরকারি নির্দেশনা মেনে ঢাকা শহরে অবস্থিত সদর দপ্তরের পাশাপাশি অন্যান্য ফায়ার স্টেশনেও পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হয় এবং সিটি করপোরেশনের পাশাপাশি নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নিয়মিত মশার ওষুধ ছিটানো হয়। পাশাপাশি দেশের অন্যান্য স্থানেও ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়। এসব পদক্ষেপের কারণে ফায়ার সার্ভিসের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সর্বশেষ তথ্যমতে ফায়ার সার্ভিসের কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী বা তাদের ছেলে-মেয়েদের কারো ডেঙ্গু আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটেনি। এছাড়া ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে মোবাইল কোর্টের নিয়মিত অভিযান পরিচালনাকারী দল নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে ২০২১ সালের জুন মাসে ফায়ার সার্ভিসের সদর দপ্তরে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে কোথাও কোনো রকম ডেঙ্গু মশার লার্ভা: গত দেখতে না পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং পরিচালক (প্রশাঃ ও অর্থ) মহোদয়কে ও তাঁর মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে নিজস্ব উদ্যোগেও ফায়ার সার্ভিসের অফিস আঙিনায় নিয়মিত মশার ওষুধ ছিটানোর দৃশ্য।

গত অর্থবছরের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দুর্ঘটনায় গৃহীত কার্যক্রম:

বায়তুস সালাত জামে মসজিদ, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ-এ অগ্নিদুর্ঘটনা ও বিস্ফোরণ:

গত ০৪.০৯.২০২০ তারিখ ২০:৪৬ মিনিটের সময় বায়তুস সালাত জামে মসজিদ, পশ্চিম তল্লারবাগ, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জে অগ্নিকান্ড ও বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। সংবাদ পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন ফায়ার স্টেশন দুর্ঘটনাস্থলে অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে। পরে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পরিচালক (অপাঃ ও মেইনঃ)সহ জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাগণ ঘটনাস্থলে যান এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানসহ ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণে করেন। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয়, মিথেন গ্যাস ছড়িয়ে পড়ায় বৈদ্যুতিক স্পার্কের সংস্পর্শে আসার কারণে অগ্নিকান্ডের সূত্রপাত। ফায়ার সার্ভিস কর্তৃক গ্যাস ডিটেক্টর ব্যবহারের মাধ্যমে মসজিদের অভ্যন্তরে ১৭% এলইএল মিথেন গ্যাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়। উক্ত আগুনে মসজিদে নামাজরত ৩৮ জন মুসল্লি আগুনে দগ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন। আহতদের ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় জনগণ কর্তৃক উদ্ধার করে প্রাথমিকভাবে স্থানীয় ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল ও পরে শেখ হাসিনা বার্ন ট্রিটমেন্ট হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

বায়তুস সালাত জামে মসজিদ, দুর্ঘটনার পর ভেতরের দৃশ্য।

উদ্ধারকৃত আহতদের শেখ হাসিনা বার্ন ট্রিটমেন্ট হাসপাতালে চিকিৎসা প্রদান।

১ নং হাসিনা মার্কেট, কারওয়ানবাজার, ঢাকায় সংঘটিত অগ্নিদুর্ঘটনা: গত ২৭.০২.২০২১ রাত ২১.০৭ টায় সংবাদ আসে যে, ১ নং হাসিনা মার্কেট, কারওয়ান বাজার-এ আগুন লেগেছে। সংবাদ প্রাপ্তির সাথে সাথে তেজগাঁও ফায়ার স্টেশন, মোহাম্মদপুর ফায়ার স্টেশন এবং সিদ্দিকবাজার ফায়ার স্টেশন হতে প্রয়োজনীয় গাড়ি-পাম্প ও ক্রাউড কন্ট্রোল টিম আগুনে গমন করে। পরে জোন প্রধান, উপসহকারী পরিচালক (ঢাকা জোন-২); সহকারী পরিচালক, ঢাকা; উপপরিচালক, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা এবং পরিচালক (অপাঃ ও মেইনঃ) মহোদয় আগুনে গমন করেন। পরিচালক (অপাঃ ও মেইনঃ) মহোদয়-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ২২:১০ মিনিটের সময় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ২৩:৩০ মিনিটের সময় উক্ত আগুন সম্পূর্ণভাবে নির্বাপণ করা হয়। উল্লেখিত আগুনে টিনশেড ২য় তলা মার্কেটের ১ম তলায় মুদি দোকান, খাবার হোটেল, মোবাইলের দোকান, লুঙ্গির গোডাউন ও কাঁচা মালের দোকান এবং ২য় তলায় বিভিন্ন পরিমাপের আবাসিক কক্ষে থাকা বিভিন্ন মালামাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে আগুনে কোনো প্রকার আহত-নিহতের ঘটনা ঘটেনি।

ঢাকার কারওয়ানবাজারে অবস্থিত হাসিনা মার্কেটে ফায়ার সার্ভিসের অগ্নিনির্বাপণ।

অগ্নিনির্বাপণ শেষে পরিচালক (অপাঃ ও মেইনঃ) মহোদয়ের প্রেস ব্রিফ।

উখিয়া বালুখালী রোহিঙ্গা ক্যাম্প, কক্সবাজার-এ অগ্নিকান্ড: কক্সবাজারের উখিয়া বালুখালীতে অবস্থিত রোহিঙ্গা ক্যাম্পে গত ২২-০৩-২০২১ তারিখে এক ভয়াবহ অগ্নিদুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। এই অগ্নিকান্ডে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের শতাধিক ঘর-বাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ক্যাম্পসমূহে স্থাপিত অস্থায়ী ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা জনবল ও গাড়ি-পাম্প নিয়ে তাতে রেসপন্স করে। অগ্নিনির্বাপণের পাশাপাশি তারা আটকেপড়াদের উদ্ধার করে। উক্ত আগুনে ৩ জন পুরুষ, ২ জন মহিলা ও ২টি শিশুসহ মোট ৭ জন অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়। ফায়ার সার্ভিস কর্তৃক নিহতদের উদ্ধার করে বডিব্যাগের মাধ্যমে স্থানীয় পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়। তবে ক্ষতিগ্রস্ত ক্যাম্পের সংখ্যা, ক্ষতিগ্রস্ত ঘরের সংখ্যা, আগুন লাগার কারণ, ক্ষতি ও উদ্ধারের পরিমাণ তাৎক্ষণিক নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল-এর আইসিইউতে অগ্নিদুর্ঘটনা: গত ১৭.০৩.২০২১ সকাল ৮.১০টার সময় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল-২-এর ১০ তলা বিশিষ্ট ভবনের ৩য় তলায় করোনা ইউনিটের (কোভিড-১৯) আইসিইউ-তে অগ্নিদুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সংবাদ পেয়ে পলাশী ফায়ার স্টেশন এবং সিদ্দিকবাজার ফায়ার স্টেশন থেকে জনবল ও গাড়ি-পাম্প ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ঘটনাস্থলে গিয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা প্রচন্ড ধোঁয়ায় আইসিইউর ভেতরে আটকেপড়া ১ জন রোগীকে জীবিত উদ্ধার করেন এবং অগ্নিনির্বাপণকাজ শুরু করেন। ইতোমধ্যে উপসহকারী পরিচালক, ঢাকা জোন-১; সহকারী পরিচালক, ঢাকা ও সহকারী পরিচালক (অপারেশন) ঘটনাস্থলে আগমন করেন। সহকারী পরিচালক, ঢাকা-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে হাসপাতালের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অন্যদের সহযোগিতায় ৮.৪০টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ৯.৩৫টায় সম্পূর্ণ নির্বাপিত হয়। কোনো নিহতের ঘটনা ঘটেনি।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ভবন-২ এবং অগ্নিদুর্ঘটনাকবলিত আইসিইউ।

মতিঝিলের আদমজী কোর্ট ভবনের অগ্নিকাণ্ড: গত ২২.০৩.২০২১ তারিখ ১৩:৩৪ ঘটিকার সময় মতিঝিলের আদমজী কোর্ট বিল্ডিং, বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন ভবনে অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয়েছে বলে সংবাদ আসে। সংবাদ পাওয়ার পর খিলগাঁও ফায়ার স্টেশনের মতিঝিল টহলরত ফোম টেন্ডার গাড়ি এবং সিদ্দিকবাজার ফায়ার স্টেশন হতে প্রয়োজনীয় গাড়ি-পাম্প ও জনবল নিয়ে সিনিয়র স্টেশন অফিসার দুর্ঘটনাস্থলে গমন করেন। পরে উপসহকারী পরিচালক, ঢাকা জোন-১; সহকারী পরিচালক, ঢাকা; সহকারী পরিচালক (অপারেশন), উপপরিচালক, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা; উপপরিচালক (অপারেশন), পরিচালক (অপাঃ ও মেইনঃ) এবং মহাপরিচালক মহোদয় আগুনে গমন করেন। মহাপরিচালক মহোদয়-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ১৫:৩০ মিনিটের সময় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ১৯:১০ মিনিটের সময় উক্ত আগুন সম্পূর্ণভাবে নির্বাপণ করা হয়। উল্লেখিত আগুনে বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনের ৭৮০০ বর্গফুট পরিমাপের ৭ তলা ভবনের ৭ম তলায় গোডাউনে রক্ষিত পুরনো নথিপত্র, আলমারি, কেবিনেট, বস্তা, ব্যাগ, ফাইলপত্র, ডেকোরেশন প্লাইউড, এসি ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং উক্ত আগুনে ২ জন ফায়ারফাইটার আহত হন। তবে কারো নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটেনি।

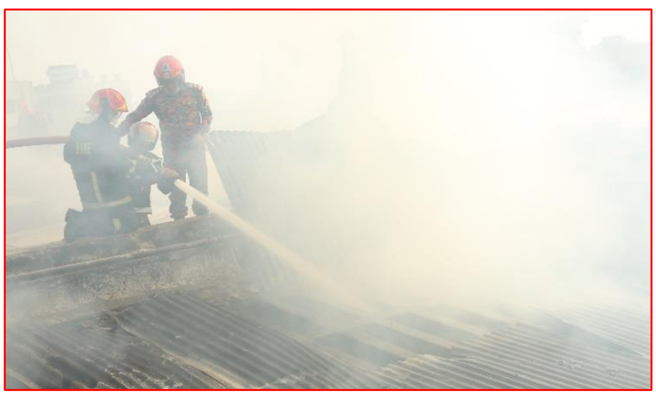

আদমজী কোর্ট ভবনের ছাদ থেকে অগ্নিনির্বাপণ

মহাপরিচালক এবং পরিচালক (অপাঃ ও মেইনঃ) মহোদয়ের অগ্নিনির্বাপণ পর্যবেক্ষণ

নারায়ণগঞ্জ শীতলক্ষ্যা নদীতে 'সাবিত আল হাসান' নামের লঞ্চডুবি: গত ০৪.০৪.২০২১ তারিখে নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা নদীতে সাবিত আল হাসান নামের একটি লঞ্চ ডুবে যাওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। সংবাদ পেয়ে নারায়ণগঞ্জের ডুবুরি দল এবং ঢাকার সিদ্দিকবাজার থেকে ডুবুরি দল উদ্ধার অভিযানে অংশ নিতে ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। পরে নারায়ণগঞ্জের জোন প্রধান, ঢাকার সহকারী পরিচালক, বিভাগীয় উপপরিচালকসহ পরিচালক (অপাঃ ও মেইনঃ) এবং মহাপরিচালক ঘটনাস্থলে গমন

করেন। ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরিগণ স্রোতের মতো প্রতিকূল পরিস্থিতি উপক্ষা করে ডুবুরিদের অক্লান্ত পরিশ্রমে নদীর গভীর তলদেশে ডুবে থাকা 'সাবিত আল হাসান' থেকে ১২ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করে আনে। অনেকের মৃতদেহ স্রোতের কারণে ভেসে যায়। সেখানে মোট ২৭ জন নিহত হওয়ার তথ্য জানা যায়।

শীতলক্ষ্যায় লঞ্চডুবিতে উদ্ধারকাজের দৃশ্য এবং গণমাধ্যমকর্মীদের কাছে মহাপরিচালক মহোদয়ের বিবৃতি

পুরান ঢাকার আরমানিটোলায় অগ্নিকাণ্ড: গত ২৩.০৪.২০২১ তারিখ গভীর রাতে পুরান ঢাকার হাজি মুসা ম্যানশন, ৯/১১ আরমানিয়া স্ট্রিট, আরমানিটোলার একটি ৬ তলা ভবনে ভয়াবহ অগ্নিদুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। হাজি মুসা ম্যানশন নামের ওই ভবনের নিচতলা সম্পূর্ণ কেমিক্যাল গোডাউন হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ওপরের অংশ ছিল আবাসিক। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের নির্দেশনা নিয়ে ঢাকার সদরঘাট, লালবাগ, সদর দপ্তরসহ বিভিন্ন স্টেশন থেকে গাড়ি-পাম্প ও জনবল উক্ত অগ্নিদুর্ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। পরে সেখানে অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত হন। উক্ত ভবনের নিচতলায় সর্বমোট ১৮টি কেমিক্যালের দোকান ও গোডাউন বিদ্যমান ছিল। অগ্নিনির্বাপণের পাশাপাশি উল্লিখিত দুর্ঘটনাকবলিত ভবন থেকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ১৭ জন পুরুষ, ৪ জন মহিলা ও ১ জন শিশুসহ মোট ২২ জন আহত লোককে এবং ৩ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলাসহ মোট ৪ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করেন।

আরমানিটোলার হাজি ম্যানশনে অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকাজ সরাসরি পর্যবেক্ষণ করেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক

মাদারীপুরে স্পিডবোটডুবি: ২০২১ সালের মে মাসের ৩ তারিখে মাদারীপুরের শিবচরের বাংলাবাজার পুরাতন ফেরিঘাটে ৩০-৩৫ জন যাত্রী নিয়ে একটি স্পিডবোট ডুবে যায়। খবর পেয়ে ফরিদপুর ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক ডুবুরিদের নিয়ে দুর্ঘটনাস্থলে ছুটে যান। তাঁর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ডুবুরিদলের সদস্যরা ৫ জনকে আহত অবস্থায় এবং ২৬ জনের মৃতদেহ উদ্ধার

করেন। ১৪-৪৫ ঘটিকার সময় উদ্ধারকাজ সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। উদ্ধার করা আহতদের নাম রিয়া আক্তার (৯), আদুরী (২৪), আঃ রহিম (৩৮), ইসমাইল (২৬) ও শাহ আলম (৩৫)। উদ্ধারকৃত মৃত ব্যক্তিদের নাম আরজ সরদার (৩৮), জোবায়ের মোল্লা (৩৫), তাহের মীর (২৬), কাউছার (৩২), রুহুল আমিন (৪০), জিয়াউর রহমান (৩৭), সাগর শেখ (৩৬), দেলোয়ার হোসেন (২৮), শাহাদাৎ হোসেন (৩৮), আনোয়ার চকিদার (৩০), মাওলানা আব্দুল আহাদ (৫৩), বাপ্পি (৩০), জনি অধিকারী (২৮), হেনা বেগম (৩০), মনিরা (৩০), আলম মোল্লা (৩৮), শাহ আলম (২৫), রিয়াজ উদ্দিন (৩২), আব্দুল আরুশ সরদার (৪২), সুমি আক্তার (৫), রুমি আক্তার (৩) ও ইরামিন (১.৫)।

মগবাজার ওয়্যারলেস গেইটে ভয়াবহ বিস্ফোরণ: ২০২১ সালের ২৭ জুন মগবাজার ওয়ারলেস গেটের একটি ৩ তলা ভবনে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। বিস্ফোরণের ঘটনাটি উল্লিখিত তিন তলা ভবনের নিচতলায় সংঘটিত হয়। বিষ্ফোরণে উক্ত ভবনের নিচতলা ও পার্শ্ববর্তী বেশ কয়েকটি ভবনসহ জানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকর্মীরা দুর্ঘটনাস্থলে ছুটে যান। পর্যায়ক্রমে সেখানে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও অন্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত হন। দুর্ঘটনাস্থল ও বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে ফায়ার সার্ভিসের সংগৃহীত তথ্যমতে উক্ত দুর্ঘটনায় ৩ (তিন) জন নিহত এবং ৬৬ (ছেষট্টি) জন আহত হন। দুর্ঘটনার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতি অনুসন্ধানে ফায়ার সার্ভিস ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করে। ঘটনার তৃতীয় দিন ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকর্মীরা ধ্বংসস্তূপ থেকে নিরাপত্তাকর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার করেন। তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী বিস্ফোরণের এই ঘটনা বেঙ্গাল মিটের একটি কক্ষে দীর্ঘ সময় ধরে জমা হওয়া মিথেন গ্যাসের ঘণস্তরে বৈদ্যুতিক স্পার্কের কারণে সংঘটিত হয়।

মগবাজারের বিস্ফোরণে ধ্বংসস্তূপে উদ্ধারকর্মীদের অনুসন্ধান ও উদ্ধারকাজ (বাঁয়ে) এবং অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের গণমাধ্যমকর্মীদের দুর্ঘটনা সম্পর্কে তথ্য প্রদান (ডানে)।

মহাখালী সাততলা বস্তিতে অগ্নিকাণ্ড: ২০২১ সালের ৭ জুন মহাখালীতে অবস্থিত সাততলা বস্তিতে এক ভয়াবহ অগ্নিদুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। ভোররাত ৪টার দিকে সংঘটিত ওই অগ্নিদুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে ঢাকার বিভিন্ন ফায়ার স্টেশনের ১৮টি ইউনিট অংশগ্রহণ করে। অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় উক্ত ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন এবং গণমাধ্যমের সাথে ঘটনার বিষয়ে কথা বলেন। উল্লেখিত আগুনে ৬০ (ষাট) জন মালিকের ১৪১টি কাঁচা বিভিন্ন পরিমাপের বসতঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উক্ত আগুন লাগার কারণ নির্ণয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে ওই আগুনে আনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ ২১,১৫,০০০/- (একুশ লক্ষ পনের হাজার) টাকা এবং আনুমানিক উদ্ধারের পরিমাণ ৯০,০০,০০০/- (নব্বই লাখ) টাকা। আগুনে ৩ (তিন) জন ব্যক্তি আহত হন। এদের মধ্যে ২ (দুই) জন বস্তিবাসী, অপরজন ফায়ার সার্ভিসের কর্মী। বস্তিবাসী দুজন হলেন

মোঃ সাগর (২৫) ও মোঃ বাবর (২৬)। ফায়ার সার্ভিসের আহত বিভাগীয় কর্মী নাম মোঃ শাওন হোসেন (২৬)। তিনি ফায়ারফাইটার ও ক্রাউড কন্ট্রোল টিমেরে সদস্য। কোনো প্রকার নিহত নাই।

গত ২০২০-২১ অর্থবছরে সারাদেশে সংঘটিত দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান:

আগুনের সংখ্যা	আনুমানিক ক্ষতি (কোটি টাকায়)	আনুমানিক উদ্ধার (কোটি টাকায়)	নৌদুর্ঘটনা	সড়ক দুর্ঘটনা	অন্যান্য দুর্ঘটনা	আহত (জন)	নিহত (জন)
২০,৯৯১	২৯৯.৮৫	২০৭৫.৯৩	৬০৮টি	৮,২৮৫টি	১,৬১৫টি	১১,৯৪৫	২,০৬২

বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকান্ড সুষ্ঠু টেলি ও বেতার যোগাযোগের ওপর নির্ভরশীল। টেলিফোনের মাধ্যমেই জনসাধারণ এ অধিদপ্তরের সেবা গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া উন্নতমানের বেতার যোগাযোগের মাধ্যমে এ বিভাগের অপারেশনাল কর্মকান্ডের তথ্য আদান-প্রদান করা হয়ে থাকে। বেতার যোগাযোগকে সমৃদ্ধ ও আধুনিক করতে নানামুখী পদক্ষেপ নেয়ার পাশাপাশি সারাদেশে বিদ্যমান ফায়ার স্টেশনগুলোকে মোবাইল ফোনের আওতায় আনা হয়েছে। ফলে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জনগণ এখন ফায়ার সার্ভিসের সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। ফায়ার সার্ভিসের বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থার বর্তমান চিত্র-

বেতার কার্যক্রমের পরিসংখ্যান:

সরঞ্জামের নাম	বিভাগের নাম							
	ঢাকা	চট্টগ্রাম	রাজশাহী	খুলনা	বরিশাল	সিলেট	রংপুর	ময়মনসিংহ
রিপিটার	১৫	৪	৫	৫	৩	৩	৪	১
বেইজ ওয়্যারলেস	৭৫	৪৮	৪৮	৩৮	২৭	১৩	৪০	২৬
কার মোবাইল	২৫০	৭০	১৬৯	৮৬	৩৫	৪৮	৫১	১০০
ওয়াকিটকি	৪০০	৮১	৭৫	৬১	২৭	৩৫	৬৭	৮০
মোবাইল	১৬৮	৮৬	৬৪	৫০	৫৩	২৫	৫১	৪৪
জনবল	২	২	১	২	২	২	-	-

প্রশাসনিক কার্যক্রম:

বিভিন্ন পদের পদমর্যাদা ও বেতনগ্রেড উন্নীতকরণ: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের কাজের ধরন ও ব্যাপ্তি বিবেচনায় সরকারি অনুমোদনক্রমে নিম্নবর্ণিত পদসমূহের বেতনগ্রেড/বেতনস্কেল নিম্নরূপভাবে উন্নীত করা হয়। গত ২০২০-২১ অর্থবছর থেকে এদের সবাই বর্ধিত গ্রেডে বেতন পাচ্ছেন।

বেতন গ্রেড বৃদ্ধির পরিমাণ নিম্নরূপ:

ক্রঃ	পদের নাম	পুর্বের বেতনগ্রেড	উন্নীত বেতনগ্রেড
১	ওয়ারহাউজ ইন্সপেক্টর	১২	১১

২	স্টেশন অফিসার ও সমমান	১৩	১২
৩	লিডার	১৭	১৬
৪	ফায়ারফাইটার/নার্সিং অ্যাটেনডেন্ট/ডুবুরি	১৮	১৭

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সদস্যপদ বহাল: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বেশকিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করেছে, যা গত অর্থবছরেও বহাল ছিল। এগুলোর মধ্যে রয়েছে, ইন্টারন্যাশনাল সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ এ্যাডভাইজরি গ্রুপ (INSARAG); ইন্টারন্যাশনাল ফায়ার চিফস এ্যাসোসিয়েশন অব এশিয়া (IFFCAA), ন্যাশনাল প্লাটফরম ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন ইন বাংলাদেশ; বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজরি কমিটি; বাংলাদেশ আর্থকোয়াক প্রিপেয়ার্ডনেস অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস কমিটি ইত্যাদি।

ফায়ার সার্ভিস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট গঠন: ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর কর্মীদের বিপদ-আপদে ও পারিবারিক কল্যাণে মানবিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে গঠিত ফায়ার সার্ভিস ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্টের অনুকূলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুগ্রহপূর্বক ২০ কোটি টাকা সিডমানি প্রদান করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুশাসন অনুযায়ী দেশের অন্যান্য বাহিনীর ট্রাস্টের ন্যায় ফায়ার সার্ভিস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, আত্মনির্ভর ও আয়বর্ধক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার বাস্তবভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত আর্থিক বছরে এই ট্রাস্টের কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

ক্রম	আয়বর্ধক কর্মসূচির বিবরণ	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১।	রাজউকের পূর্বাচলের কাঞ্চন মৌজায় ওয়্যারহাউজ নির্মাণ।	৪,৫৬,৩৭,৫০০/-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুদান ২০ কোটি টাকা সিডমানির লভ্যাংশ এবং বিনিয়োগ সংগ্রহের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৭.৩২ কোটি টাকার সম্পদ/স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে।
২।	কুড়িগ্রাম জেলায় ফায়ার সার্ভিস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট কমপ্লেক্স নির্মাণ।	২,৬০,০০,০০০/-	
৩।	চট্টগ্রামের চন্দনপুরায় দ্বিতল বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স নির্মাণ।	৯,৭২,৯১২/-	
৪।	চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স নির্মাণ।	৫,৪০,০০০/-	
৫।	সাভারের চামড়া শিল্পপল্লীতে বিসিকের অর্থায়নে ফায়ার স্টেশন নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বজ্রনিরোধক স্থাপনের মাধ্যমে আয়।	৭৪,৩৪,৪৬২/-	
৬।	ইঞ্জিন অয়েল বিপণন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে স্ক্র্যাপ মালামাল সংগ্রহ ও বিপণনের বিপরীতে সার্ভিস চার্জ বাবদ আয়।	৮,৬১,২৩৪/-	
এছাড়া ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের জন্য Rtv নির্ভীক সম্মাননা পদক এবং অফিসে যাতায়াতের স্টাফ বাস চালু করা হয়েছে।			

অধিদপ্তরের জনবল সংক্রান্ত কার্যক্রম:

২০২০-২১ অর্থবছরে জনবল নিয়োগের বিবরণী: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুশাসন অনুযায়ী দেশের প্রত্যেক উপজেলায় ন্যূনতম একটি করে ফায়ার স্টেশন নির্মাণ ও চালু করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ফায়ার স্টেশন নির্মাণ করার সাথে সাথে জনবল নিয়োগ দিয়ে তা চালু করা হয়। এ জন্য এ অধিদপ্তরের জনবল নিয়োগের প্রক্রিয়াও চলমান। ২০২০-২১ অর্থবছরে মঞ্জুরিকৃত পদের মধ্যে ১,০৭৪টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। এর বাইরে গত অর্থবছরে এ অধিদপ্তরের জনবল নিয়োগের জন্য

আরো ২২৩টি পদ সৃজিত হয়েছে, যার নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান আছে। এর মধ্যে ২য় শ্রেণির ১০টি, ৩য় শ্রেণির ৬৭টি ও ৪র্থ শ্রেণির পদ রয়েছে ১৪৬টি। ইতোমধ্যে নিয়োগ প্রদানকৃত ১,০৭৪টি পদের বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্র:	মাসের নাম	নিয়োগকৃত পদের গ্রেড				মোট
		১-৯	১০-১২	১৩-১৬	১৭-২০	
১.	জুলাই, ২০২০	-	০৫	-	-	০৫
২.	সেপ্টেম্বর, ২০২০	-	২৩	-	-	২৩
৩.	অক্টোবর, ২০২০	-	২৯	১৭৪	-	২০৩
৪.	নভেম্বর, ২০২০	-	-	-	৬৭৫	৬৭৫
৫.	মার্চ, ২০২১	-	-	১৩৪	৩৪	১৬৮
	সর্বমোট =	**-**	**৫৭**	**৩০৮**	**৭০৯**	**১,০৭৪**

অধিদপ্তরের বিদ্যমান জনবল: ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রেণিভিত্তিক পদ সৃজন এবং জনবল নিয়োগের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত সৃজিত পদসংখ্যা, কর্মরত জনবল এবং শূন্যপদের সংখ্যা নিম্নের ছকে উল্লেখ করা হলো:

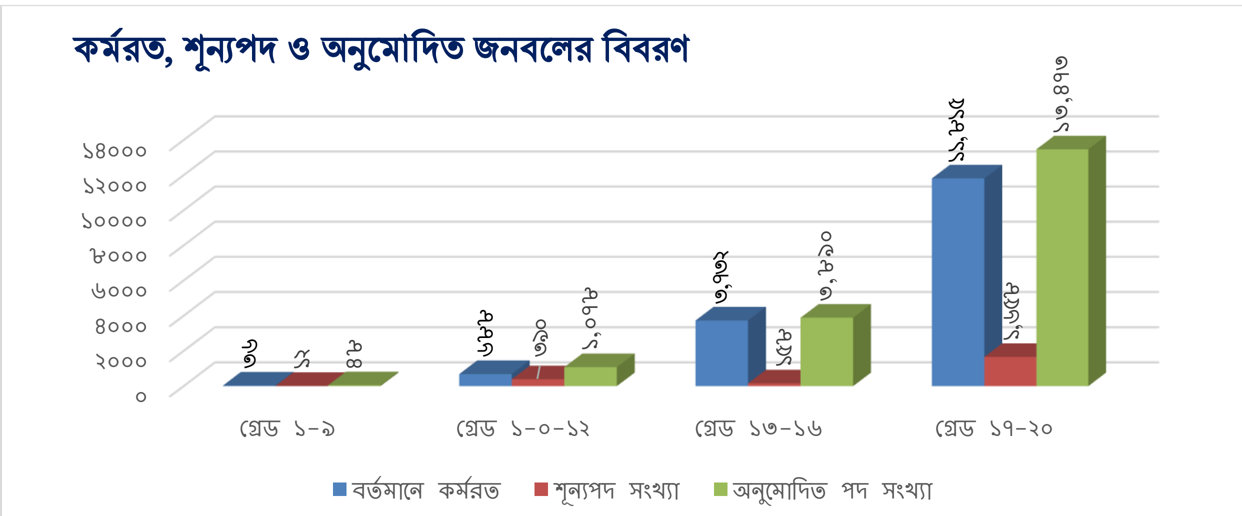

পদোন্নতি ও অবসর: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কাঠামোর নিয়মিত কাজের মধ্যে রয়েছে পদোন্নতি ও অবসর। প্রচলিত নিয়ম-পদ্ধতি অনুসরণ করে এই অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়মিত পদোন্নতি প্রদান এবং স্বাভাবিক চাকরি শেষে নিয়মিত অবসর প্রদান করা হয়ে থাকে। গত ২০২০-২১ অর্থবছরে ১ম শ্রেণির পদে ৮ জন, ২য় শ্রেণির পদে ৪০ জন, ৩য় শ্রেণির পদে ৬৪২ জনসহ অধিদপ্তরের মোট ৬৯০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। গত আর্থিক বছরে অধিদপ্তরের মোট ১৫৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর অবসরজনিত পেনশন কেস নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে ১ম শ্রেণির ১০ জন, ২য় শ্রেণির ১১ জন, ৩য় শ্রেণির ১০২ জন এবং ৪র্থ শ্রেণির ২৪ জন।

উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিবরণ:

‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি’ অনুমোদন: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত প্রশিক্ষণ একাডেমিকে ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি’ নামে নামকরণ করার অনুমতি দিয়েছে ‘জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট’। এ বিষয়ে ফায়ার সার্ভিসের অনুরোধপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৫.০২.২০২১ প্রতিষ্ঠানটির সদস্য সচিব শেখ হাফিজুর রহমান স্বাক্ষরিত ১১৭৫ নং স্মারকপত্রে এই অনুমতি জ্ঞাপন করা হয়।

হাসপাতাল স্থাপন: রাজস্ব ব্যয়ে স্থাপিত ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স জেনারেল হাসপাতালের সাজসরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে। উক্ত হাসপাতালের জন্য ৭৮টি পদ সৃজনের প্রস্তাবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্মতি প্রদান করেছে। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সম্মতির পর অর্থ বিভাগ বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৩৮টি পদের সম্মতি প্রদান করে। হাসপাতাল চালু করার জন্য এই ৩৮টি পদের জনবল মঞ্জুরির প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদে বিবেচনাধীন আছে। নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে হাসপাতালটির সেবা কার্যক্রম শুরু করা যাবে।

ঢাকার মিরপুরে ফায়ার সার্ভিস ট্রেনিং কমপ্লেক্সে নির্মিত হাসপাতাল ভবন।

প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম ও অগ্রগতির বিবরণ: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সেবা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন, অনুমোদন গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে পর্যায়ক্রমে একটি বিশ্বমানের সেবা বাহিনীতে পরিণত করাই এর মূল উদ্দেশ্য

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বিবরণ: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি উপজেলায় একটি করে ফায়ার স্টেশন নির্মাণের লক্ষ্যে বর্তমানে ৩ (তিন)টি উন্নয়ন প্রকল্প (১৫৬ প্রকল্প, ৪৬ প্রকল্প এবং ১১ মডার্ন প্রকল্প) বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই ৩ (তিন)টি প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্প মিলিয়ে ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত সারা দেশে মোট ৪৫৬টি ফায়ার স্টেশন চালু করা হয়েছে। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলো হলো:

দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর/স্থানে ১৫৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প: ১২৫৭৯৯.৮৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে এ শ্রেণির-৫টি, বি শ্রেণির-১৫১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের সংস্থান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১৫৬টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের আওতায় স্টেশন নির্মাণ খাতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১০৩০.১১ কোটি টাকা; যার আর্থিক অগ্রগতি ৯৩% এবং ভৌত অগ্রগতি হয়েছে ৯৪%। নির্মাণ শেষে চালু হয়েছে ৭৬টি ফায়ার স্টেশন। ৪৩টি স্টেশনের নির্মাণকাজ চলমান আছে, ২৪টির ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, যা চালুর অপেক্ষায় আছে।

১৫৬ প্রকল্পের আওতায় গত অর্থবছরে চালু হওয়া বরিশালের হিজলা ফায়ার স্টেশন।

১৫৬ প্রকল্পের আওতায় গত অর্থবছরে চালু হওয়া বগুড়ার আদমদীঘি ফায়ার স্টেশন।

১১টি মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প: ৬২৯৭৩.৫৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগের ৪টি জেলার ৭টি উপজেলা/থানায় ১১টি মডার্ন ফায়ার স্টেশন নির্মাণ করা হবে। ১১টি মডার্ন ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের আওতায় স্টেশন নির্মাণ খাতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ২৬৫.০৬ কোটি টাকা; অগ্রগতি ৪১.০৫%। জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে ৮টি ফায়ার স্টেশনের। ৫টি স্টেশনের নির্মাণকাজ চলমান, ২টির পূর্তকাজ সম্পন্ন হয়েছে।

১১ মডার্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন সাভার সেনানিবাস ফায়ার স্টেশন

১১ মডার্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন রূপপুর ফায়ার স্টেশন

ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্প: সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪৯.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৭টি স্টেশনে ডুবুরি ইউনিট এর সাজসরঞ্জাম এবং ২১ জন ডুবুরিসহ স্কুবা ডাইভিং-এর জন্য সর্বমোট ১১৯টি পদ সৃজনের সংস্থান রয়েছে। এসব ডুবুরি ইউনিট-এর ৩৩টি আইটেমের ৭৬০টি সাজসরঞ্জাম ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে। ইতোমধ্যে ১৪ ধরনের মোট ৩৩৬টি সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ২৯.৪৭ কোটি টাকা, কাজের অগ্রগতি ৫৮.৯৮%। বর্তমানে ফায়ার সার্ভিস অধিদপ্তরের ডুবুরি সংখ্যা ২৫টি থেকে বৃদ্ধি করে ৫১টিতে উন্নীত করা হয়েছে।

ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্পের জন্য খুলনা শিপইয়ার্ড-এ নির্মাণাধীন ফায়ার ফ্লোট পরিদর্শন

দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি (সংশোধিত-৪৬টি) উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প: ৪১৯৩৭.৫৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটির একনেক কর্তৃক ২য় সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে এ শ্রেণির-১৩টি, বি শ্রেণির-৩৩টি ফায়ার স্টেশন স্হাপনের সংস্হান রয়েছে। ৪৬টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন (সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় স্টেশন নির্মাণ খাতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ২৩৮.২৪ কোটি টাকা; যার আর্থিক অগ্রগতি ৫৬.৮১% এবং ভৌত অগ্রগতি হয়েছে ৭৩.৫৬%। নির্মাণ শেষে চালু হয়েছে ১৭টি ফায়ার স্টেশনের। ২১টি স্টেশন নির্মাণকাজ চলমান আছে, ৬টির ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, যা চালুর অপেক্ষায় আছে।

স্ট্রেংথেনিং এবিলিটি অব ফায়ার ইমারজেন্সি রেসপন্স (সেফার) প্রজেক্ট: ৮০৬২.৪০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল অক্টোবর-২০১৮ থেকে ডিসেম্বর-২০২২ পর্যন্ত। প্রকল্প এলাকা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর জেলা। প্রকল্পটির জন্য এক বছর সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৩২৮৫.৫০ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় KOICA এর অর্থায়নে ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরে একটি Emergency Response Control Center (ERCC) নির্মাণসহ Hardware/ Software, Software development/Localization/ Customization, Field video System, Operation System Inspection এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণ-এর সংস্থান রয়েছে। ERCC ভবনের নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। কাজের অগ্রগতি হয়েছে ভবন নির্মাণে ৬৪.০০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৪০.৭৫%।

সেফার প্রকল্পের অধীন ইমারজেন্সি রেসপন্স কন্ট্রোল সেন্টার (ইআরসিসি) ভবনের নকশা

সেফার প্রকল্পের আওতায় ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরে নির্মাণাধীন ইআরসিসি ভবন

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের নাম ও কাজের অগ্রগতির ছক:

ক্রম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগিত
১	১৫৬টি ফায়ার স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প	১২৫৭৯৯.৮৬	৯৩%	৯৪%
২	২৫টি (সংশোধিত ৪৬) ফায়ার স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প	৪১৯৩৭.৫৫	৫৬.৮১%	৭৩.৫৬%
৩	১১ মডার্ন ফায়ার স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প	৬২৯৭৩.৫৫	০.০১%	৪১.০৫%
৪	ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্প	৪৯৯৮.০০	০.১৩%	৫৮.৯৮%
৫	স্ট্রেংথেনিং এবিলিটি অব ফায়ার ইমারজেন্সি রেসপন্স (সেফার) প্রকল্প	৮০৬২.৪০	৪০.৭৫%	৬৪%

ফায়ার সার্ভিসের সক্ষমতা বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র: বর্তমান সরকারের সময়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সেবার সক্ষমতা আগের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, উঁচু ভবনে অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকাজ করার ক্ষেত্রে আগের সক্ষমতা ছিল ৪৭ মিটার, বর্তমানে হয়েছে ৬৪ মিটার। এটি আরো বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ৬৮ মিটার উচ্চতায় কাজ করতে সক্ষম ৫টি টিটিএল গাড়ি ক্রয়ের জন্য ইতোমধ্যে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। আগামী অর্থবছরে এগুলো ফায়ার সার্ভিস বহরে যুক্ত হবে। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধির চিত্র নিচে টেবিল আকারে তুলে ধরা হলো-

ক্রম	ফায়ার স্টেশন/সাজ-সরঞ্জামের বিবরণ	২০০৮-০৯	২০২০-২১
১	ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা	২০৪টি	৪৫৬টি
২	আগুন নেভানোর গাড়ি (পানিবাহী গাড়ি)	২২৭টি	৫৬৭টি
৩	পাম্প টানা গাড়ি/টোয়িং ভেহিক্যাল	২৫০টি	৭২৩টি
৪	ফায়ার পাম্প	৪৫০টি	১৪০০টি
৫	অ্যাম্বুলেন্স	৫০টি	১৯৫টি
৬	উঁচু মইয়ের গাড়ি	৩টি	২৫টি

৭	বিশেষায়িত গাড়ি	৫টি	৫৪টি
৮	জনবল বৃদ্ধির চিত্র	৬,১৭৫ জন	১৩,৪৭৩ জন

এছাড়া ২টি রিমোট অপারেটেড ফায়ার ফাইটিং ভেহিক্যাল, ৩টি ড্রোন ক্রয় করা হয়েছে এবং ডগ স্কোয়াড সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের বিবরণ:

১	বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি স্থাপন প্রকল্প।
২	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেজ-২) প্রকল্প।
৩	ফায়ার সার্ভিসের জন্য ১০টি বিশেষায়িত অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার ইউনিট (FARSOW) স্থাপন প্রকল্প।
৪	বহুতল ভবন ও দুর্গম এলাকায় অগ্নিনির্বাপণে সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্প।
৫	ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৪৪টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।
৬	দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্রগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৬০টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।
৭	দেশের উত্তরাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৪৯টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।
৮	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ৬টি বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প।
৯	৭টি বিভাগীয় শহরে কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ৭টি বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প।
১০	ডিএডি দপ্তরসহ কক্সবাজার ও কুয়াকাটায় স্থল কাম নদী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।
১১	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ৭৪টি জরাজীর্ণ ফায়ার স্টেশন পুনর্নির্মাণ প্রকল্প।
১২	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর ৭টি বিভাগীয় শহরে ৭টি বিভাগীয় সদর দপ্তর স্থাপন প্রকল্প।
১৩	জাতীয় দুর্যোগ মোকাবেলায় স্বেচ্ছাসেবক ইউনিট গঠন প্রকল্প।

অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকাজের জন্য সাজ-সরঞ্জামাদি ক্রয়: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে সাজ-সরঞ্জাম প্রাধিকার কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেট থেকে ১৮.৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬ ধরনের ৫২৭টি বিভিন্ন সরঞ্জাম; ২৫ প্রকল্পের আওতায় ২১.৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩১ ধরনের ৭৩৪টি বিভিন্ন পরিমাণের সরঞ্জাম এবং ৪০,৩০০ লিটার ফোম কম্পাউন্ড ক্রয় করা হয়েছে। ১৫৬ প্রকল্পের আওতায় এ সময় ৭১.৭৪ লাখ টাকার বিভিন্ন তৈজসপত্র ক্রয় করা হয়েছে। ১১ মডার্ন প্রকল্পের আওতায় গত অর্থবছরে ১৩৮.৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৯টি অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকাজের গাড়ি এবং ৩৮ ধরনের বিভিন্ন পরিমাণের সাজ-সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া ২০২০-২১ অর্থবছরে ডুবুরি সম্প্রসারণ প্রকল্পের জন্য ৭টি ভেহিক্যালসহ ৪৬৩.৬১ লক্ষ টাকার বিভিন্ন উদ্ধার সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে ক্রয়কৃত উল্লেখযোগ্য গাড়ি-পাম্প ও সাজ-সরঞ্জামাদির বিবরণ নিম্নের ছকে উল্লেখ করা হলো:

২৫ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত সাজ-সরঞ্জামের বিবরণী:			
ক্রমিক	**সাজ-সরঞ্জামের নাম ও সংখ্যা**	**একক মূল্য**	**মোট মূল্য**
১	পানিবাহী গাড়ী (লিটার ৬৫০০)১টি	২,৪৪,২১,৯২০.০০	২,৪৪,২১,৯২০.০০
২	পানিবাহী গাড়ী (লিটার ১৮০০)৫টি	১,২০,৯২,৮৮০.০০	৬,০৪,৬৪,৪০০.০০

২	টোয়িং ভিহিক্যাল১ (ক্যাব টাইপ) টি	৫৮,৬২,৩২০.০০	৫৮,৬২,৩২০.০০
৩	টোয়িং ভিহিক্যাল (পিক-আপ টাইপ) ৬টি	৩৬,৪২,৪০০.০০	২,১৮,৫৪,৪০০.০০
৪	পোর্টেবল পাম্প (মিডিয়াম) ৬টি	২১,৯৫,৫০০.০০	১,৩১,৭৩,০০০.০০
৫	পোর্টেবল পাম্প (ছোট) ৭টি	২০,৬৭,২২০.০০	১,৪৪,৭০,৫৪০.০০
৬	স্মোক ইজেক্টর ৬টি	২,৯৪,০০০.০০	১৭,৬৪,০০০.০০
৭	ব্রিদিং এ্যাপারেটাস ১৩০টি	১,৪৮,০০০.০০	১,৯২,৪০,০০০.০০
৮	ফোম কম্পাউন্ড ৪০৩০০ লিটার	২৪৯.০০	১,০০,৩৪,৭০০.০০
৯	ডেলিভারী হোজ উইথ কাপলিং ২৫০টি	৫,৭২৪.০০	১৪,৩১,০০০.০০
১০	ফায়ারম্যান স্যুট ১৭০ সেট	৯৬,০০০.০০	১,৬৩,২০,০০০.০০
১১	ডাইভিং অ্যাপারেটাস ২০ সেট	২,৪৯,৫০০.০০	৪৯,৯০,০০০.০০
১২	ব্যাটারি চার্জার ৬টি	৫,৫৯৯.০০	৩৩,৫৯৪.০০
১৩	পানিবাহী গাড়ি (লিটার ৬৫০০) ০১টি	২,৪৪,২১,৯২০.০০	২,৪৪,২১,৯২০.০০
১৪	এয়ার কমপ্রেসর মেশিন ৬টি	৫,৩৬,৪৪৪.০০	৩২,১৮,৬৬৪.০০
১৫	হিট প্রটেকটিভ স্যুট ১৫ সেট	১,৪৮,৮৫৫.০০	২২,৩৩,২৭৫.০০
১৬	ফোম মেকিং ব্রাঞ্চ পাইপ ৬টি	৬১,২১৯.০০	৩,৬৭,৩১৪.০০
১৭	ব্রাঞ্চ পাইপ ৬টি	৩৪,৪৪৯.০০	২,০৬,৬৯৪.০০
১৮	লক কাটার ১৩টি	৭,৪৯৯.০০	৯৭,৪৮৭.০০
১৯	কালেটিং ব্রিচিং ৭টি	১৯,৯৯১.০০	১,৩৯,৯৩৭.০০
২০	ডিভাইডিং ব্রিচিং ৭টি	৩৬,৬৪৯.০০	২,৫৬,৫৪৩.০০
২১	হাইড্রোলিক স্প্রেডার ৬ সেট	৬,৪৭,৬১৭.০০	৩৮,৮৫,৭০২.০০
২২	হাইড্রোলিক কাটার ৬ সেট	৬,৪৩,৫৯৫.০০	৩৮,৬১,৫৭০.০০
২৩	হাইড্রোলিক র‌্যাম জ্যাক ৬ সেট	৬,৪৯,১২০.০০	৩৮,৯৪,৭২০.০০
২৪	হাইড্রোলিক ডোর ওপেনার ৬ সেট	১,১৯,৮৯৮.০০	৭,১৯,৩৮৮.০০
২৫	ফায়ারম্যান এক্স ৬০টি	২,২০০.০০	১,৩২,০০০.০০
২৬	চিপিং হ্যামার ৬টি	৫১,১০০.০০	৩,০৬,৬০০.০০
২৭	রিসিপ্রোকেটিং “স” ৬টি	২৬,৬০০.০০	১,৫৯,৬০০.০০
২৮	চেইন “স” (ইলেকট্রিক) ৬টি	১৯,৩২০.০০	১,১৫,৯২০.০০
২৯	রোটারি রেসকিউ “স” ৬টি	৬২,০০০.০০	৩,৭২,০০০.০০
৩০	জেনারেটর (৫ কেভিএ) ৬টি	১,৮৫,০০০.০০	১১,১০,০০০.০০
৩১	ওয়্যারলেস (ভিএইচএফ সেট ও এক্সেসরিস) ৬ সেট	১,২৪,০০০.০০	৭,৪৪,০০০.০০
৩২	রিসিপ্রোকেটিং “স” ৬টি	২৬,৬০০.০০	১,৫৯,৬০০.০০
৩৩	চেইন “স” (ইলেকট্রিক) ৬টি	১৯,৩২০.০০	১,১৫,৯২০.০০
		সর্বমোট =	**২১,৫৮,৮১,২৮৮.০০**

রাজস্ব বাজেটের আওতায় সংগৃহীত সাজ-সরঞ্জামের বিবরণী:			
ক্রমিক	**সাজ-সরঞ্জামের নাম ও সংখ্যা**	**একক মূল্য**	**মোট মূল্য**
১	টার্ন টেবিল লেডার (কমপক্ষে ৩৫ মিটার) ১টি	৭,৮২,৪৯,৩৫২.৯৮	৭,৮২,৪৯,৩৫২.৯৮
২	টোয়িং ভেহিকল (পিক-আপ টাইপ) ৪টি	৩৬,৯৮,৯৭০.০০	১,৪৭,৯৫,৮৮০.০০
৩	পোর্টেবল পাম্প (মিডিয়াম) ২৫টি	২১,৮৮,৫০০.০০	৫,৪৭,১২,৫০০.০০
৪	ফায়ারম্যান স্যুট ৪৩০ সেট	৬৪,৫০০.০০	২,৭৭,৩৫,০০০.০০
৫	পোর্টেবল পাম্প (মিডিয়াম) ৩টি	২১,৮৮,৫০০.০০	৬৫,৬৫,৫০০.০০
৬	ফায়ারম্যান স্যুট ৬৪ সেট	৬৪,৫০০.০০	৪১,২৮,০০০.০০
		সর্বমোট =	**১৮,৬১,৮৬,২৩২.৯৮**

ডুবুরি প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত সাজ-সরঞ্জামের বিবরণী:			
ক্রমিক	**সাজ-সরঞ্জামের নাম ও সংখ্যা**	**একক মূল্য**	মোট মূল্য
১	লাইফ জ্যাকেট ১১২টি	১৬,০০০.০০	১৭,৯২,০০০.০০
২	লাইফ বয়া ৫৬টি	১২,০০০.০০	৬,৭২,০০০.০০
৩	রিসাসিটেটর সেট ৭টি	২৫,০০০.০০	১,৭৫,০০০.০০
৪	সাকার মেশিন ৭টি	৯৪,০০০.০০	৬,৫৮,০০০.০০
৫	স্ট্রেচার)ফোল্ডিং(৭টি	৯,৮০০.০০	৬৮,৬০০.০০
৬	বাস্কেট স্ট্রেচার ৭টি	১৯,৫০০.০০	১,৩৬,৫০০.০০
৭	রোপ উইথ স্লাইডিং ফ্লোট ১৪টি	৭,৫৯১.০০	১,০৬,২৭৪.০০
৮	পোর্টেবল জেনারেটর ৭টি	১,৮০,০০০.০০	১২,৬০,০০০.০০
৯	ডাইভিং স্যুট ২৮টি	২৪,৪৪৪.০০	৬,৮৪,৪৩২.০০
১০	রেসকিউ ভিহিক্যাল ৭টি	৫৪,৯৮,৮০০.০০	৩,৮৪,৯১,৬০০.০০
১১	লাইফ লাইন ২৮টি	৮,২১০.০০	২,২৯,৮৮০.০০
১২	টেন্ট ১৪টি	১,২৪,০০০.০০	১৭,৩৬,০০০.০০
১৩	অ্যাংকর (ছোট/বড়) ২৮টি	১১,২০০.০০	৩,১৩,৬০০.০০
১৪	ওয়াটার ডিসপেনসার ১৪টি	২,৬৫০.০০	৩৭,১০০.০০
		সর্বমোট =	**৪,৬৩,৬০,৯৮৬.০০**

১১ মডার্ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত সাজ-সরঞ্জামের বিবরণী:			
ক্রম	**সাজ-সরঞ্জামের নাম ও সংখ্যা**	**একক মূল্য**	মোট মূল্য
১	টোয়িং ভিহিক্যাল (ক্যাব টাইপ) ১০টি	৫৮,৬২,৩২০.০০	৫,৮৬,২৩,২০০.০০
২	টোয়িং ভেহিকল (পিক আপ টাইপ) ১০টি	৩৬,৪২,৪০০.০০	৩,৬৪,২৪,০০০.০০

৩	অ্যাম্বুলেন্স ১০টি	৫৭,৫৫,০০০.০০	৫,৭৫,৫০,০০০.০০
৪	পোর্টেবল পাম্প (ছোট) ২০টি	২০,৬৭,২২০.০০	৪,১৩,৪৪,৪০০.০০
৫	স্মোক ইজেক্টর ২০টি	২,৯৪,০০০.০০	৫৮,৮০,০০০.০০
৬	ব্রিদিং অ্যাপারেটাস ১২০টি	১,৪৭,৪৪০.০০	১,৭৬,৯২,৮০০.০০
৭	ফোম মেকিং ব্রাঞ্চ পাইপ উইথ ইন্ডাক্টর ২০টি	৯৪,৭০০.০০	১৮,৯৪,০০০.০০
৮	ব্রাঞ্চ পাইপ (টারেক্স) ১০টি	৩৪,৪৪৯.০০	৩,৪৪,৪৯০.০০
৯	ফোম কম্পাউন্ড ২০০০০ লিটার	২৪৯.০০	৪৯,৮০,০০০.০০
১০	হিট প্রটেকটিভ স্যুট ৩০ সেট	১,৪৪,৯৯০.০০	৪৩,৪৯,৭০০.০০
১১	বিশেষ পানিবাহী গাড়ি (২০০০০ লিটার) ১টি	৪,৮৭,৮৮,৩২০.০০	৪,৮৭,৮৮,৩২০.০০
১২	টোয়িং ভিহিক্যাল (ডাবল কেবিন) ১টি	৬৩,৯৭,৯০০.০০	৬৩,৯৭,৯০০.০০
১৩	টোয়িং ভিহিক্যাল (পিক আপ টাইপ) ১টি	৫৩,৮০,২৭০.০০	৫৩,৮০,২৭০.০০
১৪	পোর্টেবল পাম্প (ছোট) ২টি	২০,৬৭,২২০.০০	৪১,৩৪,৪৪০.০০
১৫	ফোম কম্পাউন্ড ২০০০০ লিটার	২৪৯.০০	৪৯,৮০,০০০.০০
১৬	হিট প্রটেকটিভ স্যুট ৩০ সেট	১,৪৪,৮৯০.০০	৪৩,৪৬,৭০০.০০
১৭	ডাইভিং অ্যাপারেটাস ১০ সেট	২,৪৯,৫০০.০০	২৪,৯৫,০০০.০০
১৮	ডাইভিং স্যুট ১০ সেট	২৬,৪৬০.০০	২,৬৪,৬০০.০০
১৯	গ্যাস ডিটেক্টর ১০টি	২,৯৯,০০০.০০	২৯,৯০,০০০.০০
২০	ক্যারাবিনা ৪৯০টি	৮০০.০০	৩,৯২,০০০.০০
২১	হাইড্রোলিক র‍্যাম জ্যাক ১০টি	৬,৪৯,১২০.০০	৬৪,৯১,২০০.০০
২২	হাইড্রোলিক স্প্রেডার ১০টি	৬,৪৭,৬১৭.০০	৬৪,৭৬,১৭০.০০
২৩	হাইড্রোলিক পাওয়ার কাটার ১০টি	৬,৪৩,৫৯৫.০০	৬৪,৩৫,৯৫০.০০
২৪	লক কাটার ৩০টি	৭,৪৯৯.০০	২,২৪,৯৭০.০০
২৫	চিপিং হ্যামার (ডিমোলেশেন হ্যামার) ১০টি	৫১,১০০.০০	৫,১১,০০০.০০
২৬	রোটারি রেসকিউ "স" ১০টি	৬২,০০০.০০	৬,২০,০০০.০০
২৭	রিসিপ্রোকেটিং "স" ১০টি	২৬,৬০০.০০	২,৬৬,০০০.০০
২৮	পাওয়ার চেইন "স" (ইলেকট্রিক) ১০টি	১৯,৩২০.০০	১,৯৩,২০০.০০
২৯	পোর্টেবল জেনারেটর (৫ কেভিএ) ১০টি	১,৭৯,০০০.০০	১৭,৯০,০০০.০০
৩০	ফেইস মাক্স১০০গ্যাস মাক্স /টি	১৭,৪৪৪.০০	১৭,৪৪,৪০০.০০
৩১	এক্স (বড়) ১০০টি	১,৭৯৯.০০	১,৭৯,৯০০.০০
৩২	এক্স (ছোট) ১০০টি	২,২০০.০০	২,২০,০০০.০০
৩৩	ব্যাটারি চার্জার ১০টি	৫,৫৯৯.০০	৫৫,৯৯০.০০
৩৪	এয়ার কমপ্রেসর মেশিন ১০টি	৬,৩৯,৯৯০.০০	৬৩,৯৯,৯০০.০০
৩৫	পানিবাহী গাড়ি (৬৫০০ লিটার) ৫টি	২,৫৯,৯২,৯৯৮.০০	১২,৯৯,৬৪,৯৯০.০০
৩৬	বিশেষ পানিবাহী গাড়ি (১১০০০ লিটার) ৫টি	২,৭৯,৯২,৯৮০.০০	১৩,৯৯,৬৪,৯০০.০০
৩৭	টার্ন টেবিল লেডার (৬৮ মিটার) ৫টি	১৩,৩৬,৭৭,৯৬২.০০	৬৬,৮৩,৮৯,৮১০.০০
৩৮	টার্ন টেবিল লেডার (৬৪ মিটার) ১টি	১০,৪৮,৫১,২৭৭.৬৩	১০,৪৮,৫১,২৭৭.৬৩
		সর্বমোট=	**১৩৮,৪০,৩১,৪৭৭.৬৩**

বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ফায়ার স্টেশন ও সংগৃহীত সাজ-সরঞ্জামের ছবি:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২০টি ফায়ার স্টেশনের শুভ উদ্বোধন।	**মানিকগঞ্জের হরিরামপুর ফায়ার স্টেশন**	**বরিশালের হিজলা ফায়ার স্টেশন**
এরিয়াল প্লাটফরম লেডার	**পানিবাহী গাড়ি**	**অগ্নিনির্বাপণী ফায়ার স্যুট**
টোয়িং ভেহিক্যাল কেবিন টাইপ	**ডুবুরিদের ডাইভিং অ্যাপারেটাস**	**পোর্টেবল পাম্প**
এয়ার কমপ্রেশার	**চেইন স**	**রোটারি রেসকিউ স**

২০২০-২০২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা মূল্যায়ন: প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ, বিভিন্ন সেবা সহজীকরণ, জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানো এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সাথে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং অধিদপ্তরের সাথে বিভাগীয়/আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে তার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯-এর ব্যাপক বিস্তারের কারণে নানাবিধ সমস্যা সত্ত্বেও সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক মূল্যায়নে এ অধিদপ্তরের চুক্তি বাস্তবায়নের হার ৯৪.৯৭%। উল্লেখযোগ্য কর্মসম্পাদন সূচক হলো: অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধার কার্যক্রম ও চিকিৎসা সেবা পরিচালনা, দুর্ঘটনারোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শপিংমল, হাটবাজার, বিপণিবিতান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বহুতল/ বাণিজ্যিক ভবন ও বস্তি এলাকায় মহড়ার আয়োজন, টপোগ্রাফি, গণসংযোগ, অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থাদি জোরদারকরণে পরিদর্শন, ফায়ার লাইসেন্স, ছাড়পত্র প্রদান, সচেতনতা বৃদ্ধিকরণে অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা ও ভূমিকম্প সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনসাধারণ, শিক্ষার্থী, প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান, নতুন কমিউনিটি ভলান্টিয়ার প্রস্তুত, ভলান্টিয়ারদের সতেজকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রকল্প বাস্তবায়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি। ২০২০-২১ অর্থবছরে কৌশলগত উদ্দেশ্যের আওতায় ৩৩টি ও আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের আওতায় ১৭টি মোট ৫০টি কর্মসম্পাদন সূচক অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এসব সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)-এর নেতৃত্বে ৭ সদস্যের এপিএ টিম কাজ করছে এবং ১ জন কর্মকর্তাকে এপিএ ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন: স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি অন্য দপ্তরসমূহের মতো ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরেও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রবর্তন হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরেও ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং এর বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং মূল্যায়নে এ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের হার ৯২.৭৫%। শুদ্ধাচারের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো: নৈতিকতা কমিটির সভা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন, সাহসিকতা ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজের জন্য "পদক প্রদান নীতিমালা (বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর)-২০১৯" চূড়ান্তকরণ, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কার্যক্রমের উপর ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণ, ওয়েবসাইটে বিভিন্ন সেবাবক্স হালনাগাদকরণ, এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন/ পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন, ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, শাখা/অধিশাখা এবং অধীন অফিস পরিদর্শন ও প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন, সচিবালয় নির্দেশমালা অনুযায়ী নথির শ্রেণি বিন্যাসকরণ, গণশুনানি আয়োজন, দুর্নীতি রোধকল্পে অধিদপ্তরসহ অধীনস্ত সকল দপ্তরে বিভিন্ন দুর্নীতি বিরোধী স্লোগানযুক্ত ব্যানার ফেস্টুন স্থাপন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় স্টোরের কার্যক্রম অনলাইনে রুপান্তরকরণ, অধিদপ্তরে কর্মরতদের সঠিক সময়ে উপস্থিত নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ডিজিটাল হাজিরা ব্যবস্থা চালুকরণ, ই-অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস কার্যক্রম বাস্তবায়ন, সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগপূর্বক প্রতিটি ট্রেড লাইসেন্সে নিকটস্থ ফায়ার স্টেশন ও বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের নম্বর সংযুক্তকরণ, শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান ইত্যাদি। ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার

কৌশল কর্মপরিকল্পনায় ৩৭টি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মহাপরিচালকের নেতৃত্বে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির অধীন পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)-এর নেতৃত্বে ৯ সদস্যের নৈতিকতা উপকমিটি কাজ করছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে নৈতিকতা কমিটির ৪টি সভা হয়েছে। তাছাড়া শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা অনুসরণ করে ২০২০-২১ অর্থবছরে অধিদপ্তর ও মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করার জন্য মনোনিত করে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

উদ্ভাবনসংক্রান্ত কার্যক্রম: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের উদ্ভাবনী কার্যক্রমের তালিকা নিম্নের ছকে উল্লেখ করা হলো:

ক্রম	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	উদ্ভাবনী উদ্যোগের ধারণা প্রদানকারীর নাম	যে কারণে উদ্ভাবনী ধারণাটির উদ্ভব হয়েছে	সর্বশেষ ফলাফল
১	ফায়ার সেফটি ম্যানেজার কোর্সে ভর্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম অনলাইনকরণ	১. ইনোভেশন টিম, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা এবং ২. প্রশিক্ষণ সেল, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা	ইতিপূর্বে সেবা গ্রহীতাদের সেবাটি গ্রহণের জন্য ন্যূনতম চারবার অধিদপ্তরে আসতে হয়। এছাড়া চূড়ান্ত সেবা পেতে সেবাগ্রহীতাকে ৯টি ধাপ পার হতে হতো। এই উদ্যোগের ফলে ঘরে বসেই সেবাগ্রহীতারা সেবা পাবেন।	বাস্তবায়িত। সেবা গ্রহীতা কোনো ভিজিট ছাড়াই নিজ অবস্থানে থেকে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন ফরম সংগ্রহ, আবেদন দাখিল ও ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল সংগ্রহ করতে পারছেন। এ সম্পর্কে নিয়মিত নোটিফিকেশন পাচ্ছেন।
২	ফায়ার সাইন্স ও অকুপেশনাল সেফটি কোর্সে ভর্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম অনলাইনকরণ	১. ইনোভেশন টিম, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা এবং ২. প্রশিক্ষণ সেল, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা	ইতিপূর্বে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সেবা গ্রহীতাদের সেবাটি গ্রহণের জন্য ন্যূনতম চারবার অধিদপ্তরে আসতে হতো এছাড়া চূড়ান্ত সেবা পেতে সেবাগ্রহীতাকে ৯টি ধাপ পার হতে হতো। এই উদ্যোগের ফলে ঘরে বসেই সেবাগ্রহীতারা সেবা পাবেন।	বাস্তবায়িত। সেবাগ্রহীতারা কম সময় ব্যয়ে সেবা পাচ্ছেন। কর্মস্থলে বা ঘরে বসেই এই সেবা নিতে পারছেন। মোবাইল ম্যাসেজের মাধ্যমে এ সংক্রান্ত তথ্য পাচ্ছেন।
৩	মাড কনট্রোল ডিভাইস ফর ল্যান্ড স্লাইডিং	১. ইনোভেশন টিম, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা এবং ২. প্রশিক্ষণ সেল, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা	বর্তমানে পাহাড়ধস বা ল্যান্ড স্লাইডিং অপারেশনের ক্ষেত্রে উদ্ধারকর্মী এবং কাদা-মাটিতে আটকেপড়া ভিকটিমকে উদ্ধার করার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কোনো যান্ত্রিক ডিভাইস ছিল না বিধায় উদ্ধারকাজ আটকেপড়া ব্যক্তি ও উদ্ধারকর্মী উভয়ের জন্যই ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। এতে উন্নত সেবা প্রদান ব্যাহত হতো।	বাস্তবায়িত। যন্ত্রটি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমিধসে আটকে পড়া নাগরিককে পুনঃধস থেকে রক্ষা করা যায়। উদ্ধারকারীগণ নিজের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারছেন। উদ্ধারকাজে কম সময়ের মধ্যে সাফল্য আসছে।

উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের ছবি:

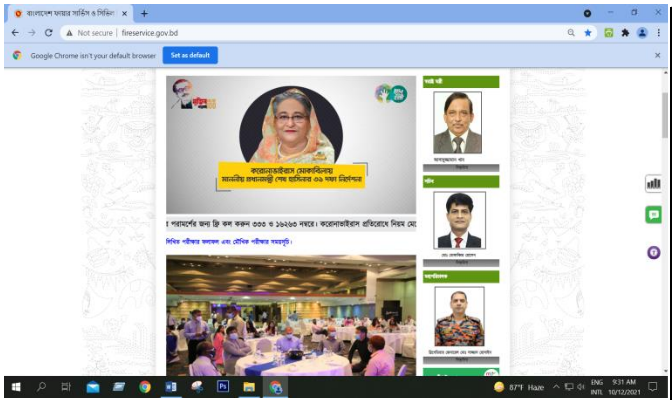
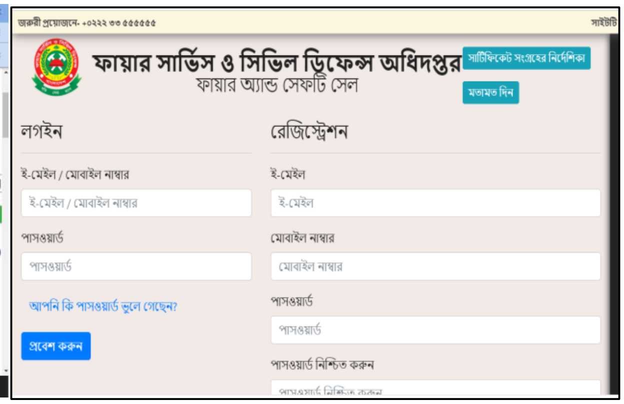

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর প্রশিক্ষণ সুবিধা গ্রহণ করার জন্য এখন অধিদপ্তরে আসার প্রয়োজন নেই। ঘরে বসেই সবাই অনলাইনে আবেদন থেকে শুরু করে সনদ পাওয়া পর্যন্ত সেবা নিতে পারেন।

পেশাগত বিষয়ে বিভিন্ন পুস্তক প্রকাশ: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পেশাগত বিষয়ে বই প্রকাশের ক্ষেত্রে একটি সাফল সময় ছিল ২০২০-২১ অর্থ বছর। মহাপরিচালক মহোদয়ের নির্দেশনায় প্রশিক্ষণ শাখা থেকে এ সময় অনেকগুলো বই প্রকাশ করা হয়েছে। একসময় বই না থাকার কারণে বা বই স্বল্পতার কারণে এ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জ্ঞান বৃদ্ধির সুযোগ সীমিত ছিল, একই সাথে বাইরের সাধারণ জনগণও এ বিভাগের কার্যক্রম এবং তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে জানার অবকাশ পেতেন না। সেই সময় অতিক্রম করে গত অর্থবছরে ফায়ার সার্ভিস অধিদপ্তর থেকে প্রকাশিত বইগুলো হলোঃ ১. স্টাডি গাইড অব ফায়ার, রেসকিউ অ্যান্ড হেলত সেফটি; ২. স্ট্রাকচারাল ফায়ার ফাইটিং; ৩. সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ; ৪. ল্যান্ডস্লাইড রেসপন্স; ৫. হ্যাজমেট রেসপন্স গাইড; ৬. জাহাজের আগুন; ৭. বজ্রনিরাপত্তা; ৮. বেসিক ফাস্টএইড ফর মেডিক্যাল ইমার্জেন্সি; ৯. আগুন হতে সাবধান; ও ১০. ভূমিকম্পের সচেতনতা। এসব বই প্রকাশের ক্ষেত্রে পরিচালক (প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) মহোদয়ের পক্ষে সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ আব্দুল মমিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

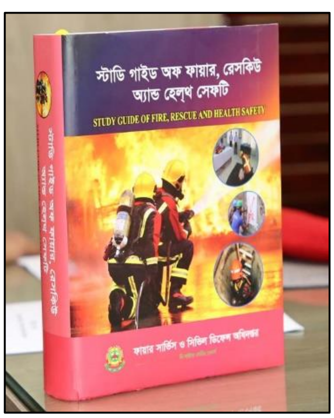

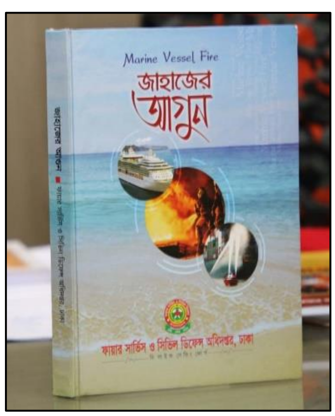

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রকাশিত কয়েকটি বই-এর আলোকচিত্র

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস-এর কার্যক্রম: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) লক্ষ্য বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের (২০২০-২০২১ অর্থবছরের) ফায়ার সার্ভিস ও ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ:

(ক) গত ১৫.০২.২০২১ তারিখ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণে এসডিজি বিষয়ক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের এসডিজি বিষয়ক সম্যক ধারণা প্রদান করা হয়।

(খ) টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দুর্যোগ দুর্ঘটনার ঝুঁকি হ্রাসে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি উপজেলায় ন্যূনতম একটি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে ১৫৬ প্রকল্প, ২৫ প্রকল্প, ১১টি মডার্ন ফায়ার স্টেশন স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্প, ফায়ার এন্ড রেসকিউ স্পেশাল অপারেশন উইং (FARSOW), স্ট্রেংদেনিং অ্যাবিলিটি অব ফায়ার ইমার্জেন্সি রেসপন্স (SAFER) প্রকল্প, এক্সপানশান অব অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসেস অব ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স প্রকল্প, ৪০ ফিট এয়ার ব্রিদিং এন্ড গ্যাস ফায়ার্ড ফায়ার ফাইটিং ট্রেনিং গ্যালারি প্রকল্প বাস্তবায়ন, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং ফর রোহিঙ্গা রিফিউজিসসহ অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান। বর্তমানে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে সারাদেশে মোট ৪৫৬টি ফায়ার স্টেশনের মাধ্যমে অপারেশানল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া সারাদেশে নতুন ৮৫টি ফায়ার স্টেশনের নির্মাণ কাজ চলমান এবং ২৪টি ফায়ার স্টেশনের জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(গ) আগামী ২৮ মার্চ ২০২১ খ্রি: অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য এসডিজি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

(ঘ) নির্দেশনা অনুযায়ী অধিদপ্তর, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তৃণমূল পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

(ঙ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং কমপ্লেক্সসহ বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এসডিজি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু হয়েছে। এছাড়া ট্রেনিং কমপ্লেক্সের প্রশিক্ষণ মডিউলে বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(চ) চলতি ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে এসডিজি বিষয়ক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত আছে এবং আগামী অর্থবছরেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

(ছ) নির্দেশনা অনুযায়ী নতুন প্রকল্প প্রণয়নকালে সকল বিষয়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মূল ধারণাকে সম্পৃক্তকরণ, প্রকল্প নির্বাচন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে সম্পৃক্তকরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

(জ) মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের ১,২৬৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী বৈদেশিক উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

(ঝ) এসডিজি বাস্তবায়নে সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্তকরণ কার্যক্রম চলমান। সারাদেশে ভূমিকম্পসহ যে কোন দুর্যোগ দুর্ঘটনা মোকাবেলায় সহায়ক ভূমিকা পালনের জন্য ইতোমধ্যে ৪৭,৪১৩ জন ভলান্টিয়ারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে তাছাড়া (UNCHR)-এর অর্থায়নে ৩,১১০ জন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

(ঞ) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে দাপ্তরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে নির্ধারিত এসডিজি লোগো ব্যবহার করা হচ্ছে।

সেবামূলক বিশেষ কার্যক্রম ও উত্তম চর্চা:

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান: অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহিত করতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসরণে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করে আসছে। কর্মদক্ষতা, স্বচ্ছতা, সততা, কর্তব্য সম্পাদনে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা, বিধিবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, তথ্যপ্রযুক্তিতে উৎসাহ ইত্যাদি গুণাবলি বিবেচনায় গত আর্থবছরেও এ অধিদপ্তরের ২৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। এ পুরস্কারের আওতায় পুরস্কারপ্রাপ্তদের সনদপত্র এবং ১ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ প্রণোদনা প্রদান করা হয়।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন: ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সহযোগিতায় রোহিঙ্গা ক্যাম্পের অগ্নিনিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৮টি স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন করার পরিকল্পনা গ্রহণের বিষয়টি সম্ভাব্যতার পর্যায়ে রয়েছে এবং বিশ্বব্যাংকের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। এছাড়া কক্সবাজার জেলার বালুখালী ও কুতুপালং শরণার্থী ক্যাম্পে ২টি স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন চালুর কার্যক্রম আগে থেকেই চলমান আছে। এর মধ্যে কুতুপালং স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশনের কনস্ট্রাকশন সম্পন্ন করার পর স্যাটেলাইট স্টেশনটির কার্যক্রম চালুর জন্য তার হ্যান্ডওভার সম্পন্ন হয়েছে। বালুখালী স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশনের জমি হ্যান্ডওভার গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। বর্তমানে উখিয়া ফায়ার স্টেশনের নিয়মিত জনবলের পাশাপাশি বিভিন্ন স্থান থেকে ২০ জনের একটি বর্ধিত জনবল ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাজ-সরঞ্জাম সংরক্ষণ করা হয়েছে, যাতে অগ্নিকান্ডসহ যেকোনো পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা নিয়ে রেসপন্স করা যায়। উল্লেখ্য, রোহিঙ্গা ক্যাম্পে গত ২০২০-২১ অর্থবছরে সংঘটিত ১৭টি অগ্নিদুর্ঘটনায় অংশ নিয়ে উখিয়া ফায়ার স্টেশন থেকে ১৪,৫০,০০০ টাকার সম্পদ রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া এসব দুর্ঘটনা থেকে ৭ জনের মৃতদেহ এবং ১ জনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করেছে উখিয়া ফায়ার সার্ভিস।

মেলা ও প্রদর্শনীতে নিরাপত্তা ইউনিট মোতায়েন: দুর্ঘটনা ঘটলে দ্রুত রেসপন্স নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা, অমর একুশে গ্রন্থমেলাসহ বিভিন্ন মেলা ও প্রদর্শনীতে ফুলটাইম অগ্নিনিরাপত্তা ইউনিট মোতায়েন করা হয়ে থাকে। এর ফলে মেলায় স্থাপিত স্টল ও আগত দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়। কোনো কারণে উদ্ভূত কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে বিশেষ করে অগ্নিদুর্ঘটনার মতো ঘটনা ঘটলে সাথে সাথে ওই সব অগ্নিনিরাপত্তা ইউনিট থেকে তাতে সাড়া প্রদান করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে সীমিত আকারে নির্ধারিত নিয়ম-পদ্ধতি অনুসরণ করে অমর একুশে গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেও এই নিরাপত্তা ইউনিট নিয়োজিত রাখা হয়।

ওয়েবসাইট ও ফেসবুক পেজ নিয়মিত আপডেটকরণ: সকল সেবা সম্পর্কে সকলকে নিয়মিত অবহিত করার উদ্দেশ্যে এবং সেবা গ্রহণের সুবিধা সৃষ্টির অংশ হিসেবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের নিজস্ব ওয়েবসাইট এবং ফেইজবুক পেজ খোলা হয়। গত ২০২০-২১ অর্থবছরে নিয়মিতভাবে এই ওয়েবসাইট ও ফেইসবুক পেজ নিয়মিত আপডেট করা হয় এবং সর্বর্শেষ তথ্য তাতে সন্নিবেশ করা হয়। অধিদপ্তরের পদায়ন, বদলি, আদেশ-নির্দেষসহ সকল অফিসিয়াল পত্রগুলো সারা দেশের সব জায়গা থেকে দেখার ও সংগ্রহ করার সুবিধার্থে নিয়মিতভাবে এই সাইট দুটিতে আপলোড করা হয়েছে। ফলে সকলের পক্ষে স্বল্প সময়ে ও সহজেই সেবা গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। ওয়েবসাইট ও ফেইসবুকের ঠিকানাঃ http://www.fireservice.gov.bd/ এবং https://www.facebook.com/fscd.bd

ফায়ার সার্ভিসের নিজস্ব ওয়েবসাইট

ফায়ার সার্ভিসের নিজস্ব ফেইসবুক পেজ

প্রধান প্রধান রাস্তা ধুলামুক্ত করার লক্ষ্যে পানি ছিটানো: ২০২০-২১ অর্থবছরে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুসরণে ঢাকা শহরের প্রধান প্রধান রাস্তা ধুলামুক্ত রাখার জন্য পানি ছিটানো হয়। শহরকে ধুলা-বালুমুক্ত ও বসবাস উপযোগী রাখার ক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের বিভিন্ন ফায়ার স্টেশন নিয়মিত পানি ছিটানোর এই কাজ সম্পাদন করেছে। এছাড়া করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরুর পর থেকেই জীবাণুনাশক মিশ্রিত পানি ছিটিয়ে করোনো ভাইরাস ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধেও অংশ নিয়েছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স।

রাস্তা ধুলামুক্ত রাখার লক্ষ্যে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনার আলোকে শহরের প্রধান প্রধান রাস্তায় নিয়মিত পানি ছিটানোর দৃশ্য

উৎসবে-আয়োজনে ঘরমুখো মানুষকে নিরাপত্তা সেবা প্রদান: প্রতিবছরের মতো গত ২০২০-২১ অর্থবছরেও ঈদ ও বিভিন্ন উৎসব-আয়োজনে বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে শহর থেকে ঘরে ফেরার সময় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স লঞ্চ টার্মিনাল ও নৌ পারাপার এলাকায় ডুবুরিসহ নিরাপত্তা ইউনিট মোতায়েন করেছে। শিশু, বৃদ্ধ ও সাহায্য প্রয়োজন এমন মানুষকে তারা নৌযানে উঠতে-নামতে সহায়তা করেছে। প্রতিবছরই এ সময় নৌ-দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটে। এসব দুর্ঘটনায় মহিলা, প্রতিবন্ধী, বয়োজ্যেষ্ঠ ও শিশুদের লঞ্চ/ট্রলার ও বাসে উঠার ক্ষেত্রে যাতে দুর্ঘটনার শিকার হতে না হয় সে জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর কর্মীগণ বিশেষ সহায়তা প্রদানসহ সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ এবং সতর্কতামূলক মাইকিং করেছে।

অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অভিপ্রায় ও অনুশাসন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগের প্রত্যক্ষ নির্দেশনা অনুযায়ী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে একটি বিশ্বমানের সেবা বাহিনীতে পরিণত করাই হচ্ছে এ অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এই অধিদপ্তরে নবনিযুক্তদের আন্তর্জাতিকমানের প্রশিক্ষণ সুবিধা নিশ্চিত করতে ইতোমধ্যে বিশ্বমানের একটি ট্রেনিং একাডেমি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি' নামের এই ট্রেনিং একাডেমি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়ায় প্রায় ১০০ একর জায়গা অধিগ্রহণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। একই সাথে ফায়ার সার্ভিসের জনবল কাঠামো ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৮১ সালের জনবল কাঠামো দিয়ে প্রত্যাশিত সেবা প্রদান সম্ভব হবে না এবং যুগের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রাখা যাবে না বিধায় বর্তমান জনবলকে ২৫,০০০ জনে উন্নীত করার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এই কাজে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ইউএনডিপি সহযোগিতা করছে। সেবা সক্ষমতা বৃদ্ধি, সেবার গুণগতমান বৃদ্ধি, সেবার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ এবং ক্রমবর্ধিষ্ণু সেবা প্রত্যাশার সাথে সঙ্গতি সাধনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রান্তিক এলাকায় বসবাসকারীদের সেবা সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী প্রতিটি উপজেলায় ন্যূনতম একটি করে ফায়ার স্টেশন নির্মাণের কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। মানুষের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে উপজেলার পাশপাশি শহর ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাসমূহে যেখানে ফায়ার স্টেশন বিদ্যমান নেই এমন গ্যাপ এরিয়া খুঁজে বের করে তার সম্ভাব্যতা যাচাই, জমি অধিগ্রহণ, স্টেশন ভবন নির্মাণ এবং জনবল নিয়োগ প্রদান ও সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়ের মাধ্যমে নতুন নতুন ফায়ার স্টেশন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মহাসড়কসমূহেও একইভাবে প্রয়োজনে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে পিএসসি'র মাধ্যমে ১টি ব্যাচের অফিসার নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। একটি দক্ষ, মেধাভিত্তিক ও প্রযুক্তি সুবিধা সম্পন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান নিশ্চিত করার মাধ্যমে এ অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য পূরণ করা হবে।

কারা অধিদপ্তর

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পটভূমি : স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যূদয় এবং বঙ্গাবন্ধুর সাথে কারাগারের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ১৯৩৮ সালে গ্রাম্য প্রতিপক্ষের প্রতিহিংসামূলক মামলায় বঙ্গাবন্ধুর প্রথম কারা জীবন শুরু এবং ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি করাচির মিনওয়ালি কারাগার হতে মুক্তি লাভের মাধ্যমে তার কারা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। বঙ্গাবন্ধু তার জীবন ও যৌবনের গুরুত্বপূর্ণ ৩০৫৩ দিন কাটিয়েছেন কারাগারের চার দেয়ালের ভিতরে। তিনি বাংলাদেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কারাগারের ভিতরে বসেই। “অসমাপ্ত আত্মজীবনী” এবং “কারাগারের রোজনামচা” নামক গ্রন্থ দুটিতে বঙ্গাবন্ধুর কারা জীবন এবং কারাগারের বিষয়াবলি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। শুধু বাংলাদেশ নয়, ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের অনেক কিছুর সাক্ষী এই কারাগার, মাস্টারদা সূর্যসেন, ক্ষুদিরাম, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার প্রমূখ রাজনৈতিক বন্দির নামের সাথেও কারাগারের নাম জড়িয়ে আছে। এই কারাগারেই নির্মমভাবে শহিদ হয়েছেন জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এবং এ, এইচ, এম কামারুজ্জামান।

বঙ্গাবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে একাধিকবার কারাবরণ করেছেন। ১৯৭১ সালে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনকারী এবং বঙ্গাবন্ধু হত্যা মামলার আসামিদের

সাজা কার্যকর করা হয়েছে কারাগারে। এভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাস এবং কারাগারের নাম একসাথে মিশে আছে। বর্তমানে বাংলাদেশে কারাগারের সংখ্যা ৬৮টি, তন্মধ্যে ১৩টি কেন্দ্রীয় কারাগার ও ৫৫টি জেলা কারাগার।

ক্রমবিকাশ :

১৭৮৮ : পুরাতন ঢাকার চকবাজারে ক্রিমিনাল ওয়ার্ড নির্মাণের মাধ্যমে বাংলাদেশে কারাগারের যাত্রা শুরু।

১৮৬৪ : কারাগার সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য জেলকোড প্রণীত হয়।

১৮৯৪ : প্রথমবারের মত প্রিজন এ্যাক্ট প্রণীত হয়।

১৯০০ : প্রিজনারস এ্যাক্ট প্রণীত হয়।

১৯৪৭ : ২টি কেন্দ্রীয়, ১২ টি জেলা এবং ৩৭টি মহকুমা কারাগার নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান কারা বিভাগের যাত্রা শুরু।

১৯৫০ : পাকিস্তানী স্বৈরাচারী সরকার রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে খাপড়া ওয়ার্ডে বন্দিদের ন্যায্য দাবির প্রেক্ষিতে অনশনরত বন্দিদের উপর নির্মমভাবে গুলি চালিয়ে ৭ জন বন্দিকে হত্যা করে। এতে আরো ৩১ জন বন্দি গুরুতরভাবে আহত হয়।

১৯৭১ : মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশ কারা বিভাগের ৫ জন সদস্য শহীদ হন। কুড়িগ্রাম জেলা কারাগারে কর্মকালীন সময়ে পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক ১৯৭১ সালের ৭ এপ্রিল তারা নির্মমভাবে নিহত হন। ৪টি কেন্দ্রীয়, ১৩ টি জেলা এবং ৪২ টি উপ-কারাগার নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের কারা বিভাগের যাত্রা শুরু হয়।

১৯৭৮ : কারাগারগুলোকে সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য বিচারপতি মুনিম হাসানের নেতৃত্বে মুনিম কমিশন গঠন করা হয়।

১৯৯৭ : উপ-কারাগারগুলোকে জেলা কারাগারে রূপান্তর করে কারাগারকে সংশোধনাগার হিসেবে গড়ে তুলতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং সিনিয়র জেল সুপারের পদ সৃষ্টি হয়।

২০১৬ : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কেরাণীগঞ্জে নির্মিত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার উদ্বোধন এবং ৬,৫১১ জন বন্দিকে স্থানান্তর।

২০১৮: কারাগারে বন্দি কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্দ অর্থের লভ্যাংশ হতে ৫০% সংশ্লিষ্ট কয়েদীকে পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদান করা হচ্ছে।

২০১৯: (১)সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার, কিশোরগঞ্জ, ফেনী, পিরোজপুর ও মাদারীপুর জেলা কারাগার নতুনভাবে নির্মাণ এবং বন্দি স্থানান্তর। এতে কারাগারের ধারণ ক্ষমতা ৩৯৫০ জন বৃদ্ধি পায়।বন্দিদের সকালের নাস্তার মেন্যু পরিবর্তন করে সপ্তাহে ৪ দিন সবজি-রুটি, ২ দিন খিচুড়ি ও ১ দিন হালুয়া-রুটি প্রদান।

(২) কারাবন্দিদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য নিয়োজিত ধর্মীয় উপদেষ্টাগণের প্রতি দর্শনের (Per Visit) সম্মানী ৫০/- টাকার স্থলে ২০০/- (দুইশত) টাকায় উন্নীত করা হয়েছে;

২০২০: (১) বিশেষ দিবস/উৎসব উপলক্ষ্যে কারা বন্দিদের উন্নত মানের খাবার সরবরাহের নিমিত্ত জনপ্রতি বরাদ্দ ৩০/- (ত্রিশ) টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১৫০/- টাকা উন্নতিকরণ।

(২) আদালতগামী বন্দিদের দুপুরের খাবারের পরিবর্তে শুকনা খাবার সরবরাহের নিমিত্তে দৈনিক মাথাপিছু ২৬/- টাকা হারে বরাদ্দ প্রদান।

রূপকল্প : রাখিব নিরাপদ, দেখাব আলোর পথ ।

অভিলক্ষ্য : বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিতকরণ, তাদের মাঝে শৃঙ্খলা বজায় রাখা, তাদের প্রতি মানবিক আচরণ সমুন্নত রাখা, কারাগারে কঠোর নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা, যথাযথভাবে তাদের বাসস্থান, খাদ্য, চিকিৎসা এবং আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও আইনজীবীর সাথে সাক্ষাৎ নিশ্চিতকরা এবং একজন সুনাগরিক হিসেবে সমাজে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মোটিভেশন ও প্রশিক্ষণ প্রদান ।

কারা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত সাধারণ কার্যাবলি :

১	বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিতকরণ
২	বন্দিদের আইন সহায়তা নিশ্চিতকরণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ
৩	বন্দিদের স্বাস্থ্যসম্মত আবাসন, খাদ্য ও চিকিৎসা নিশ্চিতকরণ
৪	বন্দিদের স্বাক্ষরতা, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে চারিত্রিক সংশোধনের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সুস্থ জীবনযাপনে অভ্যস্থকরণ
৫	বন্দিদের নথি সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ
৬	নির্ধারিত তারিখে যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে বন্দিদের বিচারিক আদালতে হাজিরা নিশ্চিতকরণ
৭	বিধি মোতাবেক বন্দিদের দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থাকরণ
৮	মাদকাসক্ত বন্দিদের কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে নিরাময়ের ব্যবস্থা ও সুযোগ সৃষ্টিকরণ
৯	মহিলা বন্দিদের সাথে অবস্থানরত শিশুদের মানসিক বিকাশ ও মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ
১০	বন্দিদের মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ
১১	বন্দি পরিচালনায় বিজ্ঞ আদালতের যাবতীয় নির্দেশনা প্রতিপালন
১২	কারা ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা নিশ্চতকরণ
১৩	কারাভ্যন্তরে বিভিন্ন খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে বন্দিদের মানসিক বিকাশের সহায়ক ভূমিকা পালন
১৪	নবনিযুক্ত কারারক্ষীদের মৌলিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ
১৫	বন্দি পুনর্বাসনের লক্ষ্যে তাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান
১৬	কারাশিল্প এবং কারাবাগানে উৎপাদন বৃদ্ধিকরতঃ সরকারি অর্থসাশ্রয় ও রাজস্ব বৃদ্ধিকরণ
১৭	কারাগারে বন্দি কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্দ হতে লভ্যাংশের ৫০% হিসেবে সংশ্লিষ্ট বন্দিকে পারিশ্রমিক প্রদান

১৮	সকল কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কারা প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ ও সেমিনারে অংশগ্রহণের ব্যবস্থাকরণ।

২০০৯ হতে ২০২১ পর্যন্ত সময়ে কারা অধিদপ্তরের অর্জন/সমৃদ্ধির তুলনামূলক বিবরণীঃ

বিষয়	২০০৮-২০০৯	২০২০-২০২১	মন্তব্য
রাজস্বখাতে সৃজিত পদ	৮৩৬৫টি	১২১৭৮টি	নতুন ৩৮১৩ টি পদ বৃদ্ধি পেয়েছে।
রাজস্ব বাজেট	২৯৮,৫৬,২৫,০০০/-	৯০৮,৫৩,০৫,০০০/-	বাজেটের আকার বৃদ্ধি পেয়েছে ৬০৯,৯৬,৮০,০০০/- টাকা
কয়েদী বন্দিদের শ্রমের বিনিময়ে উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্দ অর্থ হতে লভ্যাংশের ৫০% পারিশ্রমিক প্রদান	পূর্বে ছিলনা	১১২৩৯ জন বন্দিকে ২৭,৩৯,৫৭৫/- টাকা প্রদান করা হয়েছে।	--
বন্দিদের জন্য ফোনবুথ স্থাপন	পূর্বে ছিলনা	কারাগারে ফোনবুথ ‘স্বজন’ স্থাপন বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম যুগোপযোগী পদক্ষেপ যার ফলে কারা বন্দিরা প্রতি সপ্তাহে একদিন নিকটতম আত্মীয় স্বজনের সাথে পারিবারিক ও আইনী সহায়তা বিষয়ে যোগাযোগের সুযোগ পাচ্ছে।	--
সকালের নাস্তা	বৃটিশ আমল হতে বন্দিদের সকালের নাস্তায় রুটি-গুড় প্রচলিত ছিল	বন্দিদের সকালের নাস্তায় প্রচলিত রুটি-গুড়ের পরিবর্তে খিচুড়ি, সবজি, রুটি ও হালুয়া প্রদান করা হচ্ছে।	--
বালিশ ও কম্বল	বৃটিশ আমল হতে কারাগারে বন্দিদের জন্য ৩টি কম্বল বরাদ্দ ছিল	বৃটিশ আমল হতে প্রচলিত কারাগারের আটক বন্দিদের প্রাপ্য ৩টি কম্বলের মধ্যে ১টি কম্বলের পরিবর্তে ১টি শিমুল তুলার বালিশ প্রদান করা হচ্ছে।	--
ডিজিটাল প্রিজন ভ্যান ক্রয়	পূর্বে ছিলনা	কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি ও মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারের গুরুত্বপূর্ণ মামলার আসামীদের আনা-নেওয়ার জন্য একটি ১০ আসন বিশিষ্ট (ভি আই পি) ও অপর একটি ৪০ আসন বিশিষ্ট	--

বিষয়	২০০৮-২০০৯	২০২০-২০২১	মন্তব্য
		(সাধারন) ডিজিটাল প্রিজন ভ্যান ক্রয় করা হয়;	
ক্রয় প্রক্রিয়া	পূর্বে ই-জিপির মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়া ছিল না, সাধারণ প্রক্রিয়ায় দরপত্র আহ্বান করা হতো।	বর্তমান সরকারের ডিজিটাল উন্নয়নের অংশ হিসেবে প্রণীত নীতিমালার আলোকে ই-জিপির মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরের প্রায় ১০০% ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।	--
বন্দি বিনিময় প্রক্রিয়া সহজ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে TSP চুক্তি স্বাক্ষর।	পূর্বে ছিল না	বর্তমানে চালু রয়েছে	--
বন্দিদের এক কারাগার হতে অন্য কারাগারে স্থানান্তরকালে খোড়াকী ভাতা মাথাপিছু বরাদ্দ।	১৬/- টাকা	১০০/- টাকা	মাথাপিছু ৮৪/- টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।
কারাগারে আটক বন্দিদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য ধর্মীয় শিক্ষকের প্রতি ভিজিটে সম্মানি	৫০/- টাকা	২০০/- টাকা	১৫০/-টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।
বন্দিদের ইফতারীর জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ।	১৫/- টাকা	৩০/- টাকা	মাথাপিছু ১৫/- টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।
কারাভ্যন্তরে কয়েদি পরিচ্ছন্নতা কর্মীর মাসিক বেতন।	২০/- টাকা	৫০০/- টাকা	৪৫০/- টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।
বিশেষ দিবস উপলক্ষ্যে বন্দিদের মাঝে উন্নতমানের খাবার পরিবেশনের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ।	৩০/- টাকা	১৫০/- টাকা	মাথাপিছু ১২০/- টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।
আদালতগামী বন্দিদের দুপুরের খাবারের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ।	পূর্বে ছিল না	বর্তমানে ২৬/- টাকা করা হয়েছে	--
কারাগারে আটক বন্দিদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমানে দেশের ৩০টি কারাগারে ৩৯টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু আছে।	পূর্বে ছিল না	জুলাই, ১৪ হতে জুন, ২১ সময়ে ৫৩,৯০৮ জন বন্দিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	--
নতুন জায়গায় কারাগার নির্মাণ (ক)গোপালগঞ্জ, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, চাঁদপুর, নাটোর, নীলফামারী, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, নেত্রকোণা, সুনামগঞ্জ, সিলেট, কিশোরগঞ্জ, মাদারীপুর, ফেনী, পিরোজপুর, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ এবং মহিলা	কারাগারগুলো ছিল অনেক ছোট, অতি পুরাতন, এবং জরাজীর্ণ।	পূর্বের অবস্থান থেকে সরিয়ে বৃহৎ পরিসরে নতুন আধুনিক কারাগার নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে বন্দি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আবাসন সমস্যা লাঘব হয়েছে।	--

বিষয়	২০০৮-২০০৯	২০২০-২০২১	মন্তব্য
কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ			
(খ) হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ।	পূর্বে কোন কারাগার ছিল না।	হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণের ফলে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ, মৃত্যুদন্ডাদেশপ্রাপ্ত এবং দীর্ঘ মেয়াদি সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের নিরাপদে আটক রাখা সম্ভব হচ্ছে।	--
(গ) চট্টগ্রাম ও দিনাজপুর কারাগার সম্প্রসারণ।	কারাগার দুটি ছিল অনেক ছোট, অতি পুরাতন এবং জরাজীর্ণ।	চট্টগ্রাম ও দিনাজপুর কারাগারকে পূর্বের অবস্থানে রেখে সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে। এর ফলে বন্দি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ আবাসন সমস্যা লাঘব হয়েছে।	--
বন্দি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি	বন্দি ধারণক্ষমতা ছিল ২৮,৬৬৮ জন।	বন্দি ধারণক্ষমতা ১৩,৭৮২ বৃদ্ধি করা হয়েছে, মোট ধারণক্ষমতা হয়েছে ৪২৪৫০ জন। ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে বন্দিদের আবাসন সমস্যা অনেকটা লাঘব হয়েছে।	--
পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে বঙ্গবন্ধু কারা স্মৃতি জাদুঘর এবং জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর স্থাপন।	পূর্বে জাদুঘর ছিল না।	পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে বঙ্গবন্ধু কারা স্মৃতি জাদুঘর এবং জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় জাদুঘর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের কাজ চলমান আছে। কাজ সম্পন্ন হলেই জাদুঘর দুটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে।	--
বিডিআর বিচারের জন্য অস্থায়ী আদালত ভবন নির্মাণ	পূর্বে কোন স্থাপনা ছিল না।	২০০৯ সালে বিডিআর হত্যাকান্ডে জড়িতদের বিচারের জন্য কারা অধিদপ্তর প্যারেড মাঠে মাত্র ৩২ দিনে অস্থায়ী আদালত ভবনের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা হয়। বর্তমানে উক্ত আদালত ভবনে বিভিন্ন মামলার বিচার কার্য চলছে।	--

বিষয়	২০০৮-২০০৯	২০২০-২০২১	মন্তব্য
কারাগারে যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ।	কারা সদর দপ্তর এবং বিভাগীয় দপ্তরে মাত্র ৬টি গাড়ি ছিল। কারাগারসমূহে কোন যানবাহন ছিল না।	কারা বিভাগের জন্য প্রকল্পের আওতায় ১৮১টি যানবাহন ও ৬০৭টি বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া রংপুর ও বরিশাল বিভাগীয় কারাউপ-মহাপরিদর্শকদ্বয়ের ব্যবহারের জন্য রাজস্ব খাত হতে ২টি জিপ গাড়ি ক্রয় করা হয়।	--
মহিলা কারারক্ষীদের জন্য আবাসন নির্মাণ।	মহিলা কারারক্ষীদের জন্য পৃথক কোন আবাসন ছিল না।	৪০টি কারাগারে মহিলা কারারক্ষীদের জন্য ৩৯৯টি ফ্লাট নির্মাণ করা হয়েছে।	--
কারা বেকারি চালু	কোন কারা বেকারি ছিল না।	কারা বেকারি চালুর মাধ্যমে বেকারীতে উৎপাদিত খাদ্য সামগ্রী বন্দি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করা হচ্ছে।	--
কারাগারে আধুনিক নিরাপত্তামূলক যন্ত্রপাতি সংযোজন	কারাগারে উল্লেখযোগ্য কোন নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছিল না।	ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম বিভাগের ৩২টি কারাগারে আধুনিক নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম সংযোজনের মাধ্যমে বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।	--
কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট চালুকরণ	কোন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ছিল না।	কারা বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দক্ষতা বাড়াতে সরকারের অনুমোদনক্রমে কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট চালু করা হয়েছে।	--
অফিসার্স মেস নির্মাণ	কোন অফিসার্স মেস ছিল না।	পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এলাকায় অফিসার্স মেস নির্মাণ করা হয়েছে।	--
রাজশাহীতে কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ	কারা বিভাগের কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র/একাডেমি নেই।	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উন্নত ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হবে।	--
পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ	এখানে কারাগার ছিল।	২২৮ বছরের পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ঢাকার কেরাণীগঞ্জে স্থানান্তরের পর পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের	--

বিষয়	২০০৮-২০০৯	২০২০-২০২১	মন্তব্য
		জমির পরিকল্পিত ব্যবহারের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী ‘পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার-এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন’ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু কারা স্মৃতি জাদুঘর এবং জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করা হবে। ঢাকার মধ্যযুগের ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা হবে। এখানে উন্মুক্ত নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চায়ন করা যাবে এবং গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি হবে। সবুজে ঘেরা একটি দৃষ্টিনন্দন এবং ঐতিহাসিক এলাকাটি হবে ঢাকাবাসীর জন্য হবে পরিবার পরিজন নিয়ে বেড়ানোর একটি সুন্দর ও আদর্শ জায়গা।	
ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেস চালু	রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে অনেক পুরাতন একটি প্রেস ছিল।	কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এ ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেস চালুর ফলে কারাগারের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ফর্ম ও প্রিন্টিং সামগ্রী সহজে ও স্বল্প মূল্যে সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে।	--
ওয়েব বেজড্ প্রিজন ভ্যান সংযোজন	কারা বিভাগে কোন প্রিজন ভ্যান ছিল না।	২টি প্রিজন ভ্যান সংযোজনের ফলে জঙ্গি, টপটেরর ও ঝুঁকিপূর্ণ বন্দিদের নিরাপদে আদালতে এবং এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে স্থানান্তর করা সম্ভব হচ্ছে।	--
ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন	ডে-কেয়ার সেন্টার ছিল ২টি	বর্তমানে ডে-কেয়ার সেন্টার ৭টি।	নতুন ৫টি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

বিষয়	২০০৮-২০০৯	২০২০-২০২১	মন্তব্য
চলমান প্রকল্প	-	বর্তমানে কারা অধিদপ্তরের নিম্নে বর্ণিত ৮টি প্রকল্প চলমান রয়েছে- (ক) খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প (খ)কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্প (গ)ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প (ঘ)কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্প (ঙ)পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প (চ)কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প (ছ)নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প (জ)জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প	--
নতুন প্রকল্প গ্রহণ	-	ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ, কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল ও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন, সকল কারাগারে অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ, দেশের সকল কারাগারে স্বজন লিংক স্থাপন এবং ঠাকুরগাঁও, যশোর, রাজশাহী, রংপুর, ফরিদপুর, কুড়িগ্রাম, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ফেনী, খাগড়াছড়ি, রাংগামাটি কারাগার নির্মাণ/পুনঃ নির্মাণসহ মোট ১৮টি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।	--

জনবল সংক্রান্ত তথ্যঃ

ক্রম	গ্রেড	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	কর্মরত পদ সংখ্যা	শূন্যপদ সংখ্যা
১	২য় গ্রেড হতে ৯ম গ্রেড	৩০৬	১৩৭	১৬৯
২	১০ম গ্রেড হতে ১১ তম গ্রেড	২৯২	১৭৩	১১৯
৩	১২তম গ্রেড হতে ১৯ তম গ্রেড	১১৩০২	১০২২১	১০৮১
৪	২০ তম গ্রেড	২৭৮	২৩	২৫৫
	সর্বমোট=	১২১৭৮	১০৫৫৪	১৬২৪

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ): প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থা পদ্ধতি চালুর পর ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর হতে কারা অধিদপ্তর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং কারা অধিদপ্তরের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সার্বিক মূল্যায়নে এ অধিদপ্তর কর্তৃক অর্জিত নম্বর ৯৮। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শকের নেতৃত্বে ৬ সদস্য বিশিষ্ট টিম গঠন করা হয়েছে এবং সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)-কে এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং অধীন অধিদপ্তরসমূহের মধ্যে ২৭-০৬-২০২১ তারিখে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর।

উদ্ভাবনী কার্যক্রম: কারা অধিদপ্তরের কার্যক্রম জনবান্ধব করার লক্ষ্যে নিয়মিত উদ্ভাবনী চর্চাকে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে । মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক কারা উপ-মহাপরিদর্শক (সদর দপ্তর) কে প্রধান করে একটি ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে । ২০২০-২১ অর্থবছরে অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উদ্ভাবনী কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

- চীফ ইনোভেশন কর্মকর্তা - জনাব সুরাইয়া আক্তার, কারা উপ-মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), কারা অধিদপ্তর।
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উদ্ভাবনী কার্যক্রমের সংখ্যা - ৮ টি।
- বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী কার্যক্রমের সংখ্যা - ৪ টি।

নং	উদ্ভাবনী উদ্যোগের বিষয়	অর্জিত ফলাফল	চলমান/বাস্তবায়ন
১	এসএমএস ও অ্যাপ এর মাধ্যমে বন্দির অবস্থান, জামিন/খালাস এর তথ্য প্রদান	বন্দি এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে বদলি হলে অথবা বন্দির জামিন/খালাস হলে সহজে তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে এসএমএস ও অ্যাপ এর মাধ্যমে বন্দির অবস্থান, জামিন/খালাস এর তথ্য প্রদানের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এর ফলে বন্দির অবস্থান সংক্রান্ত যে কোন তথ্য তার স্বজন সহজে জানতে পারবে।	বাস্তবায়িত
২	হাইকোর্টে আপিল প্রক্রিয়া সহজিকরণ	কারা বন্দিদের জেল আপিল দাখিল, জেল আপিলের অগ্রগতি এবং ফলাফল সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত হওয়ার জন্য একটি অ্যাপ তৈরী করা হয়েছে। উক্ত অ্যাপের মাধ্যমে জেল আপিল সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।	চলমান
৩	হট নাম্বার চালুকরণ	আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক বন্দি সংক্রান্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট কারাগারে গিয়ে জানতে হয়। অনেক সময় অনেক বন্দি অন্য কারাগারে বদলি হয়ে গেলে তথ্য না জানার কারনে কারাগারে গিয়ে ফেরত আসতে হয়। বন্দির আত্মীয় স্বজনের বর্ণিত দূর্ভোগ লাঘবের উদ্দেশ্যে যেন একটি নাম্বার এ ফোন দিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়, এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।	চলমান
৪	ওয়েস্টেজ ম্যানেজম্যান্ট এন্ড ইউজেস	কারাগারসমূহে সঠিক প্রক্রিয়ায় ওয়েস্টেজ ম্যানেজম্যান্ট এবং তার সঠিক ব্যবহার করা গেলে কারা এলাকা যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে তেমনি পরিবেশ ও দূষণমুক্ত থাকবে। এ লক্ষ্যে কুড়িগ্রাম জেলা কারাগারে প্রাথমিকভাবে বাস্তবায়নের কাজ চলছে।	চলমান
৫	ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার চালুকরণ	বন্দির আত্মীয়-স্বজন ও সেবাপ্রাথীদের সেবা প্রদান সহজতর করার লক্ষ্যে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়। উক্ত সার্ভিস সেন্টারে বন্দিদের সাথে সাক্ষাতের স্লিপ সংগ্রহ, পিসিতে টাকা জমা, ওকালতনামা জমা গ্রহন, বন্দিদের	বাস্তবায়িত

নং	উদ্ভাবনী উদ্যোগের বিষয়	অর্জিত ফলাফল	চলমান/বাস্তবায়ন
		প্রয়োজনীয় বৈধ দ্রব্যাদি (যেমন পোশাক) জমা, জামিন ও খালাস সম্পর্কিত তথ্য, মোবাইল ফোন ও ব্যাগ জমা, বন্দি সম্পর্কিত বৈধ তথ্য অনুসন্ধান, অভিযোগ নিষ্পত্তি ইত্যাদি সকল সেবা প্রদান করা হবে। ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারে সেবা প্রদানের জন্য ০২ (জন) কারারক্ষী এবং ইনচার্জ হিসেবে একজন ডেপুটি জেলার দায়িত্বে থাকবেন।	
৬	মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বন্দিদের ব্যক্তিগত ক্যাশে টাকা প্রেরণ	বন্দিদের ব্যক্তিগত ক্যাশে টাকা জমা দিতে তাদের স্বজনদের অনেক সময় দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়, লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এতে সময় ও খরচ দুটোই অনেক বেশি লাগে। সেবা প্রার্থীদের সময়, খরচ ও ভোগান্তি কমাতে এই উদ্যোগটি গ্রহণ করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত
৭	কারা বন্দিদের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা	কারাগারে অবস্থানরত আগ্রহী বন্দিদের শিক্ষা কার্যক্রম যাতে ব্যাহত না হয় সে বিষয়ে কারা বন্দিদের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।	চলমান
৮	আল্ট্রাভায়োলেট হিডেন সিল	কারাভ্যন্তরে ভিজিটর ও বহিরাগতদের প্রবেশের ক্ষেত্রে সাধারণ কালি দিয়ে যে সিল দেয়া হয় তা সহজে মুছে ফেলা বা কোন অসৎ উদ্দেশ্যে কারসাজির মাধ্যমে কারা নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা সম্ভব।	বাস্তবায়িত

নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের আগামী ৫ (পাঁচ) বছরের কর্মপরিকল্পনা/কর্মকৌশল প্রণয়নের নিমিত্তে কারা অধিদপ্তরের কর্মপরিকল্পনা/কর্মকৌশল:

ইশতেহারে উল্লিখিত পরিকল্পনা	বিদ্যমান অবস্থা (ডিসেম্বর ২০১৮)	কর্মপরিকল্পনা	হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি (৩০ জুন ২০২১ পযন্ত)
১. মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি ও চলমান অভিযান অব্যাহত থাকবে	● মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ/সংশ্লিষ্ট আইনের আওতায় কারাগারে আটক বন্দি সংখ্যা ২৭০৯২ জন (০৭/০৭/২০১৯ তারিখের তথ্যানুসারে)। স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় মাদকাসক্ত বন্দিদের স্বতন্ত্র তালিকা প্রস্তুত করা হয়।	● মাদকাসক্ত কারা বন্দিদের পৃথক তালিকাপ্রস্তুত ;	মাদক মামলায় কারাগারে আটক বন্দি ও মাদকাসক্ত বন্দিদের আলাদা তালিক প্রস্তুত রাখা হয়।

ইশতেহারে উল্লিখিত পরিকল্পনা	বিদ্যমান অবস্থা (ডিসেম্বর ২০১৮)	কর্মপরিকল্পনা	হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি (৩০ জুন ২০২১ পযন্ত)
	• মাদকাসক্ত বন্দি ওয়ার্ড ৫৯টি কারাগারে চালু রয়েছে।	• সকল কারাগারে মাদকাসক্ত বন্দি ওয়ার্ড চালু করা ; • মাদকাসক্ত কারা বন্দিদের পৃথক ওয়ার্ডে রাখা এবং কাউন্সিলিং/মোটিভেশন করা • বন্দিদের সামাজিক পুনর্বাসন;	বর্তমানে ৫৯টি কারাগারে মাদকাসক্ত বন্দি ওয়ার্ড চালু আছে। পর্যায়ক্রমে সকল কারাগারে মাদকাসক্ত ওয়ার্ড চালু করা সম্ভব হবে। মাদকাসক্ত কারা বন্দিদের পৃথক ওয়ার্ডে রেখে কাউন্সিলিং/মোটিভেশন করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল প্রয়োজন। বর্তমানে ৩০টি কারাগারে ৩৯টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
	• ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার কেরাণীগঞ্জে মাদকাসক্ত বন্দিদের বিশেষায়িত চিকিৎসার জন্য ৫০ শয্যাসহ ৩০০ শয্যার ১টি হাসপাতালের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। যা বর্তমানে কারা অধিদপ্তরে ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলছে।	• ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার কেরাণীগঞ্জে মাদকাসক্ত বন্দিদের বিশেষায়িত চিকিৎসার জন্য ৫০ শয্যাসহ ৩০০ শয্যার ১টি হাসপাতালের প্রকল্প বাস্তবায়ন করা	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি সংশোধনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য Proposal For Feasibility Study (PFS) প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।
	• সকল কারা হাসপাতালে স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।	• মাদকাসক্ত বন্দিদের মানসিক রোগমুক্তি ও মোটিভেশনের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা। বর্তমানে ১৪১ জন কারা চিকিৎসকের মধ্যে ০৯ জন চিকিৎসক কর্মরত রয়েছেন।	সকল কারা হাসপাতালে স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় চিকিৎসা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে কারা চিকিৎসকের ১৪১টি অনুমোদিত পদ রয়েছে। তন্মধ্য প্রেষণে ৬ জন এবং সাময়িকভাবে সংযুক্ত ১০৪ জন মোট (১০৫+৬)=১১১ জন চিকিৎসক বিভিন্ন কারা হাসপাতালে কর্মরত রয়েছেন ০১/০৮/২০২১ তারিখের তথ্যমতে)। কারা হাসপাতালে শূন্য পদে চিকিৎসক পদায়ন করার জন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে। করোনা মহামারির বর্তমান পরিস্থিতিতে কারাগার/কারা হাসপাতালসমূহে চিকিৎসক পদায়ন আপাতত: স্থগিত রাখার গৃহীত সিদ্ধান্ত

ইশতেহারে উল্লিখিত পরিকল্পনা	বিদ্যমান অবস্থা (ডিসেম্বর ২০১৮)	কর্মপরিকল্পনা	হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি (৩০ জুন ২০২১ পযন্ত)
			স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-২৫১ তারিখ: ০২.০৫.২০২১ এর মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে।
	• কারাবিধি অনুযায়ী মাসে ২ বার এবং তাৎক্ষণিক যেকোনো সময় কারা অভ্যন্তরে তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করা হয়।	• কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির (বডি স্ক্যানার, লাগেজ স্ক্যানার, সিসি ক্যামেরা, আর্চওয়ে মেটাল ডিটেক্টর ইত্যাদি) ব্যবহার করে কারাগারে মাদক বিরোধী অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা।	কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে শুধু জ্যামার ক্রয়ের **কার্যক্রম**প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
		কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্প (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগের ৪১টি কারাগারের জন্য) গ্রহণের মাধ্যমে দেশের সকল কারাগারে নিরাপত্তামূলক আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হবে।	বর্তমানে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।
	• কারা কর্তৃপক্ষ নিয়মিতভাবে বন্দি সচেতনতায় কেস টেবিল ও দরবার পরিচালনা করে থাকেন। ১৯টি কারাগারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় গনসতেনতামূলক কার্যক্রম করা হয়েছে;	• মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল কারাগারে মাদক বিরোধী গণসচেতনতামূলক কর্মশালা/ মোটিভেশনাল কার্যক্রম গ্রহণ করা;	কারা কর্তৃপক্ষ নিয়মিতভাবে বন্দি সচেতনতায় কেস টেবিল ও দরবার পরিচালনা করা হচ্ছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় বিভিন্ন কারাগারে গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
৭. একটি আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর, দক্ষ, দুর্নীতিমুক্ত, দেশপ্রেমিক গণমুখী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ অব্যাহত থাকবে (পৃষ্ঠা-১৮)	বন্দিদের আত্মীয় স্বজনদের সাথে কথা বলার জন্য ‘স্বজন’ নামক টেলিফোন বুথ পাইলট প্রকল্প হিসেবে টাঙ্গাইলে জেলা কারাগারে চালু করা হয়েছে। সারাদেশে ‘স্বজন লিংক’ নামক টেলিফোন বুথ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কারা অধিদপ্তরে ডিপিপি পুণর্গঠনের কাজ চলছে ;	• আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবস্থায়ভিডিও কলের মাধ্যমে বন্দিদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে কথা বলার জন্য ‘দেশের সকল কারাগারে স্বজন লিংক স্থাপন’ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।	ফোনবুথ পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে।ডিপিপি সংশোধন করে ২৯.৬.২০২১ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে টেলিফোন বুথ ও টেলিফোন লাইন সংস্থাপন, পরিচালন ও বাস্তবায়ন কার্যাদি সরকারি টেলিফোন সংস্থা টেলিটক এর মাধ্যমে

ইশতেহারে উল্লিখিত পরিকল্পনা	বিদ্যমান অবস্থা (ডিসেম্বর ২০১৮)	কর্মপরিকল্পনা	হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি (৩০ জুন ২০২১ পযন্ত)
			বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে বিস্তারিত প্রস্তাব চেয়ে টেলিটক বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
	• প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবহিদিতা আনয়নের জন্য সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা স্বল্প পরিসরে চালু রয়েছে। এছাড়া কারা কর্মকর্তাদের দরবার, রোলকল ও পরিদর্শনের সময় এ বিষয়গুলোতে সতর্ক থাকার জন্য সকলকে পরামর্শ/নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	• কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী এর চলমান কাজ সম্পন্ন করে এবং বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি,কেরাণীগঞ্জ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে কারা প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের জন্য শতভাগ কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হবে।	কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রাজশাহী এর নির্মাণ কাজ জুন-২০২২ এর মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে। যা বর্তমানে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ প্রকল্পের পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলছে। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই এর জন্য Proposal for Feasibility Study (PFS) প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।
	• কারা বন্দিদের ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের জঙ্গি সম্পৃক্ততা প্রতিরোধের জন্য ইতোমধ্যে কর্মকর্তা ১৯২ জন ও কর্মচারী ২২৫৩ জন সর্বমোট ২৪৪৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	শতভাগ কর্মকর্তা কর্মচারীদের (অবশিষ্ট ৯৭৩৩) এন্টি টেরোরিজম প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা হবে।	কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্থার সহায়তায় ১৯৮ জন কর্মকর্তা দেশে এবং ৮ জন কারা কর্মকর্তা বিদেশে এন্ট্রি টেরোরিজম বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। দেশের অভ্যন্তরে ৪১৭২ জন কর্মচারী (ইউনিফর্মধারী) এন্ট্রি টেরোরিজম বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষিত কর্মকর্তাগণের দ্বারা পর্যায়ক্রমে সকল কারা কর্মচারীকে টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রয়েছে।
	বর্তমানে টেলিটক মোবাইল থেকে এসএমএসের মাধ্যমে কারারক্ষী/মহিলা কারারক্ষী নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। যোগ্যতা, সততা, কর্মনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলাবোধ বিচার বিবেচনা করে কারা প্রশাসনের নিয়োগ ও পদোন্নতি নিশ্চিত করা হয়।	• নিয়োগ ও পদোন্নতি ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অনলাইনে নিয়োগের আবেদন, প্রবেশপত্র প্রদান ও পরীক্ষার ব্যবস্থা আধুনিকায়ন করা হবে।	কারারক্ষী ও মহিলা কারারক্ষী নিয়োগ কার্যক্রম এস এমএস এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। এছাড়াও নিয়োগ কার্যক্রমে যাতে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয় সে লক্ষ্যে যাবতীয় নিয়োগ কার্যক্রম অনলাইন ভিত্তিক করার প্রক্রিয়া চলমান।

ইশতেহারে উল্লিখিত পরিকল্পনা	বিদ্যমান অবস্থা (ডিসেম্বর ২০১৮)	কর্মপরিকল্পনা	হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি (৩০ জুন ২০২১ পযন্ত)
	• ইতোমধ্যে কারা প্রশাসনকে প্রযুক্তি নির্ভর করার লক্ষ্যে সর্বক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স সেবা চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশ জেল এর স্বতন্ত্র আইসিটি সেলের মাধ্যমে ওয়েবসাইট, ফেসবুক পেজ ও ইমেইলের মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করা হয়।	• কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গণমুখী ও প্রযুক্তি নির্ভর	কারা প্রশাসনকে প্রযুক্তি নির্ভর করার লক্ষ্যে সর্বক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স সেবা চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশ জেল এর স্বতন্ত্র আইসিটি সেলের মাধ্যমে বন্দি বদলির তথ্য এসএমএস এর মাধ্যমে দ্রুত পাওয়ার জন্য সম্প্রতি চালুকৃত প্রিজন এ্যাপস, ফেসবুক পেজ (Bangladesh Prison), ও ইমেইলের মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করা হয়ে থাকে।
	• কারা মহাপরিদর্শক সপ্তাহে ২ দিন সর্বসাধারণের সাথে সাক্ষাৎ করে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করেন। এছাড়া প্রায় সকল কারাগারে অভিযোগ বাক্স ও তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়।	• কারা অধিদপ্তর, বিভাগীয় দপ্তর ও দেশের সকল কারাগারে সাক্ষাৎ প্রার্থীদের তথ্যসেবা প্রদান ও গণশুনানী গ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। এসএমএস, ফেসবুক পেজ, ইমেইল ও সরাসরি অভিযোগ গ্রহণ ও তাৎক্ষণিক তা নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	মাননীয় কারা মহাপরিদর্শক সপ্তাহে ২ দিন নির্দিষ্ট সময়ে সর্বসাধারণের সাথে সাক্ষাৎ করে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করছেন। এসএমএস, ফেসবুক পেইজ, ই-মেইল ও সরাসরি অভিযোগ গ্রহণ ও তাৎক্ষণিক তা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রক্রিয়াধীন।
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কারাগারকে দ্রুত সংশোধনাগারে রূপান্তরের লক্ষ্যে কারা কর্মকর্তা কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও দেশে-বিদেশে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ (কর্মকর্তা/কর্মচারী) ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য কারা অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো (Organogram) পুনর্গঠন ও যুগোপযোগীকরণ;	কারাগারকে সংশোধনাগারে রূপান্তরের লক্ষ্যে কারা অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। কারা অধিদপ্তরে বর্তমান অনুমোদিত জনবল ১২১৭৮ জন। জনবল কাঠামো পূনর্গঠন ও যুগোপযোগী করার জন্য ৪৪২৩ সংখ্যক জনবল বৃদ্ধির প্রস্তাব সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কারাগারকে দ্রুত সংশোধনাগারে রূপান্তরের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৩১১২ সংখ্যক জনবল সৃজন করা হয়েছে। আরো ৩১৩০ সংখ্যক জনবল সৃজনের লক্ষ্যে মূল অগ্রানোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত করে সমন্বিত প্রস্তাব কারা অধিদপ্তর হতে সর্বশেষ ০৯.০৭.২০২০ তারিখ সুরক্ষা সেবা বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগের পদ সৃজন সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিশেষ কারাগার, কেন্দ্রীয় কারাগার, জেলা কারাগার এবং অন্যান্য ইউনিট

ইশতেহারে উল্লিখিত পরিকল্পনা	বিদ্যমান অবস্থা (ডিসেম্বর ২০১৮)	কর্মপরিকল্পনা	হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি (৩০ জুন ২০২১ পযন্ত)
			সমূহকে একই অর্গানোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত করে সমন্বিত প্রস্তাব প্রেরণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী সমন্বিত প্রস্তাব প্রস্তুত করার জন্য কারা অধিদপ্তর কর্তৃক ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির গঠন করা হয়েছে। কমিটি কর্তৃক উক্ত প্রস্তাবনা প্রস্তুত করা হচ্ছে। । কমিটির নিকট থেকে উক্ত প্রস্তাবনা পাওয়া মাত্র সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।
	● বর্তমান অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা ১৭টি। সকল কারাগারের জন্য অতিরিক্ত আরো ৬৮টি অ্যাম্বুলেন্স ক্রয়ের প্রকল্প সুরক্ষা সেবা বিভাগে বিবেচনাধীন।	● গুরুতর অসুস্থ্য বন্দিদের বাহির হাসপাতালে আনা-নেয়ার সুবিধার্থে প্রতিটি কারাগারে অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ নিশ্চিত করণে গৃহীত প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন ;	প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য ০৪.১১.২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি কর্তৃক এ্যাম্বুলেন্স এর Technical Specification প্রণয়ন করে তার পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২৩.৬.২০২১ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে Technical Specification সংশোধন করে দেয়া হয়েছে। সে মোতাবেক কার্যক্রম চলছে।

ইশতেহারে উল্লিখিত পরিকল্পনা	বিদ্যমান অবস্থা (ডিসেম্বর ২০১৮)	কর্মপরিকল্পনা	হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি (৩০ জুন ২০২১ পযন্ত)
	• চিকিৎসকের অনুমোদিত পদ-১৪১ টি। বর্তমানে কর্মরত ০৯ জন।	• বন্দিদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি কারাগারে চিকিৎসক পদায়ন করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন ''মেডিকেল ইউনিট'' গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	কারাগারসমূহে একক ডাক্তার ইউনিট প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি কনসেপ্ট পেপার কারা অধিদপ্তরের পত্র নং-৩৮০ তারিখ ১৭.০৬.২০১৯ এর মাধ্যমে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন 'মেডিকেল ইউনিট' গঠনের জন্য জননিরাপত্তা বিভাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯.০৬.২০১৯ তারিখে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট ১টি কমিটি গঠন এবং ৫ সদস্য বিশিষ্ট ১টি উপ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি কর্তৃক চাহিত তথ্যাদি কারা অধিদপ্তর থেকে জননিরাপত্তা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। মেডিকেল ইউনিট গঠনের কার্যক্রম জন নিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। বর্তমানে প্রেষণে ৫জন এবং সাময়িকভাবে সংযুক্ত ১০৫জন মোট (১০৫+৬)=১১১ জন চিকিৎসক বিভিন্ন কারা হাসপাতালে কর্মরত রয়েছেন (০১/০৮/২০২১ তারিখের তথ্যমতে)। কারা হাসপাতালে শূন্য পদে নিয়মিত চিকিৎসক পদায়ন করার জন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে। করোনা মহামারির বর্তমান পরিস্থিতিতে কারাগার/কারা হাসপাতালসমূহে চিকিৎসক পদায়ন আপাতত: স্থগিত রাখার গৃহীত সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-২৫১ তারিখ: ০২/০৫/২০২১ এর মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে।

ইশতেহারে উল্লিখিত পরিকল্পনা	বিদ্যমান অবস্থা (ডিসেম্বর ২০১৮)	কর্মপরিকল্পনা	হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি (৩০ জুন ২০২১ পযন্ত)
	• বাংলাদেশ জেল এর ওয়েব সাইট, ফেসবুক পেজ এবং ই মেইল এর মাধ্যমে সেবাসমূহ জনগণকে অবহিত করা হয়। এসএমএস এর মাধ্যমে রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি সাক্ষাৎকারের সময় জানিয়ে দেয়া হয়।	• আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কারাগারে প্রদেয় সেবাসমূহ আরো অত্যাধুনিক উপায়ে জনগণের নিকট উপস্থাপন করা।	বাংলাদেশ জেল এর ওয়েবসাইট প্রিজন আ্যপস ফেসবুক পেজ (Bangladesh Prison) ই-মেইল এর মাধ্যমে সেবাসমূহ জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে। এছাড়াও কারা বিভাগ ও এর অধীন সকল দপ্তর/কেন্দ্রীয় /জেলা কারাগার অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে কারা কর্মকর্তা/কর্মচারী তথা সকল নাগরিকগণকে এই পেজের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
৮. নিশ্চিত করা হবে প্রশাসনের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায় পরায়ণতা এবং সেবাপরায়ণতা। প্রশাসনের দায়িত্ব হবে নির্ধারিত নীতিমালা ও নির্বাহী নির্দেশাবলি বাস্তবায়ন। (পৃষ্ঠা-১৮)	• প্রশাসনের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায়পরায়ণতা নিশ্চিত করণের জন্য সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, দরবার, রোলকল ও নিয়মিত সমন্বয় সভার মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া ন্যায় বিচার, সরকারি নীতিমালা ও নির্বাহী নির্দেশনাবলী বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হয়।	• ভবিষ্যতে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ক্লাস, হাতেকলমে প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তির মাধ্যমে বিষয়গুলো শতভাগ নিশ্চিত করা হবে।	প্রশাসনের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায়পরায়ণতা নিশ্চিত করণের জন্য সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, দরবার, রোলকল ও নিয়মিত সমন্বয় সভার মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া ন্যায় বিচার, সরকারি নীতিমালা ও নির্বাহী নির্দেশনাবলী বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হচ্ছে।
৯. নিয়মানুবর্তী এবং জনগণের সেবক হিসাবে প্রশাসনকে গড়ে তোলার কাজ অগ্রসর করে নেওয়া হবে; (পৃষ্ঠা-১৮)	• বর্তমানে কেন্দ্রীয় কারাগারের সংখ্যা ১৩টি। বন্দিসেবার মানোন্নয়ন ও কারা পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, বন্দিদের খাবারের বরাদ্দ বৃদ্ধি ও খাবারের গুণগত মান বজায় রাখা, বন্দি সাক্ষাৎপ্রার্থীর সেবার মানোন্নয়ন, বন্দি ও কারা কর্মকর্তা	• সরকারের অনুমোদনক্রমে আরো ৩টি কেন্দ্রীয় কারাগার (খুলনা, দিনাজপুর ও ফরিদপুর) ঘোষণা পূর্বক ভবিষ্যতে উল্লেখিত সেবাসমূহ আধুনিকায়ন ও বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন করা ।	খুলনা, দিনাজপুর ও ফরিদপুর জেলা কারাগারকে কেন্দ্রীয় কারাগার ঘোষণার বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। বন্দিসেবার মানোন্নয়ন ও কারা পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, বন্দিদের খাবারের বরাদ্দ বৃদ্ধি ও খাবারের গুণগত মান বজায় রাখা, বন্দি সাক্ষাৎপ্রার্থীর সেবার মানোন্নয়ন, বন্দি ও কারা কর্মকর্তা কর্মচারীদের

ইশতেহারে উল্লিখিত পরিকল্পনা	বিদ্যমান অবস্থা (ডিসেম্বর ২০১৮)	কর্মপরিকল্পনা	হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি (৩০ জুন ২০২১ পযন্ত)
	কর্মচারীদের নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।		নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার কার্যক্রম চলমান আছে।
	• বর্তমানে ২৮টি কারাগারে ৩৮টি ট্রেডে (জানুয়ারি ২০১৮ থেকে আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত) ৩৪১৮৫ জন কারাবন্দিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	• কারাগারকে সংশোধনাগারে রূপান্তরের লক্ষ্যে শতভাগ বন্দিকে প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করা হবে।	বর্তমানে ৩০টি কারাগারে ৩৯টি ট্রেড়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। জানুয়ারি ২০২০ থেকে জুলাই, ২০২১ **পর্যন্ত** ১০৮৭২ জন বন্দিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
১০. সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা, দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং সর্বপ্রকার হয়রানির অবসান ঘটানোর কাজ অব্যাহত থাকবে। বিশেষভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নানা স্তর কঠোরভাবে সংকুচিত করা হবে (পৃষ্ঠা-১৮)	• কারাগারসমূহে মাসিক ভিত্তিতে সিনিয়র জেল সুপার/জেল সুপার বন্দি ও কারা কর্মচারীদের দরবার অনুষ্ঠান করে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করেন। এছাড়া উর্ধ্বতন কারা কর্মকর্তারা পরিদর্শনকালে দরবার গ্রহণ করে তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধান নিশ্চিত করেন।	• কারা অধিদপ্তর, বিভাগীয় দপ্তর ও দেশের সকল কারাগারে সাক্ষাৎ প্রার্থীদের তথ্যসেবা প্রদান ও গণশুনানী গ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। এসএমএস, ফেসবুক পেজ, ইমেইল ও সরাসরি অভিযোগ গ্রহণ ও তাৎক্ষণিক তা নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	কারা অধিদপ্তর, বিভাগীয় দপ্তর ও দেশের সকল কারাগারে সাক্ষাৎ প্রার্থীদের তথ্যসেবা প্রদান ও গণশুনানী গ্রহণ নিশ্চিত করা এবং ওয়েব পেজ, প্রিজন অ্যাপস এসএমএস, ফেসবুক পেজ, ই-মেইল ও সরাসরি অভিযোগ গ্রহণ ও তাৎক্ষণিক তা নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণের কাযক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও একটি 'হট লাইন' নম্বর দ্রুত চালু করণের বিষয়েও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।
	• ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে ৮০% নথি নিষ্পত্তি করা হচ্ছে;	• ই-ফাইলিং শতভাগ নিশ্চিত করা;	ই-নথির মাধ্যমে নথি গ্রহণ, নিষ্পন্ন, পত্রজারির কাজসহ নথির ৮০% কার্যক্রম ই- ফাইলিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে।
	• প্রতিটি কারাগারে বন্দি ও দর্শনার্থীদের জন্য অভিযোগ বাক্স রয়েছে।	অভিযোগ বাক্স স্থাপন ও আধুনিকায়ন করা।	• প্রতিটি কারাগারে বন্দি ও দর্শনার্থীদের জন্য অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। • এছাড়াও একটি 'হট লাইন' নম্বর দ্রুত চালু করণের বিষয়েও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

ইশতেহারে উল্লিখিত পরিকল্পনা	বিদ্যমান অবস্থা (ডিসেম্বর ২০১৮)	কর্মপরিকল্পনা	হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি (৩০ জুন ২০২১ পযন্ত)
	• ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ২০টি প্যাকেজ ই-জিপির মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৩৪টি প্যাকেজ ই-জিপি'র মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।	• ইজিপি শতভাগ নিশ্চিত করা। অগ্রগতি ৯৮%	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ই-জিপির মাধ্যমে ২০টি প্যাকেজ, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৩৪টি প্যাকেজ , ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৪২টি প্যাকেজ এবং ২০২০-২০২১ ৪৮টি প্যাকেজের দরপত্র ই-জিপির মাধ্যমে ক্রয় সম্পন্ন করা হয়েছে।২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ১৩টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। এর মধ্যে ১০টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়ছে। ২টি প্যাকেজ লাইভে আছে এবং একটি প্যাকেজের পুন:দরপত্র আহ্বান করা হবে।
১১.সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য চমৎকার 'ডে কেয়ার সেন্টার' গড়ে তোলা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হবে (পৃষ্ঠা-৩৫)	• ৭টি কারাগারে ডে-কেয়ার সেন্টার বিদ্যমান আছে যা-সকল কারাগারে নিশ্চিকরণের ব্যবস্থা গৃহীত হবে।	• কারা অধিদপ্তর এবং কেন্দ্রীয়/ জেলা কারাগারসমূহের জন্য একটি করে মোট=৬২টি চমৎকার ও আধুনিক ডে-কেয়ার সেন্টার গড়ে তোলা;	২০২১-২২ অর্থ বছরে ডে-কেয়ার সেন্টার ১০টিতে উন্নীত করা হবে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনঃ টেকসই উন্নয়ন অভিষ্টের লক্ষ্যে ১৬.৩.২ নং বৈশ্বিক সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কারা অধিদপ্তর লিড এজেন্সি হিসেবে কাজ করছে :

16.3.2: Un-sentenced detainees as a proportion of overall prison population.

উক্ত বিষয়ে কারা অধিদপ্তরের ১ জন কর্মকর্তা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি ট্রাকার সিস্টেমে ডাটা প্রদান করার জন্য ১ জন কর্মকর্তাকে ডাটা কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে । ডাটা প্রদানকারী কর্মকর্তা এসডিজি ট্রাকার সিস্টেমে নিয়মিত ডাটা প্রদান করে আসছেন ।

উল্লেখ্য, জার্মানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান জিআইজেড এর আর্থিক সহায়তায় ০১ জুলাই ২০০৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে কারা অধিদপ্তর এবং দেশের ৪০টি কারাগারে "ইম্প্রুভমেন্ট অব দি রিয়্যাল সিচুয়েশন ওভারক্রাউডিং ইন প্রিজন্স ইন বাংলাদেশ (আইআরএসওপি)" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শেষ হয়েছে এবং ০১ জানুয়ারি ২০১৯ হতে "এক্সেস টু জাস্টিজ থ্রু প্রিজন্স রিফমর্স" প্রকল্পটির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

উক্ত প্রকল্পের আওতায় জুলাই, ২০২১ পর্যন্ত প্যারালিগ্যাল কার্যক্রমের মাধ্যমে ২৫,০৯২ জন কারাবন্দিকে মুক্তিতে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং ১,৬৬,১৭৮ জন বন্দিকে আইনী সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ সকল বন্দিদের সহায়তার ক্ষেত্রে প্যারালিগ্যালগণ উক্ত সময়কালে ৮ লক্ষ ২ হাজার ৪৬১টি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে (যেমন: আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ, সরকারি আইনজীবী নিয়োগে সহায়তা, ওকালতনামা সংগ্রহে সহায়তা, মামলার নথিপত্র সংগ্রহ, জামিনদার সংগ্রহ প্রভৃতি)। এছাড়াও ৩,৩৭,৪৮৪ বিচার প্রত্যাশীদের আদালত ও থানায় আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। মামলা ব্যবস্থাপনা ও স্থানীয় ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার সমস্যা চিহ্নিত করে স্থানীয়ভাবে সমাধানের লক্ষ্যে ১,৫২২টি কেইস কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভা আয়োজন করা হয়েছে। কারাবন্দিদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১১,৩৬৩ জন বন্দিকে বিভিন্ন ট্রেড কোর্স ও মোটিভেশনাল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৯,৭৩৭ জন মাদকাসক্ত বন্দিকে কাউন্সিলিং ও চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়েছে। সর্বোপরি ১,১৬৭ জন কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সুষ্ঠু কারা ব্যবস্থাপনা ও গতিশীল নিরাপত্তা, মাদক চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনা, কোভিড-১৯ এর প্রস্তুতি ও মানসিক চাপ এবং মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইনঃ সেবা গ্রহীতাদের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সকল কারাগারে দর্শনীয় স্থানে সিটিজেন চার্টার স্থাপন করা হয়েছে । কারা অধিদপ্তরের সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (অর্থ) ও কারা উপ-মহাপরিদর্শক (অতিঃ দাঃ) জনাব সুরাইয়া আক্তারকে প্রধান তথ্যপ্রদানকারী কর্মকর্তা এবং কারা মহাপরিদর্শক জনাব মোঃ মোমিনুর রহমান মামুনকে আপিলকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১৭ জন আবেদনকারীকে তাদের চাহিদা মোতাবেক তথ্য প্রদান করা হয়েছে ।

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী প্রাপ্ত আবেদন সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদন সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সংখ্যা	মন্তব্য
১৮টি	১৭টি	১টি	--

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনাঃ কারা অধিদপ্তরে প্রাপ্ত অভিযোগ সমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

- অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত আপিল কর্মকর্তা -কর্নেল মোঃ আবরার হোসেন, অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক ।
- অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা -জনাব সুরাইয়া আক্তার, কারা উপ-মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)।
- মাঠপর্যায়ে আপিল নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা -সংশ্লিষ্ট বিভাগের কারা উপ-মহাপরিদর্শকগণ।
- মাঠপর্যায়ে অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা -জেল সুপার/সিনিয়র জেল সুপার।

২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রাপ্ত অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ সংখ্যা	মন্তব্য
৪০টি	৪০টি	০	--

উত্তম চর্চাঃ

(১) প্রিজন লিংক প্রকল্প বাস্তবায়নঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী কারা বন্দিদের পরিবারের সদস্যদের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ স্থাপন এবং বন্দির মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চিতকল্পে মোবাইল ফোনে কথা বলার জন্য টেলিফোন বুথ প্রকল্প “স্বজন” টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে ২৮ তারিখে ২০১৮-০৩-উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের সহযোগিতায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফোনবুথ পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে। ডিপিপি সংশোধন করে ২৯.০৬.২০২১ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে টেলিফোন বুথ ও টেলিফোন লাইন সংস্থাপন, পরিচালনা ও বাস্তবায়ন কার্যাদি সরকারি টেলিফোন সংস্থা টেলিটক এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে বিস্তারিত প্রস্তাব চেয়ে টেলিটক বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(২) কারাবন্দিদের সাথে অনলাইনে সাক্ষাৎ: কারাবন্দিদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ প্রক্রিয়া সহজিকরণের জন্য মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে এই কার্যক্রম চলমান আছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল কারাগারে এই সেবা চালু করা হবে।

(৩) কারাবন্দিদেরকে ৫০% লভ্যাংশ প্রদান : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কারাগারে বন্দিদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থের লভ্যাংশ হতে ৫০% হিসেবে দেশের ২৮টি কারাগারে ১১,২৩৯ জন বন্দিকে ২৭ লক্ষ ৩৯ হাজার ৫৭৫ টাকা পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়েছে।

(৪) কারাবন্দিদের পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরি:কারাবন্দিদের পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরির জন্য National Tele-communication Monitoring Centre (NTMC)-এর সহযোগিতায় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে কারা অধিদপ্তর এবং NTMC এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৫) কারাগারে ডাবল ফেইস লাইন সংযোগ স্থাপন: কারাগারে বিদ্যুৎ চলে গেলে বন্দিদের চরম ভোগান্তি রোধকল্পে দেশের ৩৬টি কারাগারে ডাবল ফেইস বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ প্রদান করা হয়েছে এবং ১২টি কারাগারে ডাবল ফেইজ বিদ্যুৎ সংযোগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট ২০টি কারাগারে ডাবল ফেইস বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ দেয়ার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে ।

(৬) ডে-কেয়ার সেন্টার চালু: মায়ের সাথে অবস্থানরত শিশুদের নিরাপদ প্রতিপালনের জন্য কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারসহ ৮টি কারাগারে ডে-কেয়ার সেন্টার চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল কারাগারে ডে-কেয়ার সেন্টার চালু করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

(৭) ধর্মীয় শিক্ষদের বেতন বৃদ্ধি: কারাগারে আটক বন্দিদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য নিয়োজিত ধর্মীয় উপদেষ্টাগণের সম্মানী দৈনিক ৫০/-টাকা সম্মানী প্রদান করা হতো । এখন হতে ধর্মীয় উপদেষ্টাগণের সম্মানী দৈনিক ৫০/-টাকা হতে ন্যূনতম ২০০/-টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে ।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন : ২০২০-২০২১ অর্থবছরে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে । এ বিষয়ে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক কর্নেল মোঃ আবরার

হোসেন দায়িত্ব পালন করছেন। শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের জন্য কারা মহাপরিদর্শকের নেতৃত্বে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। অত্র অধিদপ্তরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নৈতিকতা কমিটির ৪টি সভা হয়েছে। এছাড়া কারা অধিদপ্তরে সকল প্রশিক্ষণে শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন বিষয়ক মডিউল চালু করা হয়েছে। শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।

উন্নয়ন প্রকল্প : চলমান ৮টি প্রকল্প:

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	মোট প্রকল্প ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
১	পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২)	৬০৭৩৫.৮৫	৩.৫৩%	
২	খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০২২)	২৫১০২.৭৫	৭৫%	
৩	কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২২)	৭৩৪২.৩৬	৬১%	
৪	ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২২)	১২৭৬০.৬৪	৭৫%	
৫	কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২২)	৪৯৯৮.২৪	৬০%	
৬	কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	৬২৪৯৮.২০	৭.৪৬%	
৭	নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প (সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে জুন ২০২২)	৩২৬৯৮.৪৩	৩.১৭%	
৮	জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩)	২১০০২.৭৫	১.৫০%	
	সর্বমোট=	**২২৭১৩৯.২২**		

১. পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প : বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার স্মৃতি বিজড়িত “পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার-এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ১১-০৯-২০১৮ তারিখে প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৬০৭৩৫.৮৫ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল-জুলাই, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জুলাই পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৩.৫৩%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : বাঙালি জাতির ইতিহাস তথা বঙ্গবন্ধু কারাস্মৃতি জাদুঘর, জাতীয় চার নেতা কারাস্মৃতি জাদুঘর এবং ঢাকার মধ্যযুগের ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা; কারা অধিদপ্তরের আওতায় সরকারি জমির পরিকল্পিত ব্যবহার; উন্মুক্ত নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চায়ন করা; গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি এবং পুরাতন ঢাকার ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করা।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি ১৫.০২.২০২১ তারিখে পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

মাননীয় প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন ১৩.০২.২০২১ তারিখে পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অবস্থিত বঙ্গাবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

২. খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প : প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ০১.১১.২০১১ তারিখে। প্রাক্কলিত ব্যয়-২৫১০২.৭৫ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল- জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০২২। জুলাই,২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৭৫%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ১৯২২ সালে প্রতিষ্ঠিত অতি পুরাতন জরাজীর্ণ খুলনা জেলা কারাগারকে বর্তমান স্থান থেকে স্থানান্তর করে আরও বৃহৎ পরিসরে নির্মাণের মাধ্যমে বন্দি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং আধুনিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিত করা।

৩. কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্প : প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ০৯.০৬.২০১৫ তারিখে। প্রাক্কলিত ব্যয়-৭৩৪২.৩৬ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল- জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২। জুলাই, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৬১%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল হিসেবে গড়ে তোলা।

৪.ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প: প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ২২.১২.২০১৫ তারিখে। প্রাক্কলিত ব্যয়-১২৭৬০.৬৪ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল- জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২। জুলাই,২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৭৫%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রায় ২০০ বছরের পুরাতন ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারকে বর্তমান স্থানে রেখে আরও বৃহৎ পরিসরে নির্মাণের মাধ্যমে বন্দি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং আধুনিক সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিত করা।

৫.কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্প : প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় ২৪.০৫.২০১৬ তারিখে। প্রাক্কলিত ব্যয়- ৪৯৯৮.২৪ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল- জানুয়ারি, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২। জুলাই, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৬০%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : কারা অধিদপ্তর-কে শক্তিশালীকরণ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে কারা নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ।

৬. কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প : প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ২৩-১০-২০১৮ তারিখে। প্রাক্কলিত ব্যয়-৬২৪৯৮.২০ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল- জানুয়ারি, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২১। জুলাই/২১ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৬.৪৬%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারের বন্দি আবাসন, চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণের সুবিধা বৃদ্ধি করা; কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বসবাসের উন্নততর পরিবেশ সৃষ্টি করা; নিরাপদ ও যুগোপযোগী আবাসিক সুবিধা নিশ্চিত করা।

৭. নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প: প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমেদিত হয় ০৩-০৯-২০১৯ তারিখে। প্রাক্কলিত ব্যয় ৩২৬ কোটি ৯৮ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা। বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২। জুলাই/২১ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৩.১৭%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য :আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন ও নতুন জেলা কারাগার নির্মাণ এবং কারা বন্দিদের জন্য সর্বোচ্চ নিরাপদ আটক নিশ্চিতকরণ।

৮. জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প: প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ২১-০৬-২০২০ তারিখে। প্রকল্পটির ব্যয় ২১০০২.৭৫ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩। জুলাই/২১ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ১%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য :আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন কারাগার নির্মাণ এবং কারা বন্দিদের জন্য সর্বোচ্চ নিরাপদ আটক নিশ্চিতকরণ। কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য একক ও পারিবারিক বাসস্থান নির্মাণের মাধ্যমে তাদের জীবন মান উন্নত করা।

মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জঃ কেরাণীগঞ্জে নির্মিত মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ২৭-১২-২০২০ তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে। কারাগারের জনবলের অনুমোদন পাওয়া গেলে এর প্রশাসনিক কার্যক্রম চালু করা হবে। এ কারাগারের বন্দি ধারণক্ষমতা ৩০০ জন। এছাড়াও রয়েছে ১০ জনের শ্রেণিপ্রাপ্ত বন্দি ওয়ার্ড, ৪০ জনের কিশোরী বন্দি ওয়ার্ড,

২০ জনের মানসিক রোগাক্রান্ত বন্দি ওয়ার্ড, ৩০ জনের নিরাপত্তা সেল, ২০ বেডের হাসপাতাল, কারা স্কুল এন্ড লাইব্রেরি এবং বন্দি মায়ের সাথে থাকা শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭.১২.২০২০ তারিখে ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ এবং ১টি এলপিজি স্টেশন এর শুভ উদ্বোধন করেন।

সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর কারা অধিদপ্তর পরিদর্শনঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের নবযোগদানকারী সচিব জনাব মোঃ মোকাব্বির হোসেন ১৩.০৪.২০২১ তারিখে পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চারনেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন করেন । এছাড়া তিনি কারা সদর দপ্তর পরিদর্শন করেন এবং চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের নবযোগদানকারী সচিব জনাব মোঃ মোকাব্বির হোসেন ১৩.০৪.২০২১ তারিখে পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অবস্থিত বঙ্গাবন্ধু কারা স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের নবযোগদানকারী সচিব জনাব মোঃ মোকাব্বির হোসেন ১৩.০৪.২০২১ তারিখে পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অবস্থিত জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের নবযোগদানকারী সচিব জনাব মোঃ মোকাব্বির হোসেন ১৩.০৪.২০২১ তারিখে কারা অধিদপ্তর পরিদর্শন করেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের নবযোগদানকারী সচিব জনাব মোঃ মোকাব্বির হোসেন ১৩-৪-২০২১ তারিখে কারা অধিদপ্তর পরিদর্শন করেন।

প্রশিক্ষণঃ

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ :

কারা বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কারাগারসমূহকে সংশোধনাগারে রূপান্তরের লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কোর্স বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে । ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ২১টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় মোট ১২৪২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ১২টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ৬৯৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মোমিনুর রহমান মামুন ০১.০২.২০২১ তারিখে ৫৮ তম কারারক্ষী ও মহিলা কারারক্ষী মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সের শুভ উদ্বোধন করেন।

৫৮তম কারারক্ষী ও মহিলা কারারক্ষী মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী ক্লাস আয়োজন।

বন্দি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

১। কারাবন্দিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে । দেশের কারাগারসমূহে আটক সাজাপ্রাপ্ত বন্দিরা সাজা ভোগ শেষে অপরাধমুক্ত থেকে সমাজে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ৩০টি কারাগারে আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক ৩৯টি ট্রেডে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে ২০২০-২০২১ মেয়াদে ৬,১৪১ জন কারাবন্দিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ০১ জুলাই, ২০১৪ থেকে ৩১ জুন, ২০২১ পর্যন্ত দেশের ৩০টি কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারে সর্বমোট ৫৪,৬৬১ জন বন্দিকে ৩৯টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি কারাগারে বন্দি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালুর জন্য ইতিমধ্যে কারা অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

২। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি ১৭.০২.২০২১ তারিখ কারা কনভেনশন সেন্টার, কারা অধিদপ্তর, ঢাকায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারামুক্ত বন্দিদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে জীবিকায়ন সামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে বন্দি পুনর্বাসন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি ১৭.০২.২০২১ তারিখ বন্দিদের জীবিকায়ন সামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে বন্দি পুনর্বাসন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি ১৭-০২-২০২১ তারিখ বন্দিদের জীবিকায়ন সামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে বন্দি পুনর্বাসন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

৩। বন্দিদের আত্ম-কর্মসংস্থান মূলক কাজের প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মোমিনুর রহমান মামুন নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে বন্দিদের পোষাক তৈরীর কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

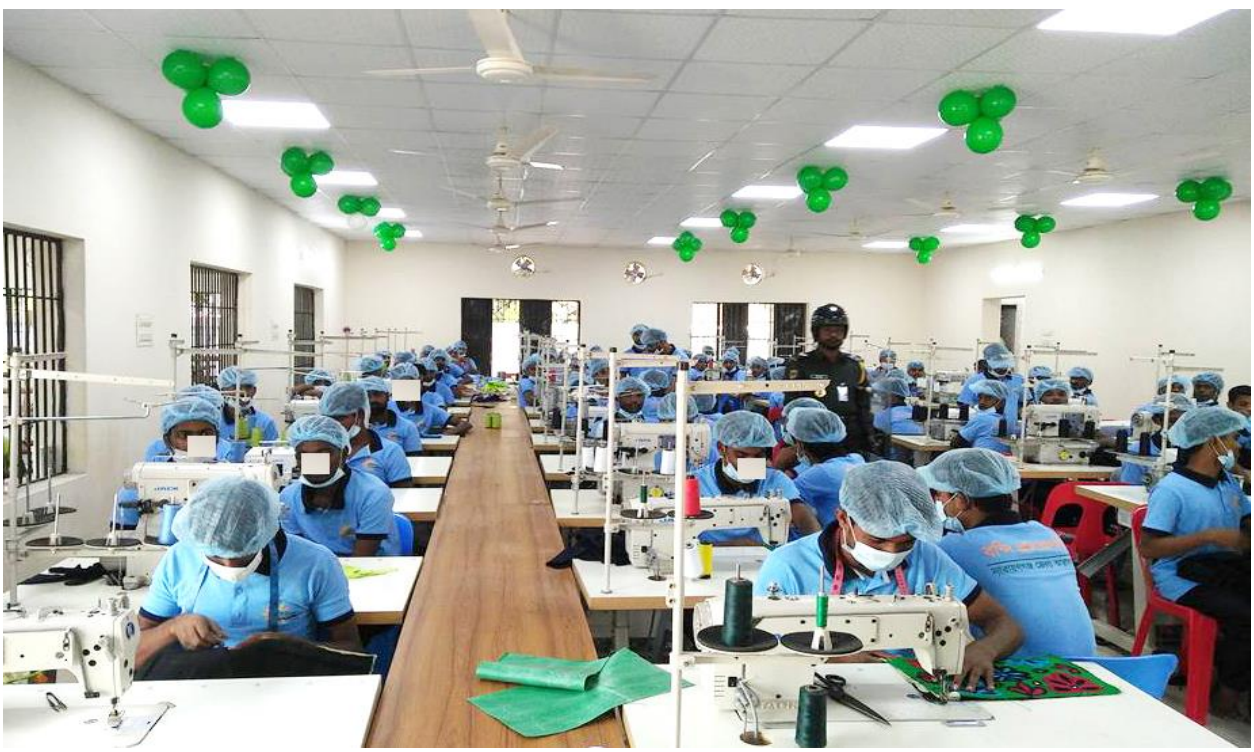

নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে বন্দিদের পোশাক তৈরী কার্যক্রম।

নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে বন্দিদের পোশাক তৈরী কার্যক্রম।

৪। বন্দিদের আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্তে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২, গাজীপুরে "কারাবন্দি প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন স্কুল" প্রশিক্ষণ স্কুল চালু করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেস, আধুনিক বেকারি, পাওয়ার লুম, পার্টিকেল বোর্ড এর আসবাবপত্র তৈরি, জুতা তৈরি, এমব্রয়ডারি প্রশিক্ষণ, মোজা তৈরি ইত্যাদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নতুনভাবে শুরু করা হয়েছে । এছাড়া বন্দিদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশ ও বিদেশের শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে দেশের ৩০টি কারাগারে হস্তশিল্পের পাশাপাশি ডিজিটাল প্রিন্টিং, পাওয়ারলুম পরিচালনা, জুতা ও চামড়াজাত দ্রব্য তৈরি, বুক বাইন্ডিং, মেসিনারি, গার্মেন্টস, হাউজহোল্ড ইলেকট্রিক ওয়ারিং, এমব্রয়ডারি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি কুটির শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে।

কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এ বন্দিদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।

কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মোমিনুর রহমান মামুন কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দিদের পোষাক তৈরীর কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মোমিনুর রহমান মামুন কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দিদের পোষাক তৈরীর কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

৫। কারাগারে আটক মাদকাসক্ত বন্দিদের মোটিভেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং মাদকাসক্ত বন্দিদের পৃথক ওয়ার্ডে রেখে চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় প্রতিমাসে দেশের সকল কারাগারে নিয়মিত মাদকবিরোধী সভা আয়োজনের মাধ্যমে বন্দিদের সচেতনতামূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৬। কারাগার হতে মুক্তির পর সমাজে পূর্নবাসন/প্রতিষ্ঠা করার নিমিত্তে সমাজসেবা/যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা;

৭। কয়েদীদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে লভ্যাংশের ৫০% সংশ্লিষ্ট কয়েদিকে পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদান করা হচ্ছে। জুন, ২০২১ পর্যন্ত ৯১,৯০,৩৯৪/- টাকা পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রমের বিবরণ :

(১) আবাসিক সংকট নিরসন এবং কারাগারের বন্দিদের জীবনমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, জামালপুর কারাগার সম্প্রসারণ ও পুনঃনির্মান এবং খুলনা ও নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে ।

(২) ৪০টি কারাগারে মহিলা কারারক্ষীদের জন্য ৩৯৯টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে।

(৩) নিয়োগ প্রক্রিয়া অধিকতর স্বচ্ছ এবং আবেদন প্রক্রিয়া সহজিকরণ ও চাকরিপ্রার্থীদের ভোগান্তি লাঘবের নিমিত্তে এসএমএসএর মাধ্যমে ইতোমধ্যে কারারক্ষী নিয়োগ-এর আবেদন জমা নেয়া হয়েছে।

(৪) কক্সবাজার জেলার উখিয়ায় দেশের প্রথম উন্মুক্ত কারাগার নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সরকার কর্তৃক ইতোমধ্যে ১৬০.০০ একর জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

(৫) ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম বিভাগের ৩২টি কারাগারে লাগেজ স্ক্যানার, বডি স্ক্যানার, আর্চওয়েমেটাল ডিটেক্টর, ওয়াকিটকিসহ বিভিন্ন নিরাপত্তা সরঞ্জাম ও উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। এর সাথে প্রতিটি কারাগারে একটি করে নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি পর্যবেক্ষণ কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে।

(৬) কারা অধিদপ্তরের খেলোয়াড় কারারক্ষীদের নিয়ে গঠিত বাংলাদেশ জেল দল জাতীয়/আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছে।

মুজিববর্ষ মহান বিজয় দিবস উন্মুক্ত সাইক্লিং প্রতিযোগিতা-২০২০ এ বাংলাদেশ জেল দলের পদক অর্জন।

(৭) নিয়মিত কৃতি খেলোয়াড়দের প্রণোদনা এবং সংবর্ধনা প্রদান করা হচ্ছে।

(৮) বন্দিদের যাতায়াত নিরাপদকরণের স্বার্থে কারা বিভাগে ২টি ওয়েববেইজড ডিজিটাল প্রিজন ভ্যান চালু করা হয়েছে।

(৯) কারা অধিদপ্তরে ICT Cell খোলা হয়েছে।

(১০) কারা হাসপাতালে বন্দিদের গোপনীয় স্বাস্থ্যতথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য সুষ্ঠু মেডিক্যাল রেকর্ডকিপিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত পাইলট প্রকল্প আইসিআরসি-র সহযোগিতায় টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ভবিষৎ পরিকল্পনার বিবরণঃ বাংলাদেশের কারাগারগুলোকে সংশোধনাগার হিসেবে গড়ে তুলতে স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছেঃ-

(ক) স্বল্প মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা:

(১) কক্সবাজার, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, বি-বাড়িয়া এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগার-এর ধারণ ক্ষমতাবৃদ্ধি।

(২) মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দিদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ স্কুল প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হতে অনুমোদন গ্রহণ।

(৩) বর্তমান জনবল (ট্রেইনার) থেকে প্রশিক্ষণ পরিচালনাকরণ।

(৪) কারাগারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য কাউন্সেলিং প্রশিক্ষণ আয়োজন।

(৫) বন্দিদের জন্য আচরণ সংক্রান্ত কাউন্সেলিং প্রশিক্ষণ চালুকরণ।

(৬) জেল কোড এবং প্রিজন্স এ্যাক্ট সংশোধন।

(৭) সরকার ও এনজিও এর সহায়তায় বন্দি মুক্তির পর পুনর্বাসনে ফলো আপ করার কো-অর্ডিনেশন প্রোগ্রাম চালুকরণ।

(৮) প্রথম পর্যায়ে সকল কেন্দ্রীয় এবং বৃহৎ জেলা কারাগারে বন্দী পুনর্বাসন প্রোগ্রাম চালুকরণ।

(৯) মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দিদের জন্য প্রতিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে একটি করে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ স্কুলের শাখা চালুকরণ।

(১০) রাজশাহীতে কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ।

(১১) কারা কর্মকর্তা এবং কর্মচারিদের পদমর্যাদা ও গ্রেড উন্নীতকরণ।

(১২) কারা কর্মকর্তাদের দেশে এবং বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান।

(১৩) যে সকল কারাগারে পেরিমিটার দেয়ালের উচ্চতা ১৮ ফুট এর কম সে সকল কারাগারের পেরিমিটার ওয়ালের উচ্চতা ১৮ ফুটে উন্নীত করণ।

(১৪) যে সকল কারাগারে ওয়াচটাওয়ার এবং সার্চলাইট নেই, সেগুলোতে ওয়াচটাওয়ার নির্মাণ এবং লাইট সংযোজন।

(১৫) কারাগারের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে চিকিৎসক পদায়ন।

(১৬) কারাগারের হাসপাতালের জন্য ক্লিনিক্যাল ফিজিওথেরাপিস্ট নিয়োগ।

(১৭) বন্দিদের জন্য কাউন্সেলিং, ড্রাগ ও মানসিক স্বাস্থ্য চিকিৎসা চালুকরণ।

(১৮) নেশায় আসক্ত বন্দি চিহ্নিতকরণে এবং প্রিজন্স ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং মেডিকেল স্টাফদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

(১৯) ৭টি বিভাগীয় সদর দপ্তর নির্মাণ।

(২০) কারা অধিদপ্তর, বিভাগীয় কারা উপ-মহাপরিদর্শক-এর দপ্তর, কেন্দ্রীয় ও জেলা কারাগারে জনবল বৃদ্ধিকরণ।

(২১) কারা অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা সংশোধনকরণ।

(খ) মধ্যমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা:

(১) খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণকাজ সম্পন্ন করে কারাগার চালুকরণ।

(২) কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণকাজ সম্পন্ন করণ।

(৩) ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ আলোর কাজ সম্পন্ন করণ।

(৪) নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ।

(৫) জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃনির্মাণ।

(৬) ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগার নির্মাণ।

(৭) ২ পার্বত্যজেলা (খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি) কারাগার পুননির্মাণ।

(৮) মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দিদের পুনঃঅপরাধ হ্রাসকল্পে ফলোআপ প্রোগ্রাম পরিচালনার প্রকল্প তৈরিকরণ।

(৯) কারা কর্মকর্তাদের দেশে এবং বিদেশে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, প্রিজন্স ম্যানেজমেন্ট, অফিস ম্যানেজমেন্ট, জঙ্গিবাদ প্রতিহতকরণ, প্রিজন্স সিকিউরিটিসহ বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।

(১০) দেশের সকল কারাগারের জন্য অ্যাম্বুলেন্স ক্রয়।

(১১) কেরাণীগঞ্জে বঙ্গবন্ধু কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ।

(১২) ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জে ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল ও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ।

(১৩) দেশের সকল কারাগারে বন্দিদের জন্য ফোন বুথ স্থাপন।

(১৪) কারা অধিদপ্তরের সকল স্টাফ এবং বন্দিদের ডাটাবেজ তৈরি।

(গ) দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা:

(১) রাজশাহী, যশোর, রংপুর, বগুড়া, কুষ্টিয়া, কুড়িগ্রাম, নোয়াখালী, ফরিদপুর, ভোলা, জয়পুরহাট, শরীয়তপুর কারাগার পুনঃনির্মাণ /সম্প্রসারণ।

(২) প্রিজন্স স্টাফ কোর্স চালুকরণ।

(৩) কক্সবাজারে উখিয়ায় উন্মুক্ত কারাগার নির্মাণ।

(৪) কারাবন্দিদের জন্য উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখার সুযোগ সৃষ্টিকরণ।

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ কমিটি

ক্র.	নাম ও পদবি	পদ মর্যাদা
১.	জনাব মল্লিক সাঈদ মাহবুব যুগ্মসচিব (অগ্নি), সুরক্ষা সেবা বিভাগ	আহ্বায়ক
২.	জনাব মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন উপসচিব (মাদক-১), সুরক্ষা সেবা বিভাগ	সদস্য
৩.	জনাব জাহিদুল ইসলাম উপসচিব (অগ্নি-১), সুরক্ষা সেবা বিভাগ	সদস্য
৪.	জনাব মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান ভূইয়া উপসচিব (শৃঙ্খলা অধিশাখা), সুরক্ষা সেবা বিভাগ	সদস্য
৫.	জনাব মোহাম্মদ আবু সাঈদ মোল্লা উপসচিব (কারা-২), সুরক্ষা সেবা বিভাগ	সদস্য
৬.	জনাব মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ উপসচিব (পরিকল্পনা-১), সুরক্ষা সেবা বিভাগ	সদস্য
৭.	জনাব মোঃ আবুল কালাম তালুকদার উপসচিব (প্রশাসন-২), সুরক্ষা সেবা বিভাগ	সদস্য
৮.	জনাব মোঃ আইয়ুব হোসেন প্রোগামার (আইসিটি সেল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ	সদস্য
৯.	জনাব মোঃ আবদুল কাদির উপসচিব (প্রশাসন-৩), সুরক্ষা সেবা বিভাগ	সদস্য সচিব